# মুক্তির বিগব্যাং মার্চ '৭১

আসাদুল্লাহ্

মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর-১

# মুক্তির বিগব্যাং মার্চ '৭১

আসাদুল্লাহ্

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা- চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

# মুক্তির বিগব্যাং মার্চ '৭১

আসাদুল্লাহ্

**প্রকাশক**

**এস. এম. রইসউদ্দিন**

পরিচালক (প্রকাশনা)

**বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ**

**চট্টগ্রাম অফিস**

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

**মতিঝিল অফিস**

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

**প্রকাশকাল**

প্রথম প্রকাশঃ একুশে বইমেলা -২০১২

**মুদ্রাকর**

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

**প্রচ্ছদ : ছানোয়ার সামছী**

**মূল্য ঃ ২২০/-**

**প্রাপ্তিস্থান**

**বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ**

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

---

**Moktir Bigbang March'71, Written by: Asadullah, Published** by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 220/- U$ : 8/- **ISBN. 984-70241-0040-6**



www.pathagar.com

# উৎসর্গ

মার্চ'৭১,
সর্বজনাব
তোফায়েল আহমেদ
নূরে আলম সিদ্দিকী
শাজাহান সিরাজ
আ স ম আব্দুর রব
আব্দুল কুদ্দুস মাখনসহ
বাংলা মায়ের
অসংখ্য আলোক সন্তান,
-যাঁদের চির অম্লান কীর্তি
স্বাধীনতা
লাল সূর্যের পতাকা
বাংলাদেশ;
-তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

www.pathagar.com

# লেখকের নিবেদন

সেই ১৯৭১। এই ২০১১। মাঝে চার দশক। চল্লিশ বছর। এ বছর জাতি উদ্‌যাপন করছে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তি। আমি অখ্যাত এক ব্যক্তি। কিন্তু বীরের জাতি বাঙালির এক গর্বিত সন্তান। অত ছোট না। একাত্তরে বিচ্ছুর যে কী বিষ- তা জানে বর্বর পাকসেনারা। আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই নি। নিতে পারি নি। ছোট ছিলাম। সে বছর আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শেষ। দেশ স্বাধীন। স্কুলে গেলাম। আবু সাঈদ স্যার আমাদের হেড স্যার। স্যার বললেন-'তোরা আর ক্লাশ ফোরে না। যা। সবাই ক্লাশ ফাইভের রুমে গিয়ে বস।' একাত্তরের আরেকটু স্মৃতি আমার আছে। মার্চ নাকি এপ্রিল-তা মনে নেই। লোকজনের কথাবার্তা আর আব্বার পিছে বাজার ব্যাগ ধরার ফাঁকে, হাট-বাজারে লোকের ভাবসাব দেখে কিশোর বয়সেও টের পাই-দেশকাল ভালো না। কেরোসিন আর নুনের দাম খুব বাড়বে। নুন তেলের আকাল হবে। সবাই বলে। সব জায়গায় একই গুঞ্জন। চার ভাই-বোনের তিন জনই স্কুলে পড়ি। আমাদের একজন লজিং মাস্টার আছে। কেরোসিন তেলটা আমাদের বেশি লাগে। গোয়ালে দুধেল গাই। গাই ছাড়াও অন্য গরুগুলোও খৈল আর নুনপানি খায়। নুনও মেলা লাগে। বড় ভাইসহ আব্বা আমাকে পাঠালেন জামালপুর টাউনে। কথাকলি সিনেমা হলের কাছেই সিতারামের দোকান। এর উল্টা দিকে রফিকের স্টল। তার পাশে ডিলারের দোকান। সকাল আটটার মধ্যে লাইন দিতে হবে। সরকারী ন্যায্য মূল্যে নুন কেরোসিন পাওয়া যাবে।

সকালেই দুই ভাই পান্তাভাত খেয়ে নিলাম। বাড়ী থেকে ছয় মাইল দূরে জামালপুর টাউন। লাইন ধরলাম। কয়টা বাজে জানি না। হাতে ঘড়ি নেই। নয়টার কাছাকাছি হবে। সামনে আর দুজন লোক আছে। তার পর আমার পালা। আমি নুন নেব। ছোট মানুষ। যদি বোতল ভেঙে ফেলি। তাই কেরোসিনের বোতল ভাইয়ের হাতে। ভাই আমার পেছনে। আমার সামনে আর মাত্র একজন লোক। আমি মনে মনে খুশি। নুন তেল নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাব। হঠাৎ দুটো এ্যারোপ্লেন সাঁ করে উড়ে গেল উত্তর দিকে। মিনিটও না। বোধ হলো কয়েক সেকেন্ড। প্লেন দুটো ঘাই মেরে ফিরে এলো। বোম্বিং হলো।

www.pathagar.com

প্লেনের গর্জনে কানের পর্দা ফাটার যোগাড়। হৈহৈ রৈরৈ। কিসের তেল। কিসের নুন। জান নিয়ে দৌড় আর দৌড়। কে যে কোন দিকে যায়- আল্লাহ মালুম।

কথাকলি সিনেমা হলের পিছনে চামড়া গুদাম। অনেকগুলো কসাই দোকান। তার পাশে রাস্তা। পায়ে চলা পথ। একটু প্রশস্ত। রিক্সাও চলে। রাস্তার পাশে হাজামজা পুকুর। লম্বা লম্বা কচুরি পানার দঙ্গল। পুকুরের পানি চোখে পড়ে না। পানার নিচে চোরাবালির মতো লুকায়িত নোংরা ময়লা পানি। দৌড়িয়ে পুকুর পাড়ে গেছি। একটা ইটের সাথে হোঁচট খেলাম। ছিটকে পড়ে গেলাম পানাপুকুরে। কোমর অবধি ডুবে গেল। বড় ভাই পেছনে তাকিয়ে আমাকে ডাকে। আমার অবস্থা দেখে তিনি দৌড়ে কাছে এলেন। হাত ধরে আমাকে টেনে তুললেন। খুব তাড়া। জান বাঁচাতে হবে। তখন যা জ্ঞান। বড়দের মুখে হিরোশিমার নাম শুনেছি। আমার মনে হলো পিছে পিছে ধেয়ে আসছে বোমার ধোঁয়া। ধোঁয়া আমাদেরকে ধরতে পারলেই দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। শহরের দালান কোঠা সব ভেঙে যাবে। পরনের কাপড়ে আর গায়ে ময়লাপানি নাকি নোংরা কাদা-তা দেখার বা ধোয়ার সময় নেই। দৌড় আর দৌড়। আছাড় পড়ি। উঠে আবার দৌড়াই। আবার পড়ি। আবার উঠি। হঠাৎ শুনতে পাই একটা শব্দ- আহ্। দেখি বড় ভাই আছাড় পড়েছে। সেও ইটের খোঁচা খেয়েছে। বাম পায়ের বুড়ো আঙুলে রক্ত। বোধহয় নখটা উঠে গেছে। আমি ভাইকে ধরি। টেনে তোলার চেষ্টা করি। পারি না। আমি ছোট এবং সন্ত্রস্ত। গায়ে শক্তি নেই। কাঁপছি। আর ভয়- বোমার ধোঁয়া যদি আমাদেরকে ধরে ফেলে। দুই ভাই জড়াজড়ি করে উঠে দাঁড়াই। আবার দৌড়াই। স্বপ্নের দৌড়ের মতো দৌড় আর এগোয় না। পথ আর ফুরোয় না। শহর থেকে মাইল দুই দূরে রসিদপুর বাজার। বাজারের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে ঝিনাই নদী। এসে পৌঁছালাম খেয়া ঘাটে। শোনা গেল বোমা ফাটে নি। স্বস্তি পেলাম। নদীর পানিতে নিজেকে পরিস্কার করে নিলাম।

বাড়ি থেকে দুই আড়াই মাইল পর্যন্ত গ্রামের বহু নারী পুরুষ চলে এসেছে। আমাদের গ্রামের বেশ কিছু লোক ন্যায্য মূল্যের তেল লবন নেয়ার জন্য ঐদিন জামালপুর যায়। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি- ডাঙায় তোলা মাছের মতো আব্বার অবস্থা আধামরা। লোকজন তাকে একটা বেঞ্চে গাছতলায় বসিয়ে রেখেছে। আমাদেরকে দেখে জিয়ল মাছের পানি বদলানোর মতো তিনি প্রাণের ফূর্তি ফিরে পেলেন।

www.pathagar.com

বাড়ি গিয়ে দেখি আম্মা লজ্জাবতী পাতার মতো নুয়ে পড়েছেন। তার শরীরে বল শক্তি নেই। জল চকির উপর অন্য মহিলারা তাকে বসিয়ে রেখেছে। গায়ে একটা চাদর। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। পরে আমাদের দুই ভাইয়ের জানের বদলে আম্মা দুটো খাসি সদকা করেন। তখনই কিশোর মনে টের পেয়েছিলাম- পাকিস্তানীরা ভাল না। ওরা বাঙালির শত্রু। বছরের পর বছর গেল। আমিও বড় হয়ে উঠি। মুক্তিযুদ্ধকে জানি। স্বাধীনতাকে বুঝি। বাংলাদেশ আর পতাকার জন্য যন্ত্রণা কত ভাবেইনা আমরা ভোগ করেছি। কতইনা মূল্য দিতে হয়েছে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে। আপন মনের অজ্ঞাতে কখন যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ নিয়েছি-নিজেই জানি না।

আরো পরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় পেরুলাম। প্রজাতন্ত্রের কর্মী হলাম। সংসার হলো। বাবা হলাম। জীবনের এমনি এক পর্বে বদলি হলাম দরিয়ানগর নামে খ্যাত কক্সবাজারে। কর্মস্থলে সপরিবারেই থাকি। বাচ্চারা কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ে। আমার বড় মেয়ে 'আত্ম' তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী। একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরতেই আমাকে মেয়ের মুখোমুখি হতে হলো। ওর অভিযোগ-আমি তাকে ভুল তথ্য দিয়েছি কিনা। ওর সোজা কথার কঠিন প্রশ্ন- 'আব্বু, তুমি বলেছ- বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আজ স্কুলে টিচার বলেছেন- স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান। তুমি ঠিক নাকি টিচার যা বলেছেন তা-ই ঠিক?' তখন সময়টা ২০০৩ কিংবা ২০০৪ সাল। বাংলাদেশ অসুস্থ। চলছে দেশের অস্ত্রোপচার- 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'। নামে নামে নাকি জমে টানে। মনে পড়ে গেল একাত্তরের- 'অপারেশন সার্চলাইট'। মেয়েকে নিজের মতো করে বিষয়টা জানাবার চেষ্টা করি। তবে এও বলি যে, ও যেন টিচারের কথাটাই পরীক্ষার খাতায় লিখে। মনে মনে নানা রকমের জেদ জাগে। সেই জেদ ক্ষোভ নিজের ভেতরেই ঘুরপাক খায়। মন গুমরে মরে। স্বপ্ন দেখি- কোন দিন শিশু কিশোরদের জন্য স্বাধীনতার কথা নিয়ে কাজ করবো। সেই সাধ এতদিনে এভাবে পূরণ হলো। ইতোমধ্যে যদিও মাননীয় আদালত স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছে। সে আরেক ইতিহাস। আমার কাজ- আমার গরজ। আমার অন্তর্গত ভাঙাগড়ার প্রতিফলন। এ বইটি সন্তানের কাছে আমার কৈফিয়ত। বাবা হিসেবে জবাবদিহিতা। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমার দায়বদ্ধতার ফসল। আরেকটি কারণ- প্রতি বছর মার্চ মাস এলেই দৈনিক কাগজে নিয়মিত কলাম লেখা হয়। কলামের শিরোনাম থাকে- রক্তঝরা মার্চ, উত্তাল মার্চ, অগ্নিঝরা মার্চ প্রভৃতি। সেসব কলামের আয়ু ২৬ মার্চ পর্যন্ত। ২৭ মার্চের ঘটনা বিবৃত হয় না। হলে পাঠকের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি

www.pathagar.com

স্পষ্ট হতো। এছাড়া কলামের শিরোনাম যেহেতু মার্চ, সেহেতু পুরো মার্চ মাসের ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও উঠে আসা সমীচীন। কিন্তু তা হয় না। এ কারণেও আমার গ্রন্থের পরিধি ১ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ, '৭১। আমি মনে করি একাত্তরের মার্চ এর ঘটনাবলি জানা হলে, স্বাধীনতার ইতিহাসের নিয়ামক ঘটনা জানা হয়ে যায়। মার্চ, ৭১- স্বাধীনতার নির্দেশক; বাতিঘর।

আমার জুনিয়র সহকর্মী হুদা, এরফান, তারেক, সৌরভ ও জেসমিন এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরীতে যে শ্রম দিয়েছেন- সে জন্য আমি তাদের কাছে ঋণী। রাজশাহীর এক শিক্ষিকা- দিলরুবা (রুবি)। পারিবারিক সূত্রে মাঝেমধ্যেই রুবি আবদারি অভিযোগ তুলে- বইটির কাজ আদতে শেষ হবে নাকি আমার আলসেমিই জয়ী হবে। শিক্ষার্থীপ্রিয় রুবি ম্যাডামকে এখন বলতে পারি- লেট ইজ বেটার দেন নেভার। আর যে কথা না বললেই নয়- গিন্নির সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া আমার এ কাজ সম্ভব হতো না। জীবনের সহযোদ্ধাকে তাই- কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নয়- অকপট শুভেচ্ছা জানাই- 'দীর্ঘজীবী হও বন্ধু'। এ বইটি রচনায় যে সব উৎসের সহায়তা নিয়েছি, সে সব উৎস-স্রষ্টাগণের নিকট আমার অশেষ ঋণ অনস্বীকার্য। তথ্যপঞ্জীতে তাঁদেরকে স্মরণ করবার প্রয়াস পেয়েছি। আমার অনিচ্ছাকৃত ও অগোচরীভূত ত্রুটি তাঁরা এবং সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর কর্তৃপক্ষ এ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আরেকবার প্রমাণ করলেন- জ্ঞান বিকাশে সমিতির সামাজিক সেবা আজো কতটা গতিশীল। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে **'মুক্তির বিগব্যাং মার্চ'৭১'** বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে অন্যরকম মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের রোমাঞ্চ ও আনন্দ অনুভব করছি। জয় হোক বাঙালির। সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ। সম্পন্ন হোক স্বাধীনতা।

**- আসাদুল্লাহ**

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

আসাদুলাহ্ তার প্রকৃত নাম নয়, লেখক-নাম। তিনি আছাদুজ্জামান, সমবায় অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। ইতোমধ্যে তার চারটি কাব্য, একটি ছড়াকবিতার বই এবং কবি শামসুর রহমানকে নিয়ে একটি সম্পাদনা গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যের একজন ছাত্রের লেখালেখির শখ বা অভ্যাস থাকা কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। আসাদুলাহ যখন **"মুক্তির বিগব্যাং মার্চ'৭১"** শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন; তখন তা অবশ্যই অন্যরকম মনোযোগ আকর্ষণ করে বইকি। গ্রন্থকারের লক্ষ্য 'মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর' শীর্ষক সিরিজ লেখার। শিরোনামেই বইটির বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল পরিচয় নয়- তাৎপর্যও টের পাওয়া যায় সহজেই।

একুশ ও একাত্তর আমাদের বিজয়গাথা শুধু নয়। একুশের মতো একাত্তরও আমাদের জাতিস্বত্তা, সংগ্রাম, বীরত্ব ও চেতনার ডাকঘর। সেই একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধকে বিষয়বস্তু করেই বিরচিত এ গ্রন্থ। এ বইটিকে বলা যায় একাত্তরের মার্চের ঘটনাসংগ্রহ; বাঙালির সেই অগ্নিঝরা, উত্তাল মার্চের ক্ষুদে আকর গ্রন্থও বলা যেতে পারে। দিনলিপি লেখার মতো করে মার্চ একাত্তরের ঘটনাবলী লেখক ধারাবাহিক ও সহজসরলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যথাসম্ভব অধিকতর তথ্য সন্নিবেশ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক সফলও হয়েছেন। ঐতিহাসিক ঘটনার নিরপেক্ষ উপস্থাপনা যে কোন লেখকের পক্ষেই একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। এ ক্ষেত্রেও আমার মূল্যায়ন হচ্ছে যে, ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় তথ্যনির্ভর থাকার বিষয়ে লেখক সচেতনতা ও নির্মোহতার পরিচয় দিয়েছেন।

আসাদুলাহ্ রচিত **"মুক্তির বিগব্যাং মার্চ'৭১"** গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ গৌরববোধ করছে। উত্তাল মার্চের তথ্যবহুল গ্রন্থটি এ দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কিছুটা হলেও দায়ভার মুক্ত হলাম। এ বইটি ছোট বড় সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

**(এস. এম. রইসউদ্দিন)**
পরিচালক ইনচার্জ ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ১ মার্চ ঃ বাংলা হলো ভিসুভিয়াস | ১১ |
| ০২ মার্চ ঃ দিনে হরতাল রাতে কারফিউ; প্রথম শহীদের নামাজে জানাজা | ১৮ |
| ০৩ মার্চ ঃ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ | ২৩ |
| ০৪ মার্চ ঃ ঢাকা বেতার কেন্দ্র ও স্বাধীনতার শপথের দিন | ৩০ |
| ০৫ মার্চ ঃ শহীদ স্মরণে মসজিদে দোয়া | ৩৩ |
| ০৬ মার্চ ঃ মুক্তির বাণীর প্রত্যাশায় সারাবাংলা | ৩৬ |
| ০৭ মার্চ ঃ সোনার স্বপ্নের- সত্যরূপ | ৪১ |
| ০৮ মার্চ ঃ পাকিস্তানী পতাকা ও সঙ্গীত বর্জন | ৫১ |
| ০৯ মার্চ ঃ স্বাধীনতা দেয়ার জন্য ভাসাণীর আহবান | ৫৫ |
| ১০ মার্চ ঃ ভূট্টোকে সমালোচনা ; বঙ্গবন্ধুর মরণপণ | ৬০ |
| ১১ মার্চ ঃ সাতকোটি বাঙালির এক হতে ভাসানীর ডাক | ৬৪ |
| ১২ মার্চ ঃ সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় ফুল শাপলা- পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাতিল | ৬৭ |
| ১৩ মার্চ ঃ পাকিস্তানের বিরোধী নেতা ও আলেমগণের একাত্মতা; মুজিব হঠকারী নয় | ৭২ |
| ১৪ মার্চঃ সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম | ৭৫ |
| ১৫ মার্চ ঃ পাকিস্তানী খেতাব বর্জন ও ভুট্টোর নিন্দা | ৮১ |
| ১৬ মার্চ ঃ সারাদেশে উড়ে কালো পতাকা | ৮৫ |
| ১৭ মার্চ ঃ বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার ব্যর্থ বৈঠক | ৮৯ |
| ১৮ মার্চ ঃ রাজপথে মুক্তিকামী মানুষের ঢল | ৯২ |
| ১৯ মার্চ ঃ পাক সেনার সাথে ছাত্র জনতার রক্তয়ী সংঘর্ষ | ৯৬ |
| ২০ মার্চ ঃ আলোচনার নামে ইয়াহিয়ার কাল ক্ষেপণ এবং মুজিব ভাসানী গোপন বৈঠক | ১০১ |
| ২১ মার্চ ঃ ভুট্টোর আকস্মিক ঢাকা সফর | ১০৫ |
| ২২ মার্চ ঃ সব মিছিলের গন্তব্য ৩২ নম্বর | ১০৯ |
| ২৩ মার্চ ঃ স্বাধীন পূর্ব বাংলা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন দিবস | ১১৪ |
| ২৪ মার্চ ঃ এবার সুনির্দিষ্ট ঘোষণা চাই | ১২৩ |
| ২৫ মার্চ ঃ অপারেশন সার্চ লাইট, বাঙালির ভয়াল কালরাত | ১২৯ |
| ২৬ মার্চ ঃ স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা দিবস | ১৪১ |
| ২৭ মার্চ ঃ মেজর জিয়ার দ্বিতীয় জনম | ১৫৫ |
| ২৮ মার্চ ঃ ঢাকায় কারফিউ শিথিল | ১৬৮ |
| ২৯ মার্চ ঃ চট্টগ্রাম শহর পাক সেনার দখলে | ১৭০ |
| ৩০ মার্চ ঃ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ | ১৭২ |
| ৩১ মার্চ ঃ দেশের জন্য স্বদেশ ত্যাগ | ১৮৫ |
| তথ্যপঞ্জি | ১৮৮ |
| অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ | ১৯২ |


www.pathagar.com

# ১ মার্চ ঃ বাংলা হলো ভিসুভিয়াস

০১ মার্চ, ১৯৭১। সোমবার। আর মাত্র দুদিন বাকী। নির্বাচিত গণপ্রনিধিদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৩ মার্চ। চৈত্রের দুপুর। গনগনে সূর্যটা একটুখানি পশ্চিমে গড়িয়েছে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ০১.০৫ মিঃ। চৈত্রের উত্তপ্ত হাওয়ার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়লো একটা দুঃসংবাদ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্হগিত ঘোষণা করেছেন। রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় বলা হয়-" পাকিস্তানে এখন ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি জাতীয় সংসদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলাম"।[০১] ২৪ বছরের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এ সময় আকস্মিক আঘাতের মতো লাগলো ইয়াহিয়ার ঘোষণা। রাজনৈতিক নেতা কর্মীরাও অপ্রত্যাশিত বজ্রাঘাতের মতো পাকজান্তার ঘোষণায় স্তম্ভিত হয় পড়ে। কিন্তু বাঙালি চির বিদ্রোহী। মাথা নোয়াবার নয়। মুহূর্তের মধ্যে সর্বস্তরের গণমানুষ নেমে পড়ে রাস্তায়। বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন নতুন মাত্রায় বেগবান হয়ে উঠলো। স্বাধিকার আন্দোলনের অন্তর্গত লাগাতার স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ধাপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। শুরু হলো নেতা কর্মী শিল্পী শ্রমিক ও আমজনতার প্রতিরোধ। চারদিকে শুধু প্রতিরোধ। মিছিল আর শ্লোগান। ডিসেম্বর, ১৯৭০। পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামীলীগ বিজয়ী হয়। আর জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি- পিপিপি এর ভরাডুবি হয়েছিল। পিপিপি এর নেতা সেই ভুট্টো ২৮ ফেব্রুয়ারী লাহোরের এক জনসভায় জাতীয় পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। আর সেই অজুহাত আমলে নিয়ে স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্হগিত ঘোষণা করে। ঢাকাসহ দেশজুড়ে বিদ্রোহী বাঙালি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মতো আবাল বৃদ্ধ বনিতা নেমে পড়ে রাস্তায়। রাজপথে মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। মার্কেট, বিপনি বিতান। সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে জমায়েত হতে থাকে মতিঝিলে। হোটেল পূর্বানীর সামনে। ওখানে তখন আওয়ামীলীগের সাংসদীয় দলের সভা চলছিল। বাঙালি জাতির জনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।



www.pathagar.com

বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র শিক্ষকগণ খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হতে থাকে জাতিসত্ত্বার তীর্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। শত শত সাধারণ মানুষ ছাত্র শিক্ষকদের সাথে একত্রিত হয়ে পিঁপড়ের জাঙ্গালের মতো আসতে থাকে হোটেল পূর্বাণীর দিকে। ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক ও যুক্তিঅসঙ্গত ঘোষণার পরই আসলে শুরু হয়ে যায় অপ্রতিরোধ্য অসহযোগ আন্দোলন। বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে শ্লোগান- বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। 'শেখ মুজিবের কথা ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' কুখ্যাত ইয়াহিয়া কি বুঝতে পেরেছিল তার নিন্দিত ঘোষণাই বাংলা মায়ের স্বাধীনতা প্রসবের যন্ত্রণাকে তরান্বিত করবে ? ও কি জানতো বাঙালির শ্লোগানের প্রতিবাদী ভাষাতেই জন্ম নেয় 'বাংলাদেশ'? ও কি বুঝতে পেরেছিল ১ মার্চের দুপুরেই বাঙালি ভুলে যায় 'পূর্ব পাকিস্তান'? অবশ্য বঙ্গবন্ধু অগ্রপথিক। ২৮ ফেব্রুয়ারি এক সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন 'বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের জন্যে হাসপাতালে বেড সংখ্যা ৬ হাজার আর পশ্চিম পাকিস্তারের হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৬ হাজার"। বঙ্গবন্ধুর মুখেই পূর্ব পাকিস্তান প্রথম বাংলাদেশ হয়ে উঠে। অবশ্য এরও আগে ১৯৬৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দি-হক সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতায় মুজিব বলেছিলেন-" আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ"।[০২] ১ মার্চ করাচিতে ভুট্টো বলেছিল "হয় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হোক, এলএফও প্রদত্ত দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দিষ্ট বিধি সংশোধন করা হোক। আর পিপলস পার্টির উপস্থিতি ছাড়া যথারীতি সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে না হয় ভয়াবহ গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব ও নিথর করে দেয়া হবে।"[০৩] ২৮ ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক জনসভায় ভুট্টো হুমকি দিয়ে বলেছিল "তার দলের কোন সদস্য যদি পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করে তাহলে তার দলের কর্মীরা ঐ সদস্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে" [০৪]

১ মার্চে বিক্ষুব্ধ জনতা পাকসেনাদের টহলের গাড়ীবহরে প্রতিরোধ তৈরী করে। রাস্তায় রাস্তায় ইট; গাছের গুড়ি এবং ট্রেনের বগি উল্টিয়ে রাখে। গড়ে তোলে ব্যারিকেড। খুলনার দৌলতপুরে ছাত্র জনতার মিছিলে নিক্ষেপ করা হয় বোমা। এতে আমজনতা আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠে। সংক্ষুব্ধ জনতা রাস্তার পাশের এক বাড়ির মালিককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঐ বাড়ীর দিক থেকেই বোমা মারা হয়। এদিকে সংগ্রামী জনমানুষের কাফেলা আসতে থাকে পল্টন ময়দানে। হোটেল পূর্বানীর সামনের জায়গাটা বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের রূপ নেয়। শ্লোগানের পর শ্লোগানে কেঁপে উঠে ঢাকার রাজপথ। আকাশ বাতাস।



www.pathagar.com

মহাস্থবির শূন্যতার মৌনতা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল জনতার মুহুর্মুহু উচ্চকণ্ঠ শ্লোগানে- পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর/ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।" বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে জনতার উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। উদ্দাম জনতাকে ধৈর্য ধারণ করে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহবান জানান তিনি। জনগণ সমস্বরে তাদের প্রাণের আশা অবিলম্বে স্বাধীনতার ঘোষণার দাবী জানান বঙ্গবন্ধুর কাছে। হাজার হাজার মানুষের মিছিল সমুদ্রের তরঙ্গের মতো ধাবিত হয় পল্টনের মাঠে।

*ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার প্রতিবাদে উত্তেজিত জনতার পাকিস্তানী পতাকায় অগ্নিসংযোগ। ১ মার্চ, '৭১*

"১ লা মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা চলছে বি.সি.সি.পি ও আন্তর্জাতিক একাদশের। ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি। চাপা টেনশান থাকলেও শহর শান্ত। বেলা একটার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দিলেন.... বেতার ভাষণটি শেষ হতে না হতেই পুরো শহরটি বদলে যেতে



www.pathagar.com

লাগলো। যেন আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠছে শহর।.... পূর্বানী হোটেলের সামনে মিছিল আর শ্লোগান 'জয়বাংলা','তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা,' 'জয়বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয়বাংলা'....।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পন্ড। খেলোয়াড়রা দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছে ড্রেসিং রুমে। স্টেডিয়ামের কোথাও কোথাও জ্বলছে আগুন। সব মানুষ যেন রাস্তায়। হোটেল পূর্বানীর সামনে লোকে লোকারণ্য। বিকেল তিনটায় সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক। বঙ্গবন্ধু, ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হতে বলে দুদিনের কর্মসূচী দিলেন আর বললেন ৭ই মার্চ হবে জনসভা। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন।"[৩০৫]। ওদিকে ঢাকা হাইর্কোট বার এ্যাসোসিয়েশন ও ঢাকা জেলা এ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদ মিছিল করে রাজপথে নামে। বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে শ্রমিকরা মিছিলসহ ঢাকার অভিমুখে আসতে থাকে। ঢাকার সবগুলো সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যায়।

হোটেল পূর্বানীতে আগে থেকে বহু সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক উপস্থিত ছিল। তাঁদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ইয়াহিয়ার অগণতান্ত্রিক আকস্মিক ঘোষণার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান তিনি। সাংবাদিকদের সামনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘোষণায় বলেন "....আমি আগে থেকেই বলেছি, ষড়যন্ত্র চলছে। এই ঘোষণা (অর্থ্যাৎ ইয়াহিয়ার ঘোষণা- লেখক) এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি এবং আমরা এর কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ না করে পারি না। একটি সংখ্যালঘু দলের একগুঁয়ে দাবির ফলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, তাই আমরা একে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে পারি না। এর প্রতিবাদে কাল মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকায় এবং পরশু সারাদেশে সাধারণ হরতাল পালিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি শিগগিরই মাওলানা ভাসানী, জনাব নুরুল আমিন, প্রফেসর মুজাফফর আহমদ এবং জনাব আতাউর রহমান খানের সাথে আলোচনা করব। আগামী ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক গণসমাবেশে বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। আমরা যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছি।.... বাঙালিদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ..... জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দিয়েছে। দাবি আদায়ের জন্য এগিয়ে গেলে কেউ যদি


www.pathagar.com

আমার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার পরিণতির জন্য তাঁরাই দায়ী থাকবেন"।[০৬] বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপরই মিছিলে আবার গগণবিদারী শ্লোগান- "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" হাজার হাজার মানুষ আর মানুষের মিছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে পল্টন ময়দানে সমবেত হয়। সেই সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা জনাব তোফয়েল আহমেদ। তিনি তখন জাতীয় পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য (এমএনএ- মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেমব্লি)। তোফায়েল আহমেদ তাঁর ভাষণে বলেন -"আর ৬ দফা বা ১১ দফা নয়, এবার বাংলার মানুষ এক দফার সংগ্রাম শুরু করল। আর এই একদফা হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব"।

গুলিস্তান মোরে মীরজুমলার কামানের উপর (বর্তমানে সেই কামানটি ওসমানী উদ্যানে অবস্থিত) দাঁড়িয়ে ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন নেত্রী ন্যাপ কর্মী অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন "বাঙালিরা গণতন্ত্র চেয়েছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা তা দেয়নি। বাঙালিরা এবার তাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করছে।"[০৭] পল্টন মাঠের সমাবেশ থেকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সন্ধ্যার পর মাওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু তার প্রতিনিধি পাঠান টাঙ্গাইলের সন্তোষে।"রাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট এ, এম ইয়াহিয়া খান 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক শাসন কর্তা লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা এম ইয়াকুব খানকে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানের স্থলাভিষিক্ত হন। গভীর রাতে 'খ' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক এক নতুন আদেশ জারি করে সংবাদপত্রে দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন খবর বা ছবি প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন। রাতে বঙ্গবন্ধু তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন"।[০৮] বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ছাত্ররা গঠন করলো 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছাত্র নেতারা গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হয়।

---

* *"হয় আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দেয়া হোক, এলএফও প্রদত্ত দিনের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে সংবিধান প্রণয়ন করার নির্দিষ্ট বিধি সংশোধন করা হোক। আর পিপলস পার্টির উপস্থিতি ছাড়া যথারীতি সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে না হয় ভয়াবহ গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জীবনযাত্রা নীরব ও নিথর করে দেয়া হবে।" ভুট্টো*



www.pathagar.com

*১ মার্চ ১৯৭১ঃ হোটেল পূর্বানীতে সংসদীয় দলের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ভুট্টোর সংখ্যালঘু দলকে খুশি করতে অধিবেশন বন্ধ করা হয়েছে। এটা বিনা চেলেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হবে না।" হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষের মিছিল হোটেলের সামনের এসে স্বাধীনতার দাবী জানায়।*



www.pathagar.com

পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশের প্রস্তুতি অনেকটা ১ মার্চেই সম্পন্ন করা হয়। সে প্রস্তুতির অন্যতম পর্ব পতাকা তৈরী করা। ফাল্গুনী রাত। সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। পূর্ব নাম ইকবাল হল। ১১৬ নং কক্ষ। স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা তৈরী করা হলো এই কক্ষে। জহুরুল হক হলের ১১৬ নং কক্ষ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পতাকার সূতিকাগার। গভীর রাত। একদল ছাত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা গড়তে ব্যস্ত। কেউ আনলো কাপড়। কেউ বলাকা থেকে ডেকে আনলো দর্জি। ছেলেদের চোখমুখের আলোয় বুঝা যাচ্ছিলো পতাকা তৈরী যতই সম্পন্ন হচ্ছিলো, ততই বাঙালির স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন পূর্ণিমার চাঁদের মতো পূর্ণ হয়ে উঠছিলো। আরেক দল ছাত্র হলের নাম ইকবাল হল এর স্থলে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সম্পন্ন করলো। ছাত্রদের এই মহতী কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়েই রাত পোহালো। সকাল হলো। এ ভাবেই ছাত্ররা বিজ্ঞানীর মতো সত্য প্রমাণিত করলো কবি নজরুলের কথা "আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে/ তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।" ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৩ জন আসামীর অন্যতম ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। তৎকালীন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে (বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনম্যান্ট) ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শনিবার ভোরে প্রাতঃকৃত্য করতে যাওয়ার পথে প্রহরী সৈনের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। রাত ০৯.৫০ মিনিটে কম্বাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে (সিএমএইচ) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সৈনিকের প্রহরায় বাঙালি সেনা কর্মকর্তা জহুরুল হকের মৃত্যু ছিল জান্তা সরকারের নগ্ন দমন পীড়নের দৃষ্টান্ত। তাই হলের নাম পাল্টিয়ে সঠিক কাজটাই করলো ছাত্ররা।



www.pathagar.com

# ০২ মার্চ ঃ দিনে হরতাল রাতে কারফিউ; প্রথম শহীদের নামাজে জানাজা

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ছাত্র সমাবেশ ও পরে মিছিল।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় পল্টন ময়দানে ওয়ালী ন্যাপের জনসভা।
- বিকেল সাড়ে তিনটায় বায়তুল মোকাররমে জাতীয় লীগের জনসমাবেশ। জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শাহ আজিজুর রহমান, মিসেস আমিনা বেগম প্রমুখ বক্তৃতা করবেন।
- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররমে ইসলামী ছাত্রসংঘের গণজামায়েত।"

০২ মার্চ, একাত্তর। মঙ্গলবার। অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধের দ্বিতীয় দিন। হরতাল। দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ হরতাল পালনে অংশ নেয়। ঢাকাসহ সারা দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ঢেউয়ের মতো মিছিলে ঢাকার রাজপথ হয়ে উঠে জনসমুদ্র। সভা সমাবেশে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়- স্বাধীকারের প্রশ্নে কোন আপোষ নেই। রাতে কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার উপর বর্বর পাক সেনারা সশস্ত্র হামলা করে। ঢাকার রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে উঠে। মুক্তির সোপান তলে বাঙালির প্রথম আত্মবলিদান ২ মার্চ। সন্ধ্যার পর আকস্মিকভাবে সারা ঢাকা শহরে কারফিউ জারি করে সামরিক কর্তৃপক্ষ। রাত ৯টা থেকে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ। ঘোষণায় বলা হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ট থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ চলবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। বেতারে এ ঘোষণা শোনার পর হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে নেমে পড়ে রাস্তায়। বিক্ষুব্ধ বাঙালি রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। কারভিউ ভঙ্গ করে গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে উত্তাল মিছিল। শ্লোগানে শ্লোগানে চুর্ণ হয়ে যায় রাত্রির নিস্তব্ধতা। বর্বর পাকসেনাদের নির্বিচার গুলিতে সে রাতে ২৩ জন মুক্তিকামী বাঙালি শহীদ হন। বঙ্গবন্ধু এ ঘটনাকে বর্বর আচরণ ও নির্বিচার গণহত্যা বলে বিবৃতি দেন। পরদিন ৩ মার্চ 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের আহবান জানান তিনি। ২ মার্চ একদেশে দুই পতাকা। সেনা নিবাস ও গভর্নর হাউসে পাকিস্তানি পতাকা। আর সর্বত্রই বাংলার পতাকা উড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের



www.pathagar.com

ডাকা ছাত্র সমাবেশে প্রথম উত্তোলন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। পতাকার সবুজ জমিনে ভরাট বৃত্তে রক্তরাল সূর্য। সূর্যের বুকে বাংলার মানচিত্র। তখন সকাল ১১ টা। ডাকসুর সহসভাপতি আসম আবদুর রব প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলা। সকাল ১০ টার মধ্যেই হাজার হাজার ছাত্র জনতা সমাবেশস্থলে জামায়েত হয়। আগের দিন রাতেই বিভিন্ন এলাকায় খবর পাঠানো হয় জমায়েতে অংশ নেয়ার জন্য। সকাল ১১টার পর ছাত্র শিক্ষক জনতায় বটতলা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। গ্যারেজের ছাদে চড়ে ছাত্র নেতারা সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই কয়েকজন তরুণ স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে আসে মঞ্চের দিকে। এই পতাকাই পরে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে উত্তোলন করেছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। পতাকার ডিজাইন করেন শিবনারায়ণ দাশ। সময় অভাবে দর্জি দ্বারা সিলাই করতে না পেরে সোনালী রঙ দিয়ে পতাকায় বাংলার মানচিত্র আঁকা হয়। তা-ই প্রাণের পতাকা। সহসা রক্তাক্ত শরীরে জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে ফার্মগেইট এলাকায় গোলাগুলির কথা জানান। সেখানে অন্তত ৯ জন হতাহত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাস থেকে বের করা হয় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। নদীর তরঙ্গের মতো উত্তাল মিছিল গিয়ে থামে ৩২ নম্বরে। [০৯]। ফার্ম গেইটে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তীব্র নিন্দা জানান। এ ধরণের হীন কাজ থেকে বিরত করার জন্য সরকারকে তিনি হুঁসিয়ারি প্রদান করেন। সমরিক আইন প্রত্যাহারের দাবী জানান। ৭ মার্চ পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচী ঘোষণা করেনঃ ১)। ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন ৬ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত সারা বাংলায় পূর্ণ হরতাল; ২)। ৩ মার্চ জাতীয় শোক দিবস এবং পল্টনে ছাত্রলীগের ছাত্র-জনসভা; ৩। বেতার-টেলিভিশনে আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবৃতি প্রচার করা না হলে বাঙালি কর্মচারীদের কর্মবিরতি এবং ৪)। ৭ মার্চ রেসকোর্স মাঠে বেলা ২ টায় জনসভা এবং পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা।

বিকেল বেলায় জনসমাবেশ। স্থান ঃ বায়তুল মোকাররম ও পল্টল ময়দান। ছাত্রছাত্রী ছাড়াও কৃষক-শ্রমিক, সংস্কৃতিকর্মী এবং সর্বস্তরের জনতা সমাবেশে সমবেত হয়। আসে অনেক মা বোন।

নারীরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে এতটুকু পিছপা নয়। অনেকে সপরিবারে জমায়েতে হাজির হয়। শিশুরাও আসে বাবা মার কাঁধে ও কোলে চড়ে। গোলাপের পাপড়ির চেয়েও সৌন্দর্যমন্ডিত ও আনন্দিত হয়ে উঠে স্বাধীনতা



www.pathagar.com

*ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, টাঙ্গাইলে ছাত্র হত্যা, ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার এবং মিলিটারী অত্যাচারের প্রতিবাদে ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে সর্বপ্রথম কলা ভবনে নতুন জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব, জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগের সভাপতি নুরে আলম সিদ্দিকী ও জিএস শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে এক বিরাট ছাত্র-জনতার উত্তাল মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।*

আকাঙ্ক্ষী বাঙালির এ মিলন মেলা। ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য দেন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ। ২ মার্চ পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন এর এক খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশো লেখা। পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী-পরিষদ ঐ চিঠিতে শেখ মুজিবকে আহবান জানায়-স্বাধীন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। অন্যথায় পূর্ব বাংলার জনগণ তাকে ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না- বলেও হুঁসিয়ারি প্রদান করা হয়। চিঠির শেষাংশে শ্লোগান লেখা হয়-



www.pathagar.com

- পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতা জিন্দাবাদ
- পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জিন্দাবাদ
- পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও দালালদের খতম করুন
- গ্রামে শহরে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করুন
- সমস্ত দেশ প্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করুন ।" [১০]

বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুল কলেজ, অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্র জনতা নেমে পড়ে রাস্তায়। ঢাকার খিলগাঁও ইউনিয়নের মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালায় পাক সেনারা। গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন ফারুক ইকবাল। ছিপছিপে গড়নের লম্বা ও সাহসী তরুণ। তিনি আবুজর গিফারী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস। খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সে। তাঁর শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর শিক্ষক দেওয়ান মফিজ উদ্দিন। তিনি খিলগাঁও স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। এলাকার ছাত্র শ্রমিক জনতার সমন্বয়ে দেওয়ান মফিজ উদ্দিন মিছিল করে ছুটে আসেন মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায়। গুলি আর কাঁদানে গ্যাসে মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রাস্তায় লাশ হয়ে পড়ে থাকা ফারুকের কাছে যাওয়া যাচ্ছিল না। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শুনে ফারুক মিছিল সহকারে রামপুরা টিভি ভবনের দিকে যায়। উদ্দেশ্য টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া। বাংলা মায়ের দুরন্ত দুলাল ফারুকসহ কারো মাথায়ই তখন আসেনি পাক আর্মিদের বর্বরতা ও সমরসজ্জার কথা। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার স্বপ্নের আবেগে আগুয়ান হয়ে ফারুক ইকবাল শহীদ হয়। আর হয়ে উঠে একাত্তরের সকল শহীদের অগ্রনায়ক। ফারুকের রক্ত স্বাধীনতাকামী বাঙালির রক্তে আগুন জ্বেলে দেয়। শিক্ষক দেওয়ান মফিজ উদ্দিন অত্যন্ত সাহসী এক বীর বাঙালি। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি সাহস ও কৌশলের সমন্বয় ঘটান। রাত্রি ঘনিয়ে আসে। ডেসা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিলো। রাত তখন ন'টা। রাতের অন্ধকার ভেদ করে কারফিউ অমান্য করে দেওয়ান মফিজ ও কয়েকজন সাহসী মানুষ ফারুকের রক্ত মাখা জামা নিয়ে এলেন। ইতোমধ্যে বর্বর পাক সেনাদের গুলিতে বস্তিবাসী মহিলা ও শিশুসহ ৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। শিক্ষক দেওয়ান মফিজ উদ্দিনের কাঁধে ফারুক ইকবালের নিঃসাড় দেহ। শ্রমিক জনতার কাঁধে নিস্পাপ শিশুদের লাশ। হৃদয় বিদারী এ দৃশ্য দেখে উত্তেজিত জনতা গগন বিদারী শ্লোগানে রাতের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দিল। জনতার কণ্ঠে সঞ্জীবনী স্লোগান "ফারুকের রক্ত বৃথা যেতে দেবনা।



www.pathagar.com

তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর। বাংলাদেশ স্বাধীন কর। শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি"। শ্লোগানে শ্লোগানে বাতাস হয়ে উঠে বাঙালির ক্ষুব্ধ হৃদয়। শ্লোগানের সংগ্রামী চেতনায় বাঙালির বিক্ষুব্ধ মিছিলে অংশ নেয় বাংলার আকাশ। শহীদের রক্তের মতো রাতের তারকা। শহীদদের স্বজনের দীর্ঘশ্বাসের মতো বসন্তরাতের বিরহী বাতাস। রাতেই ছাত্রজনতা শহীদের লাশ নিয়ে আসে জহুরুল হক হলে। ছাত্র-শিক্ষক জনতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল নামাজে জানাজা। সযত্নে দাফন করা হয় একাত্তরের প্রথম শহীদদের।

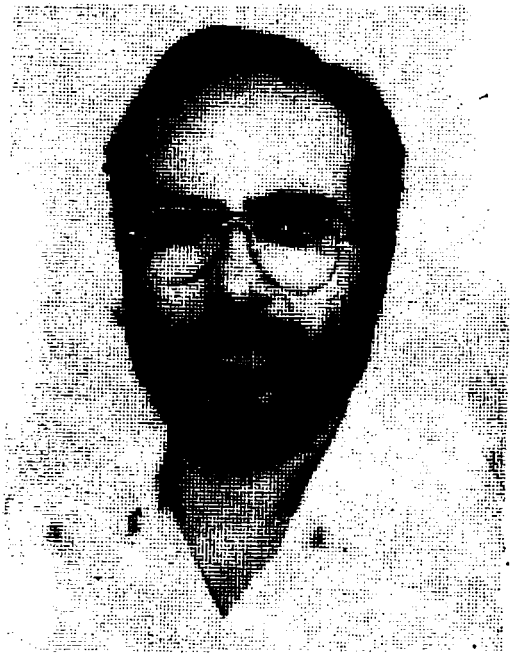

*লাল সূর্যের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকার প্রথম নক্সা করেছিলেন শিব নারায়ণ দাশ।*

---

* *জনতার কণ্ঠে সঞ্জীবনী স্লোগান "ফারুকের রক্ত বৃথা যেতে দেবনা। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। বীর বাঙালি অস্ত্র ধর। বাংলাদেশ স্বাধীন কর। শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"*



www.pathagar.com

# ০৩ মার্চ ঃ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ

"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)

- আজ জাতীয় শোক দিবস।
- সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত হরতাল।
- সকাল ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা ৪টায় পল্টন ময়দান থেকে মিছিল বেরুবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এই মিছিলের নেতৃত্ব করবেন।"

০৩ মার্চ, একাত্তর। বুধবার। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। বর্বর পাক সেনা ও শাসকদের বর্বরতায় গণমানুষের মনে চরম অসন্তোষ। দেশব্যাপী পালিত হয় জাতীয় শোক দিবস। পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জনসমাবেশ। জনসমাবেশের আয়োজন করে ছাত্রলীগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাবেশে উপস্থিত হয়েই বাঙালির হৃদয়ের ক্ষোভ এবং আন্দোলনের উত্তাপকে যথাযথভাবে অনুভব করেন। তাই তিনি জনমনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির লক্ষে ঘোষণা করেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। তিনি ডাক দেন লাগাতার হরতালের। মার্শাল'ল প্রত্যাহার করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান তিনি। দাবী পূরণের জন্য সামরিক জান্তাকে তিনি ৭ মার্চ পর্যন্ত সময় দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন হরতাল পালন করা হবে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু ভাষণে এবং কর্মসূচী ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালির মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন আরো বেশী ঘনীভূত হয়ে উঠে। জনগণ স্বপ্নের স্বাধীনতার উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠে প্রথম স্বাধীনতার ইশতেহার শোনে। জনসমাবেশে স্বাধীনতার ইসতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজ (পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের মন্ত্রী। তার বাড়ী টাঙ্গাইল জেলায়)।

দেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায় মুক্তি বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠের মাধ্যমেই স্বাধীনতার ঘোষণা, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আহবান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের গণঅনুমোদন হয়ে যায়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন



www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী। ডাকসুর ভিপি জনাব আ স ম আবদুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দস মাখন সমাবেশে স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য দিয়ে জনতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল। ৩ মার্চ '৭১।



www.pathagar.com

## "স্বাধীনতার ইশতেহার"

ইসতিহার নং/এক ৩মার্চ ,১৯৭১ ইং।

(স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি)

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

গত তেইশ বছর শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ'কথা স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালীকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশী পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য স্বড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালীর মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেচেঁ থাকা। গত নির্বাচনের গণরায়কে বানচাল করে শেষবারের মতো বিদেশী পশ্চিমা শোষকরা সে কথার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে প্রমান করেছে।

৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাস ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

(১) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালী জাতি সৃষ্টি ও বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক - শ্রমিকরাজ কায়েম করতে হবে।

(৩) স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

**বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ**

(ক) বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায়' স্বাধীন সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।

(খ) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।



www.pathagar.com

(গ) শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করতে হবে।

(ঘ) হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী অবাঙালী সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।

(ঙ) স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকালাপ বন্ধ করতে হবে।

**স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা নিম্নরূপ হবে ঃ**

(অ) বর্তমান সরকারকে বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকার গণ্য করে বিদেশী সরকারের ঘোষিত সকল আইনকে বেআইনী বিবেচনা করতে হবে।

(আ) তথা কথিত পাকিস্তানের স্বার্থের তল্পীবাহী পশ্চিমা অবাঙালী মেলিটারীকে বিদেশী ও হামলাকারী শত্রু সৈন্য হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এ হামলাকারী শত্রুসৈন্যকে খতম করতে হবে।

(ই) বর্তমান বিদেশী উপনিবেশবাদী শোষক সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঈ) স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমনরত যে কোন শক্তিকে প্রতিরোধ, প্রতিহত, পাল্টা আক্রমন ও খতম করার জন্য সকল প্রকার সশস্ত্র প্রস্তুতি নিতে হবে।

(উ) বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

(ঊ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সংগীতটি ব্যবহার করতে হবে।

(ঋ) শোষক রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানী দ্রব্য বর্জন করতে হবে এবং সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(এ) উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে হবে।

(ঐ) স্বাধীনতা সংগ্রামে রত বীর সেনানীদের সর্ব প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।



www.pathagar.com

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঃ**

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গঠন আন্দোলনের এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত জয়ধ্বনি ব্যবহার করতে হবে।

* স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'–দীর্ঘজীবী হউক।
* স্বাধীন কর স্বাধীন কর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর।
* স্বাধীন বাংলার মহান নেতা–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।
* গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়– মুক্তিবাহিনী গঠন কর।
* বীর বঙালী অস্ত্র ধর– বাংলাদেশকে স্বাধীন কর।
* মুক্তি যদি পেতে চাও – বাঙালীরা এক হও।

বাংলা ও বাঙালীর জয় হোক,
জয় বাংলা।
স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।" [১১]

ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এম এ জি ওসমানী প্রধান সেনাপতি। এভাবেই পাকিস্তানের গর্ভে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামে আরেক রাষ্ট্র। এর সরকার স্বতন্ত্র। পতাকা পৃথক। আর আকাশে বাতাসে শূণ্যে মহাশূণ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রেহী বাঙালির জয়ধ্বনি-জয়বাংলা।

**" ছাত্রলীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভার প্রস্তাবাবলী**

সূত্র ঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ

১। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির লেলিয়ে দেওয়া সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালীদের উপর গুলি বর্ষণের ফলে নিহত বাঙালী ভাইদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিতেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ শক্তির সেনাবাহিনীর এই জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিরোধ অন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহবান জানাইতেছে।

---

** 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক'- স্বাধীনতার ইশতেহার।*
*'এই সভা* স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। *ছাত্রলীগ এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*



www.pathagar.com

২। এই সভা ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর বাঙালী ভাইদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বাস্থ্যবান বাঙালী ভাইদেরকে ব্লাডব্যাংকে রক্ত প্রদানের আহবান জানাইতেছে।

৩। এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।

৪। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাঁহার সফল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

৫। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নরনারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহবান জানাইতেছে। **জয় বাংলা**। " [১২]

আগের দিনের গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী প্রতিবাদ সভা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সকাল ১১ টায় ঐতিহাসিক বটতলায় এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। আসলে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' এর ঘোষিত ইশতেহারই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র। ছাত্র-জনতার এই সমাবেশের কর্মসূচী বঙ্গবন্ধুই ঘোষণা করেন ২ মার্চ। স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা তিনি তুলে আনলেন ছাত্র-জনতার কাছ থেকে। এরপর ছাত্র-জনতার সাথে তিনি স্বয়ং ৭ মার্চে স্বাধীনতার কৌশলী ঘোষণা দেন। তৃতীয় ও শেষ ধাপে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন তিনি। স্বাধীনতা-মহাকাব্য রচনায় কী অপূর্ব কৌশল! তাঁর কীর্তি দেখে ইচ্ছে করে নেতা হই। ইচ্ছে করে মুজিব হই।

---

** স্বাধীনতা-মহাকাব্য রচনায় কী অপূর্ব কৌশল! তাঁর কীর্তি দেখে ইচ্ছে করে নেতা হই। ইচ্ছে করে মুজিব হই।- লেখক*



www.pathagar.com

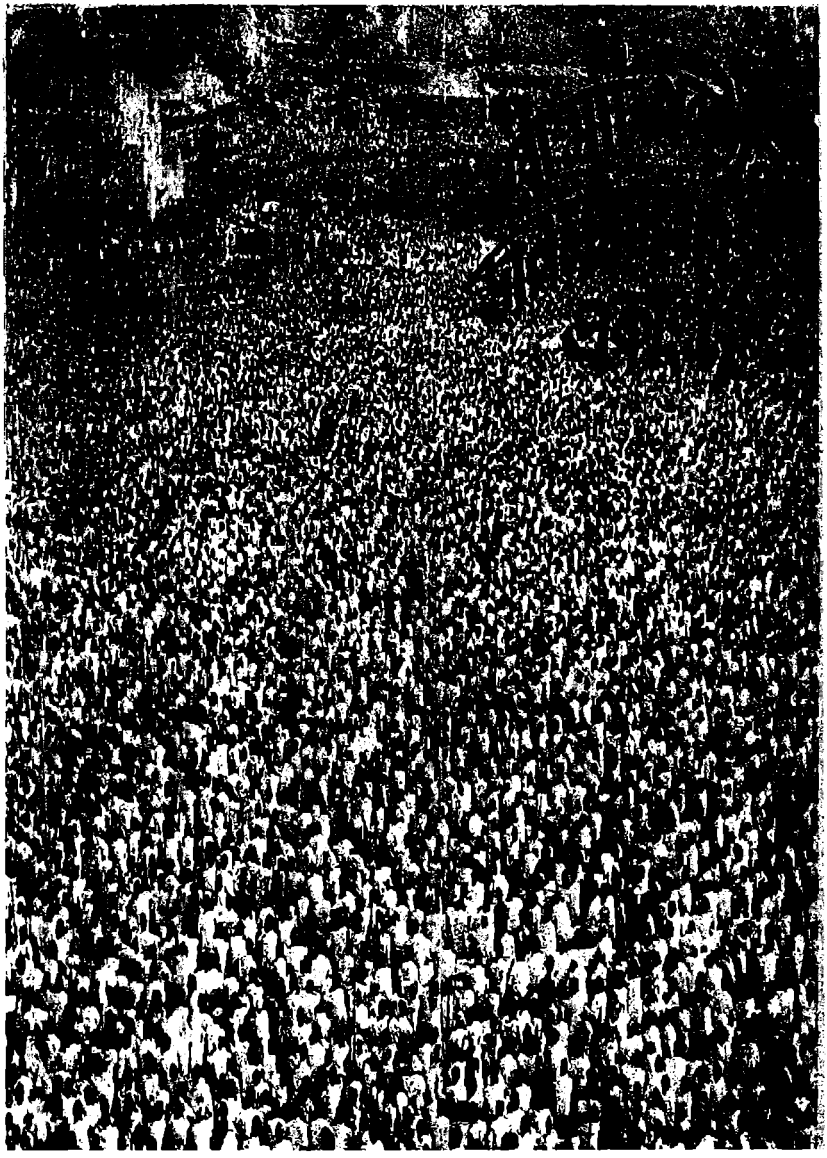

*স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত বিশাল জনসভা।*



www.pathagar.com

# ০৪ মার্চ ঃ ঢাকা বেতার কেন্দ্র ও স্বাধীনতার শপথের দিন

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

* কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১১টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।
* কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেলা ১০টায় বাংলা ছাত্র লীগের জনসভা।
* সমাজবাদী ছাত্র জোটের উদ্যোগে বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভা।
* বেলা ৪টায় বায়তুল মোকাররম থেকে মজদুর ফেডারেশনের মিছিল।"

০৪ মার্চ, একাত্তর। বৃহস্পতিবার। মুক্তিপাগল বিক্ষুব্ধ বাঙালির শোভাযাত্রা, গায়েবানা জানাজা ও স্বাধীনতার শপথ নেয়ার দিন। অসহযোগ আন্দোলনের চতুর্থ দিন। লাগাতার হরতাল চলছে। ঢাকাসহ সারাদেশে পূর্ণ হরতালের দিন ৪ মার্চ। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। দৃশ্যপট দ্রুত পাল্টে যায়। বেগবান হয়ে উঠে স্বাধীনতার সংগ্রাম। তুঙ্গে উঠে অসহযোগ আন্দোলন। ঘরের বাইরে বেরিয়ে রাজপথে নেমে আসে সকল পেশা ও বয়সের মানুষ। চারদিকে আকাশ কাঁপানো শ্লোগান- 'জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।' 'শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। জনতার ঢলে অকার্যকর হয়ে যায় পাক শাসকের কারফিউ। ওরা বাধ্য হয়ে কারফিউ তুলে নেয়। সামরিক জান্তা তবু খুলনা ও রংপুরে কারফিউ বহাল রাখে। ঢাকা বিমান বন্দরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বীর বাঙালি বসে থাকেনি। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। বন্ধ হয়ে যায় সরকারী/বেসরকারী অফিস, আদালত, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, রেল, বিমান, স্টীমার, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্সসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বিদ্রোহে বিক্ষোভে আন্দোলনের আগুনে জ্বলতে থাকে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম। বাঙালি অবাঙালিদের মধ্যে দিনভর সংঘর্ষ চলে। বাড়তে থাকে হতাহতের সংখ্যা। ৩ ও ৪ তারিখে শুধু চট্টগ্রামেই শহীদ হয় ১২০জন। আহত হয় ৩৩৫ জন। খুলনায় হরতাল অব্যাহত থাকে। শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে



www.pathagar.com

এক শোভাযাত্রায় গুলিবর্ষণ করে পাকসেনারা। জনতা নিষ্ক্রীয় বসে থাকেনি। বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা পাকসেনাদের গাড়ীবহর প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় ইটের স্তুপ তৈরী করে। গাছের গুড়ি ও ট্রেনের বগি ফেলে রাখে। এমন কি বাস ট্রাক উল্টিয়ে রেখে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়। দৌলতপুরে ছাত্রজনতার মিছিলে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতে উত্তেজিত জনতা রাস্তার পাশের এক বাড়ীর মালিককে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

একাত্তরের এদিনে মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে লাহোর প্রস্তবের ভিত্তিতে সাতকোটি বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবী জানান। মাওলানা ভাসানী আরো বলেন- "কংগ্রেস, খেলাফত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মাধ্যমে আন্দোলন করেছি। কিন্তু এই ৮৯ বছর বয়সে এবারকার মতো গণ-জাগরণ ও সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে এমন সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ আর দেখিনি।" প্রকৃত পক্ষে মার্চের প্রতিটি দিন বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যান।

প্রবীণ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদের আহবানে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন পাকিস্তান সরকারের দেয়া রাষ্ট্রীয় খেতাব "নিশান-ই-ইমতিয়াজ" বর্জন করেন। শিক্ষক সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী, শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, কবি আহসান হাবিব ও কথা সাহিত্যিক জয়েন উদ্দিনসহ অনেকেই পাকিস্তানী খেতাব স্বেচ্ছায় বর্জন করেন। এভাবেই পাকশাসক ও পাকিস্তানের প্রতি দিনদিন বাঙালির ঘৃণা এবং সম্পর্কের অবনতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিক্ষুব্ধ জনতার অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত উত্যুঙ্গ বিকাশ লক্ষ করে বঙ্গবন্ধু আরো বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

তিনি জনতাকে অভিনন্দন জানান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক জরুরী সভার মাধ্যমে বাংলার জনসাধারণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। একাত্মতা ঘোষণা করে বেতার টেলিভিশনের শিল্পীরাও। এদিন থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরী করা "বাংলা সংবাদ"

---

** "কংগ্রেস, খেলাফত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মাধ্যমে আন্দোলন করেছি। কিন্তু এই ৮৯ বছর বয়সে এবারকার মতো গণ-জাগরণ ও সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে এমন সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ আর দেখিনি।" মাওলানা ভাসানী।*



www.pathagar.com

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, শহীদ ফারুক ইকবালের স্মৃতিসৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তাঁর বাবা জনাব আফসার উদ্দিন। শহীদ ফারুক ইকবালের স্মৃতিসৌধটি রয়েছে রাজধানীর বর্তমান মৌচাক মার্কেটের সামনের তে পথের মোড়ে। রাজারবাগ পুলিশলাইন ও পিলখানা ইপিআর ব্যারাকের পুলিশ 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। হরতাল চলাকলে সেনাবাহিনীর গুলিতে খুলনায় ৬ জন শহীদ হন। চট্টগ্রামেও গুলি বর্ষণ হয়। শতশত নারী পুরুষ ঢাকা মেডিকেলে আসে আহতদের জন্য ব্লাডব্যাংকে রক্ত দান করতে। সারা দেশে শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা হয়। এদিকে বেতার ও টেলিভিশনে উদ্দীপনাময় দেশের গান বাজানো হয়। 'রেডিও পাকিস্তান-ঢাকা' এর নাম 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র' হিসেবে বাঙালি কর্মচারীরা প্রচার করে। 'পাকিস্তান টেলিভিশন' হয়ে যায় 'ঢাকা টেলিভিশন'। পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি) প্রধান নূরুল আমীন প্রেসিডেন্টের প্রতি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহবান জানান। মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) এর পদত্যাগী সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সবুর খান বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর বাস ভবনে বিকেলে সাক্ষাৎ করেন। মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান ও শাহ্ আজিজুর রহমান ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার গণবিরোধী ভূমিকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।



www.pathagar.com

# ০৫ মার্চ ঃ শহীদ স্মরণে মসজিদে দোয়া

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ১১টায় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে শহীদ মিনারে গণসমাবেশ।
- সকাল ১০টায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভা ও মিছিল।
- সকাল ৯টায় তাজ জুট বেলিং শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মিল সংলগ্ন মাঠে গায়েবানা জানাজা।
- সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা ও পরে মিছিল।
- দুপুরে মসজিদ-মন্দিরে বাঙালীর মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা এবং বেলা ২টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের লাঠিমিছিল। জাতীয় শ্রমিক লীগও এই কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।
- বিকেল ৪টায় লেখক সংঘের আলোচনা সভা ও সভা শেষে লেখকদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে খিলগাঁও জমি বন্টন সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে জনসভা।"

০৫ মার্চ, একাত্তর। শুক্রবার। স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের কৌশলের আড়ালে আসলে স্বাধীনতা আন্দোলনের আজ পঞ্চম দিবস। আগের দিন সারা বাংলায় হরতাল ছিল। হরতাল চলাকালে জনতার উপর পাক সেনাদের গুলির প্রতিবাদে দেশব্যাপী আজ সর্বাত্মক হরতাল। আজও টঙ্গিতে পুলিশের গুলিতে সর্বজনাব মোতালেব, ইস্রাফিল ও রহিমউদ্দিনসহ ৪জন শ্রমিক শহীদ হন। আহত হন ৩০ জন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে জানান যে, বাংলার মানুষ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চায়। এ ভাবেই স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংগ্রাম সকল নেতাকর্মী ও জনতার চেতনায় এবং প্রতিদিনের কর্মসূচীতে ক্রমশঃ তুঙ্গস্পর্শী হতে থাকে। হতাহতের অনেকে কাজ করতো টঙ্গির মেঘনা টেক্সটাইল মিলে। কেউ কেউ কাজ করতো অলিম্পিয়া জুট মিলে। এ জুট মিলে এক মেহনতি নিরীহ শ্রমিক রফিজউদ্দিন। তিনি শহীদদের মিছিলের এক রক্তাক্ত গোলাপ।



www.pathagar.com

এমন উত্তাল সময়েও বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বেলা আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত ব্যাংকগুলো খোলা রাখা হয়। খোলা রাখা হয় রেশনের দোকানগুলো। যেন জনগণের অসুবিধা না হয়। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও জনমত গড়ে উঠে। শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে এদিন অগণতান্ত্রিক ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বেলুচিস্তানের ন্যাপ। এছাড়া অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর আলী খান জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগুরু দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশের সংহতি রক্ষা করা জরুরী বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের আরেক রাজনীতিক মাওলানা গোলাম গাউস হাজারি জানিয়ে দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নির্বাচিত সদস্যের পক্ষে কথা বলার অধিকার ভূট্টোর নেই। আরেক নেতা মানিক গোলাম জিলানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ক্ষমতার মোহে অন্ধ পাক শাসকগোষ্ঠী সেসব গণতান্ত্রিক পরামর্শ আমলেই নেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের তথা বাঙালির মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন আরো গাঢ় হতে থাকে। মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে শহীদদের জন্য দোয়া ও কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে বেগবান করার জন্য ঢাকায় চালু করা হয় কন্ট্রোলরুম। এ দিন পাক সেনাদের গুলিতে চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২২ জন। যশোরে এক বাঙালি শহীদ হন। সমুদ্রের তরঙ্গের মতো মুক্তির আন্দোলনের ঢেউ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও আছড়ে পড়ে। কারার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়ে মুক্তিপাগল বাঙালি কয়েদি। কারারক্ষীদের গুলিতে শহীদ হয় ৭জন এবং আহত হয় ৩০জন মুক্তিকামী বাঙালি।

কবি নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' গানের মতো কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা মুক্তিকামী বন্দিগণ জমায়েত হন বাঙালির আরেক পবিত্র অঙ্গন শহীদ মিনারে। তারা যোগ দেন স্বাধীনতাকামী আন্দোলনরত জনতার কাতারে।

এ দিনে প্রতিদিনকার মতো মুক্তিপাগল বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো বেশী শক্তিশালী হয়। রাজপথে ছাত্র শ্রমিক জনতার প্রবল ঢেউ। মিছিলে সামিল হয় গ্রামবাসী সাধরণ নর-নারী। লাঠি, বাঁশ, ইট-পাথর, রড, সাবল, দা, তীর-ধনুক এবং দুয়েকটি ব্যক্তিগত বন্দুক নিয়ে তারা সেনানিবাস ঘেরাও করে। ঢাকায় সংবাদিকগণ কে জি মোস্তফার নেতৃত্বে সভা ও শোভাযাত্রা বের করে। হাসান ইমাম ও গোলাম মোস্তাফার নেতৃত্বে শিল্পীবৃন্দ বাংলা একাডেমীতে সভা


www.pathagar.com

করেন। তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সভা করে শহীদ মিনারে। সরকারী-বেসরকারী কলেজ-শিক্ষকবৃন্দ র‍্যালি বের করেন। নিউমার্কেট এলাকায় জনসভা করে ন্যাপ (ওয়ালী)। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। বক্তৃতা করেন মহিউদ্দীন আহমদ ও অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী। বক্তৃতায় তাঁরা জনতার আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া স্বাধীনতার গন্ধে বাঙালি আকুল হয়ে উঠে। শহীদের স্মরণে মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় দোয়া মাহফিল।

*প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করায় ঢাকার রাজপথে মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী বাঙালির বিরাট জঙ্গী মিছিল। ৫ মার্চ'৭১।*



www.pathagar.com

# ০৬ মার্চ ঃ মুক্তির বাণীর প্রত্যাশায় সারাবাংলা

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ১০টায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী) প্রতিবাদ সভা নিউমার্কেটের সামনে।
- সকাল ১০টায় উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সমাবেশ ও মিছিল বায়তুল মোকাররম থেকে।
- সকাল ১০টায় নিউমার্কেটের মোড়ে ঢাকা মোটরকার ড্রাইভার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে জনসভা।
- বেলা ১১টায় বাংলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে জনসমাবেশ বায়তুল মোকাররমে।
- বেলা ২টায় এয়ারপোর্ট রোড থেকে বাংলাদেশের বিমান শ্রমিকের মিছিল।
- বেলা ২.৩০টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র শিল্পী ও বাংলার পটুয়াদের সভা।
- বিকেল ৩টায় প্রেসক্লাব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সংবাদিক ইউনিয়নের মিছিল ও বায়তুল মোকাররমে সভা।
- বিকেল ৩টায় পল্টন ময়দানে বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল ৩টায় আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার উদ্যোগে মহিলা সমাবেশ, বায়তুল মোকাররমে।
- বিকেল ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষিকার সপথ গ্রহণ, শহীদ মিনারে।
- বিকেল ৫টায় আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠকদের সভা, আওয়ামী লীগ কর্যালয়ে।
- সন্ধ্যে ৬টায় বায়তুল মোকাররম থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের মশাল মিছিল।"

০৬ মার্চ, একাত্তর। শনিবার। বাংলা আর পাক শাসকের রক্তচক্ষু ভয় করেনা। বাংলা আর অবদমিত পূর্ব পাকিস্তান নয়। এ আরেক পূর্ব পাকিস্তান।

---

** "..... আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষণাই করছি। বাঙালি আর মুখ বুজে থাকবে না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালি আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি এ হুসিয়ারী উচ্চারণ করছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষে যে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদেরও নিস্তার থাকেবে না। বাংলার জয় হোক।' কবি সুফিয়া কামাল, সভাপতি, মহিলা পরিষদ।*



www.pathagar.com

বিদ্রোহী বাংলা। উত্তাল ঢেউয়ে গর্জে উঠা সমুদ্রের মতো বিক্ষুব্ধ বাংলা। মুক্তিকামী জনতার দৃপ্ত মিছিলের তরঙ্গমালায় সারা বাংলার রাজপথ হয়ে উঠে জনসমুদ্র। বাংলার বসন্ত বাতাসে জাগ্রত গণশক্তি সঙ্গীত হয়ে ভাসে 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। দুপুর ১টা ৫ মিনিট। রেডিও পাকিস্তানের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন আহবানের কথা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর পরই বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ এর কেন্দ্রীয় নেতা ও ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের নিয়ে জরুরী সভায় বসে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। এদিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাক সেনাদের গুলিতে আরো ৭ জন বাঙালি শহীদ হন। আহত হন ৩০ জন। খবর ছড়িয়ে পড়ে খুলনায় একইভাবে শহীদ হন ১৮ জন। আহত হন ৬৪ জন। সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল। বিগত কয়েক দিনে প্রদেশজুড়ে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে 'বাংলা ন্যাশনাল লীগ'- এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা ডাকা হয়। ওদিকে মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান এবং মওলানা মওদুদী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অভিনন্দন জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় জনগণ আরো বেশী চাপ সৃষ্টি করেন। সারা দেশ, সারা পৃথিবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। পরদিন ৭ মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় বঙ্গবন্ধু কী বলবেন। কী ঘোষণা হতে পারে- তা ঠিক করার জন্য, জনমনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটি জানতে বঙ্গবন্ধু দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার সাথে কথা বলেন। 'স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস' এর সাথে বৈঠক করেন। জনমনে একটাই অন্তিম জিজ্ঞাসা-স্বাধীনতার ঘোষণা কি হবে? ষষ্ঠ দিনের হরতাল চলছে। সর্বস্তরের জনতা নেমে আসে রাজপথে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক খোলা থাকে। যে সব বেসরকারী অফিসে কর্মীদেরকে বেতন দেয়া হয়নি, সে সব অফিসও বেতন ভাতা দেয়ার জন্য খোলা থাকে। সকালে ১১ টার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট ভেঙে ফেলে কয়েদীরা। ৩৪১ জন বন্দী পালিয়ে যায়। পুলিশ গুলি ব্যবহার করে। ৭ জন কয়েদী নিহত এবং ৩০ জন আহত হন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে বলেন যে, যাই ঘটুক না কেন যতদিন সেনাবাহিনী তার হুকুমে আছে এবং তিনি যতদিন রাষ্ট্রপ্রধান আছেন ততদিন তিনি পাকিস্তানের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। তার ভাষণের পরপর ভুট্টো রাওয়াল পিন্ডিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই তার দল শাসনতন্ত্রের কাঠামো স্থির করতে চায়। কাউন্সিল



www.pathagar.com

মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল নূর খান এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে। দেশের অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবকে দায়ী করায় নূর খান দুঃখ প্রকাশ করেন। বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিস পার্টি) প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানান। ডাকসু ও ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি দিয়ে পরদিন ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ প্রদান করবেন- তা বাংলাদেশের সবগুলো বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করার জন্য দাবী জানান। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিক্ষোভ মিছিল করে এক সভানুষ্ঠান করে। সভায় তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আলী আশরাফ। অন্যতম বক্তা ছিলেন জনাব কে জি মোস্তফা ও আতাউস সামাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ জন শিক্ষক এক বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার গণবিরোধী চরিত্রের জন্য নিন্দা জানান। অবজারভার পত্রিকার ভূমিকার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা হয়। সভার আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। শিক্ষক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক, শ্রমিক সমাজবাদী দলসহ বেশ কিছু সংগঠন মিছিলসহ সভায় যোগদান করে। পাকসেনা কর্তৃক বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে টঙ্গীতে বিশাল শ্রমিক সভা হয়। সভায় শ্রমিক নেতা কাজী জাফর আহমদ বলেন- স্বাধীনতা আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম থামবে না। সভায় ছাত্রলীগসহ আরো কিছু সংগঠন মশাল মিছিল বের করে। ঢাকা শহরের অলি-গলি ঘুরে ডাকসু ও ছাত্রলীগ কর্মীগণ প্রচার করে- ৭ মার্চের জনসভায় বাঁশের লাঠির মাথায় নতুন পতাকা উড়িয়ে মিছিল সহকারে যোগ দিতে।

বাংলা জাতীয় লীগ পল্টন ময়দানে এক জনসভা করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জননেতা অলি আহাদ। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন-"মুজিব ভাই, আপনি মুক্তি সংগ্রামকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন।" স্বাধীনতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আরো বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর নিকট এখন জনগণের একটাই দাবী। তা যেন তিনি ঘোষণা করেন এবং ৭ মার্চে জনসভাতেই যেন বাঙালির মুক্তির



www.pathagar.com

সুস্পষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এক বিবৃতির মাধ্যমে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি রিলে করার জন্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রতি আহবান জানান। ওদিকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষে এয়ার মার্শাল আসগর খান সাংবাদিকদেরকে বলেন- পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাকী আপনারা আগামীকাল শেখ সাহেবের বক্তৃতায় জানতে পারবেন। ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী সকলকে আহবান জানিয়ে বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নেতৃত্বের জন্য সংকীর্ণতা ও কোন্দল পরিহার করতে হবে। জাতীয় লীগ প্রধান জননেতা আতাউর রহমান খান পাক শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, হত্যা করে মুক্তি সংগ্রামের দাবী স্তব্ধ করা যাবে না। দেশের শিল্পী সমাজ বাংলা একাডেমীতে এক প্রতিবাদ সভা করে। তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে। বেতার, টেলিভিশন শিল্পীদের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন লায়লা আঞ্জুমান বানু। সভায় গণসঙ্গীত শিল্পীদের সংগঠিত করে পথে পথে গণজাগরণের গান গাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বায়তুল মোকাররমে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে এক সভা হয়। সভাপতি কবি সুফিয়া কামাল। এ সভায় অনেক সংগ্রামী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আরো বলা হয়- "..... আমরা বাংলাদেশের জাগ্রত বিবেক থেকে আজ এ ঘোষণাই করছি। বাঙালী আর মুখ বুজে থাকবে না। শোষণহীন, রোদনহীন, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম করে বাঙালি আজ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেই করবে। সাথে সাথে আমরা বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি এ হুসিয়ারী উচ্চারণ ক/রছি যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমরা আপনাদের রূপ দেখতে চাইনে। বাংলার স্বাধীনতার বিপক্ষে যে কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে জনগণের হাত থেকে আপনাদেরও নিস্তার থাকেবে না। বাংলার জয় হোক"। এদিন 'খ' অঞ্চলের সামরিক শাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ করার কথা পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণা করা হয়।



www.pathagar.com

*ডাকসু ও ছাত্রলীগের চার নেতা স্বাধীন বাংলার অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করছেন।*



www.pathagar.com

# ০৭ মার্চ ঃ সোনার স্বপ্নের- সত্যরূপ

**"আজকের কর্মসূচী (সংবাদ)**

- আজ বেলা ২টায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। জনসভায় শেখ সাহেব গতকল্যকার প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।"

০৭ মার্চ, একাত্তর। রবিবার। বাঙালির রক্তঝরা মার্চ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালির সোনার স্বপ্নের স্বাধীনতার ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে নরনারী নির্বিশেষে রেসকোর্স মাঠে সমবেত হতে থাকে। বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে অনেকে আবার পায়ে হেঁটে আসেন মহান নেতা মুজিব আজ কি বলেন- তা শোনার জন্য। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বয়স শ্রেণী সামাজিক মর্যাদা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে সবাই প্রস্তুত শেখ মুজিবের নির্দেশ পেতে। কারো হাতে বাঁশের লাঠি। কারো কণ্ঠে- জয় বাংলা। কারো কণ্ঠে - জয় বঙ্গবন্ধু। সকলের চোখে মুখে মুক্তির স্বপ্নের সোনালী দীপ্তি। রেসকোর্স মাঠের এক কোণে কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, রফিক নওশাদ ও মুনতাসীর মামুন বিক্রি করেন সারা রাত ধরে ছাপানো লেখকদের মুখপত্র 'প্রতিরোধ'। জনতার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিকেল প্রায় তিনটায় বাংলার মুক্তির মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভা-মঞ্চে উপস্থিত হন। মঞ্চ থেকে মাইকে শ্লোগান দেন -ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রলীগের নেতা সর্বজনাব আ. স. ম. আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকের প্রধান আব্দুর রাজ্জাক। মুহুর্মুহু শ্লোগানের গর্জনে ফেটে পড়ে আকাশ-বাতাস। উত্তাল জনসমুদ্র। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একই বজ্রধ্বনি স্বাধীনতার বজ্রশপথ 'আপস না সংগ্রাম-সংগ্রাম সংগ্রাম,' আমার দেশ তোমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ। 'পরিষদ না রাজপথ রাজপথ রাজপথ।' শুধু গর্জন নয়। শুধু শ্লোগান নয়। মুক্তি পাগল জনতা শক্তির প্রকাশ ঘটায় একজনের লাঠির সাথে আরেকজনের লাঠির ঠুকাঠুকি করে। বাঙালির আরেক বিদ্রোহী নেতা তীতুমীরের ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লার সেই বাঁশের লাঠি। আবার অস্ত্র হয়ে উঠে আসে জনতার শক্ত মুঠোয়। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ধ্বনি শুনে সমবেত জনতা। মাঝেমধ্যেই গর্জে উঠে বীর বাঙালি শ্লোগান দেয় -'জাগো জাগো - বাঙালি জাগো। 'তোমার নেতা আমার



www.pathagar.com

নেতা -শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর- বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণদান কালে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন- জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, আব্দুর রাজ্জাক, আ স ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজসহ আরো অনেকে।

এদিনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের অক্টোপাস থেকে বাংলাকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) জনসমুদ্রে তিনি ঘোষণা করেন - "এবারে সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"। রাজনীতি আর রাজপথের দূরদর্শী মহান কবি বঙ্গবন্ধু। পাকসেনাদের বর্বর হামলা প্রতিরোধের প্রস্তুতির জন্য জনতাকে আহবান জানিয়ে তিনি বলেন-"আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোক হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি-তোমরা বন্ধ করে দেবে"। তিনি আরও বলেন ".... বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে- প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ"। ৩.০২ মিনিটে তিনি ভাষণ শুরু করেন। তাঁর ভাষণ শেষ হয় ৩.২০ মিনিটে। মাত্র ১৮ মিনিটের ভাষণে দূরদর্শী নেতা মুজিব জাতিকে প্রায় সব ধরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা। দেশে বিদেশে স্বীকৃত স্বাধীনতার ডাক। বাঙালি তা অনুসরণও করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। পূর্বঘোষণা সত্বেও বেতার কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করেনি। বিকেল ৩.১৫ মিনিটে ঢাকা বেতার কেন্দ্র সহসা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিকেল থেকে বেতার কেন্দ্রের সকল অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেয় বাঙালি কর্মচারীগণ। অবশ্য গভীর রাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দেয়। পরদিন সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র পুণরায় চালু হয়।


www.pathagar.com

৭ মার্চের সন্ধ্যায় পাকিস্তানের অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর আলী খান ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং অনতিবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদাত্ত আহবান জানান ইয়াহিয়ার কাছে। তিনি আরও জানান যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ২৫মার্চ জাতীয় অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান রেসকোর্সে জনসভা থেকে যে শর্ত দেন তা ন্যায় সঙ্গত, বৈধ ও সুষ্ঠু বলেও তিনি দাবী করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা কর্মী, ছাত্র সুধীমহল লাহোরে সন্ধ্যায় এক জনসমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে এয়ার মার্শাল (অবঃ) নূর খান, ন্যাপ কর্মী হাবিব জানিদসহ সাধারণ জনতা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এসবের মধ্যেই ৭ মার্চ বিকেলে ঢাকায় আসে নব নিযুক্ত গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান। এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার গভর্নর বদল হলো। ১ তারিখে ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান এর স্থলে লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে আনা হয়েছিল। আজ আবার তাকে সড়িয়ে আনা হয় টিক্কা খানকে। এদিকে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, শেখ মুজিবের দাবী ন্যূনতম ও ন্যায়সংগত। রাতে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক ও অবাঞ্ছিতভাবে স্থগিত ঘোষণা করায় প্রতিবাদকারী সাধারণ বেসামরিক নিরপরাধ মানুষের উপর সামরিক বাহিনী নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তার বিবৃতিতে আরো বলেন- প্রেসিডেন্ট যদি আন্তরিকভাবে মনে করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে পরিষদকে কার্যকর করা উচিত, তাহলে আমার এসব দাবী অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন চলবে। ইয়াহিয়া কর্তৃক ২৫ মার্চে আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মুজিব প্রধানত ৪টি দাবী উত্থাপন করেন। দাবীগুলো হলো সামরিক শাসন প্রতাহার করা, শাসনক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অর্পণ করা, সেনাবাহিনীকে ব্যরাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং গণহত্যার তদন্ত করা। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর এসব দাবীর সাথে এক হয়ে যায়।

---

** "আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোক হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি-তোমরা বন্ধ করে দেবে"। মুজিব*



www.pathagar.com

## বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ ঃ

"ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, মানুষের রক্তের ইতিহাস- এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ। এদেশের করুণ ইতিহাস, এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

*বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ৭ মার্চ ১৯৭১।*



www.pathagar.com

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয় - আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো - সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা



www.pathagar.com

পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। টেলিফোনে আমার সাথে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তনের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান 'কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কি ভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি অনেক আগেই বলে দিয়েছি- কিসের রাউন্ডটেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টা গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে, আরটিসি* -তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন। আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল'উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত তরতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা

* *আরটিসি (RTC- Round Table conferrence) গোল টেবিল বৈঠক।*



www.pathagar.com

আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্ম কলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে তারা আমাদের ভাই। বাঙালি অবাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া নেয়া চলবে না। কিন্তু যদি দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। "[১৩] বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাটি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ঘোষণা। এ ঘোষণা যেমন দূরদর্শী, তেমনি কৌশলী। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাতেই বাঙালির হৃদয়ের ও বীরত্বের সকল দুয়ার

---

** "…. বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে - প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ"। মুজিব*



www.pathagar.com

খুলে যায়। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা আজো বাঙালিকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে। করবে অনাগত কালেও। এ ঘোষণাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।

*৭ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা নগরীর রাজপথ প্রকম্পিত করে তুললো ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের সশস্ত্র মার্চপাস্ট ও মহড়া*

পরবর্তীতে কবি নির্মলেন্দু গুণ চমৎকার বলেছেন - 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' শীর্ষক কবিতায়ঃ

"…. শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।



www.pathagar.com

তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী-?
সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি!
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের"।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পূর্ব পকিস্তানের রেডিওর সবগুলো কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। বাঙালি জাতি অধীর আগ্রহে রেডিও নিয়ে বসে বঙ্গবন্ধুর রিলে করা ভাষণ শোনার জন্য। বিকেল ২ টা ১০ মিনিট থেকে ৩ টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা রেডিওতে দেশাত্ববোধক গান বাজানো হয়। এমন সময় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রিলে করার পূর্ব মুর্হুতে রাওয়াল পিন্ডি থেকে ঘোষণা ও ধমক আসে 'বন্ধ কর ইয়ে সব'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বন্ধ করে দেয়ার খবরটা বাঙালি কর্মীরা তাঁকে বক্তৃতার মঞ্চেই জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর ভাষণের শেষ পর্যায়ে নির্দেশ দেন যদি রেডিও টেলিভিশনে আমাদের কথা প্রচার না করা হয়- তাহলে রেডিও স্টেশনে বা টেলিভিশনে না যেতে। এদিকে বেতার কর্মীরা বেতার কেন্দ্র ও বক্তৃতার মঞ্চে-দু জায়গাতেই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা রেকর্ড করে। ফলে পরবর্তীতে ৭ মার্চের ভাষণের রেকর্ড তৈরি সম্ভব হয়। এমনই বাঙালির বুদ্ধি ও দেশপ্রেম। যা বিশ্বের বিস্ময়। যা বাঙালি জাতির অহংকার। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার বন্ধের আদেশ হওয়া মাত্রই বেতার কর্মীরা কর্ম বিরতি শুরু করে। কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে রেডিওর তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণা করে সন্ধ্যার আগেই। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতারে প্রচার না করা হলে বেতার কর্মীরা কাজে যোগ দিবে না -সে কথা কর্তৃপক্ষকে সাফ জানিয়ে দেয়। ফলে রাতেও বেতার চলেনি। গভীর রাতে আলোচনা করে বেতার কর্তৃপক্ষ দাবী মেনে নেয়। রেসর্কোস মাঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়। ওদিকে জনসভায় দেয়া ভাষণে যে সব দাবী করা হয়, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এতে উদ্ভুত পরিস্থির বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া বিবৃতিতে পরবর্তী এক সপ্তাহের কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়। ১০ দফা কর্মসূচীর শেষ দফায় বলা হয়-

---

** "রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাটি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুল ঘোষণা। এ ঘোষণা যেমন দুরদর্শী, তেমনি কৌশলী। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাতেই বাঙালির হৃদয়ের ও বীরত্বের সকল দুয়ার খুলে যায়। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণা আজো বাঙালিকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে। করবে অনাগত কালেও। এ ঘোষণাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।*



www.pathagar.com

"প্রতি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।" [১৪]

*৭ মার্চ ১৯৭১ ঃ রমনা রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় হাজী রমিজ উদ্দিন আহমদের পরিচালনায় স্বাধীনতার আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে মোনাজাত।*



www.pathagar.com

# ০৮ মার্চ ঃ পাকিস্তানী পতাকা ও সঙ্গীত বর্জন

০৮ মার্চ, একাত্তর। সোমবার। স্বাধীনতাকামী বাঙালি আরো বেশী প্রতিবাদী হয়ে উঠে। ৭ মার্চের ভাষণে দেয়া দিক নির্দেশনার ফলে এ দিনের শুরু থেকেই বন্ধ হয়ে যায় সচিবালয়, হাটকোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারী-আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সকল প্রতিষ্ঠান। তবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শুধু দুঘন্টার জন্য ব্যাংকসমূহ খোলা থাকে। যাতে কর্মচারীরা বেতন উঠাতে পারে। ন্যাপের নেতা জনাব মোজাফফর আহমদ, জাতীয় লীগের নেতা জনাব আতাউর রহমান, বাংলা ন্যাশনাল লীগের জনাব অলি আহাদ, পিডিপি'ব নূরুল আমিনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। বেতার টিভির সংক্ষুব্ধ শিল্পীবৃন্দ কর্তৃপক্ষকে শর্ত দেন যে, তারা পুণরায় বেতার টেলিভিশন চালু করবে, তবে সকল অনুষ্ঠান আন্দোলনের অনুকূল হতে হবে। কর্তৃপক্ষ তাদের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়েই ভোর ৬ টায় ঢাকা বেতারে শুরু হয় ৮ মার্চের অনুষ্ঠান।

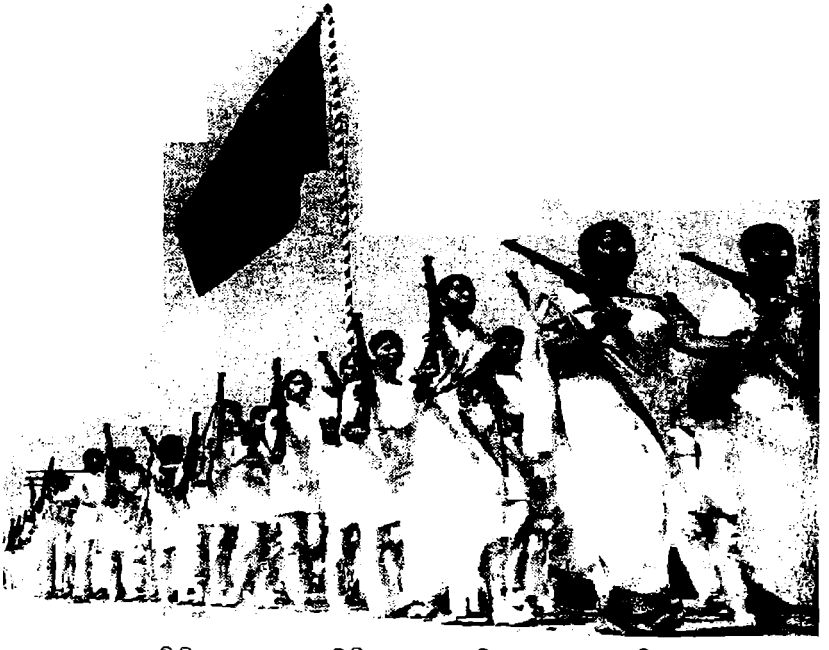

*ছাত্রীলীগের জয়বাংলা বাহিনীও সশস্ত্র হয়ে নিতে শুরু করলো প্রশিক্ষণ।*



www.pathagar.com

এদিন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের এক সভায় নাম পরিবর্তন করে শুধু 'ছাত্রলীগ' শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান শব্দ বর্জন করে। একই সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জেলা শহর থেকে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত দেশব্যাপী 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হবে। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো, পতাকা প্রদর্শন এবং সারা দেশের সিনেমা হলগুলোতে উর্দু ছবি দেখানো বন্ধ করা হয়। প্রতিবাদ মুখর পরিবেশ পরিস্থিতি বাঙালি জাতিকে দিন দিনই সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার এবং যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছড়িয়ে পড়ে শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ফলে ক্রমশ মানুষ উজ্জীবিত হতে থাকে। ভাষণতো নয় একদম সঞ্জীবনী সুধা। বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচীর প্রতি জণগণের স্বত:স্ফূর্ত সর্মথনের জন্য আওয়ামীলীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতি দানের মাধ্যমে সশ্রদ্ধ সংগ্রামী সালাম জানান। কৃষক শ্রমিক পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহবান জানান জণগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) সভাপতি নূরুল আমিন দাবী জানান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অবিলম্বে আলোচনা করে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের টালমাটাল অবস্থা দেখে যে সকল বৃটিশ নাগরিকের পূর্ব পাকিস্তানে থাকার প্রয়োজন নেই, তাদেরকে প্রদেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয় বৃটিশ সরকার। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব এবং জি এস আব্দুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন -"বাংলার বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসর্কোস ময়দানে ঐতিহাসিক জন সভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, আমরা তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"[১৫] মুসলিমলীগ নেতা খান এ সবুর বঙ্গবন্ধুর প্রতি সমর্থন জানিয়ে (পরে তিনি পকিস্থানীদের পক্ষ অবলম্বন করেন) বলেন -জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক স্থগিত ঘোষণার পর যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে



www.pathagar.com

যা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে- এসবের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের নেতারাই দায়ী। গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান এয়ার মার্শাল (অবঃ) এম আসগর খান বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন। বেতার-টিভি শিল্পীদের একটি প্রতিনিধিদলও বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে পরবর্তী নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

লাহোরে শের আলী খান (সাবেক তথ্য মন্ত্রী) ও পিডিপি এর পশ্চিম পকিস্থান- প্রধান নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর সাথে অলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কে ঢাকা যাওয়ার আহবান জানান। জাতীয় পরিষদের সদস্য ও বাওয়ালপুর ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা মিয়া নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সমর্থন জানান। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান শেখ মুজিবের দাবী মেনে নিতে। ও দিকে বৃটেনে ঘটে আরেক ঘটনা যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর কাড়ে। বৃটেন প্রবাসী প্রায় ১০ হাজার বাঙালি জমায়েত হয় লন্ডনস্থ পাকিস্থানের হাই কমিশনের সামনে। স্বাধীন বাংলার দাবীতে তারা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে। এভাবেই দেশে এবং দেশের বাইরে সকল বাঙালি এক হয়ে যায় স্বাধীনতার লক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বের জাতিসমূহ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে বাঙালির উত্থান। ৮ মার্চ, একাত্তর। সোমবার। শুধু সোমবার নয়। শুক্রবার নয়। প্রতিটি দিন ইতিহাসের অনন্য অধ্যায়। ৮ মার্চ আবার ১০ মহররম। আশুরা দিবস। কারবালার শহীদদের পূণ্য স্মৃতির বেদানার্ত এক দিন। পুরোন ঢাকা থেকে বের হয় তাজিয়া মিছিল। প্রদীপের আলোয় পতঙ্গ ধেয়ে আসার মতো তাজিয়া মিছিলেও ভীড় জমায় সকলস্তরের বাঙালি। কারবালার কোরবানীর তাৎপর্য ভিন্নমাত্রার রূপ নিল তাজিয়া মিছিলে। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহী সাধারণ মানুষের অবাধ মিলনে তাজিয়া মিছিল হয়ে উঠে স্বাধীন বাংলা ও জয় বাংলার মিছিল। নদীর মতো বাঁক নিয়ে মিছিলটি পৌঁছে গেল বাঙালির তীর্থ বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর গেটে। স্বাধীনতার মহানায়ক এসে দাড়াঁন মিছিলের সামনে। একটি দুটি নয়। আসতে থাকে মিছিলের মিছিল। হাসি দিয়ে, হাত নেড়ে, কখনো সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাগত জানান তাঁর প্রাণপ্রিয় সাধারণ মানুষকে।

৮ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে হরতাল শিথিলের নির্দেশনামা জারি করেন। এই নির্দেশনামায়

---

** "মুজিব আমার ছেইলার মতো। আমি মুজিবকে চিনি। আমার সাথে একসাথে রাজনীতি করেছে। স্বাধীনতার পোকা তখন থেকেই তার মাথার ভিতরে ছিলো। '৫৬ সালে আমি আসসালামু আলাইকুম কইছিলাম। মুজিব একাত্তর সালে তা বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। মুজিবকে কেউ অবিশ্বাস কইরো না।'*



www.pathagar.com

বলা হয় যে, (১) সকল ব্যাংক ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজের জন্য খোলা থাকবে। শুধু মাত্র জমা, বাংলাদেশের মধ্যে আন্তঃব্যাংক ক্লিয়ারেন্স এবং নিম্নলিখিত কারণে লেনদেন চলবে। (ক) মাসিক ও সাপ্তাহিক বেতন দান, (খ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত তোলা। (গ) মিল ফ্যাক্টরী চালানোর জন্য কাঁচামাল যেমন পাট ও আঁখ কেনার জন্য টাকা তোলা। (২) স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাচার করা চলবেনা। (৩) স্টেট ব্যাংক উপরোক্ত ব্যাংকিং কাজের জন্যই খোলা থাকবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। (৪) ওয়াপদা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে। (৫) কৃষি উন্নয়নসংস্থার শুধুমাত্র সার সরবরাহ ও পাওয়ার পাম্পের জন্য ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু থাকবে। (৬) ইটখোলার জন্য কয়লা সরবরাহ চালু থাকবে। (৭) খাদ্য সরবরাহ চলাচল অব্যাহত থাকবে। (৮) উপরোল্লেখিত যে কোন উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র চালান পাশ করার জন্য ট্রেজারী ও এজি অফিস খোলা থাকবে। (৯) ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহে রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে। (১০) পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভিতরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মানি অর্ডার প্রেরণের উদ্দেশ্যে চালু থাকবে। তবে প্রেস টেলিগ্রাম বাইরেও প্রেরণ করা যাবে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক খোলা থাকবে। (১১) সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা বাংলাদেশের সর্বত্র কাজ চালিয়ে যাবে। (১২) পানি ও গ্যাস সরবরাহ চালু থাকবে। (১৩) স্বাস্থ্য রক্ষা ও সেনিটেশন সার্ভিস কার্যকর থাকবে। (১৪) পুলিশ বাহিনী শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যাবে। প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের সহায়তা করবে। (১৫) যেসব প্রতিষ্ঠান হরতালের আওতামুক্ত করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্যসব প্রতিষ্ঠানে হরতাল অব্যাহত থাকবে এবং (১৬) এর আগের সপ্তাহে যেগুলোকে হরতালের আওতামুক্ত করা হয়েছিল, সেগুলো বলবৎ থাকবে।



www.pathagar.com

# ০৯ মার্চ ঃ স্বাধীনতা দেয়ার জন্য ভাসাণীর আহবান

**"আজকের কর্মসূচী (আজাদ)**

- বাংলার মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিবেন।
- 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে আহূত এই জনসভায় বক্তৃতা করিবেন জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব মশিউর রহমান খান ও শাহ আজিজুর রহমান।"

০৯ মার্চ, একাত্তর। মঙ্গলবার। ঢাকা মহানগরী জনসমাবেশে এবং মিছিলে মিছিলে উত্তাল। সমুদ্র যেমন ঢেউয়ের সমাহার। এ দিনের ঢাকা তেমনি উত্তাল মিছিলের নগরী। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সর্বাত্মক পালিত হয় অসহযোগ। বিকল হয়ে পড়ে শাসক গোষ্ঠীর পরিচালিত প্রশাসন যন্ত্র। আদালত ও সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হরতালে অচল হয়ে পড়ে। সকাল থেকেই বাঙালির তীর্থ বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে সমবেত হতে থাকে মিছিলের পর মিছিল। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালির প্রাণভোমরা বঙ্গবন্ধু বড্ড খুশী। খুশী এজন্য যে তিনি অগণিত মানুষের উত্তাল মিছিল দেখে বুঝেছেন- বাঙালি জেগে উঠেছে। তাঁর সংগ্রাম সফল হতে চলেছে। হাসিমুখে প্রতিটি মিছিলকে মুজিব স্বাগত জানান। মাঝে মধ্যেই স্বাধীনতা-উচ্ছ্বাসে জনতার উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ অনেক খেদ নিয়ে এক লেখায় বলেছিলেন যে, বঙ্গমাতা তার সন্তানকে কেবল বাঙালি করেছে, মানুষ করেনি। সেই কথার প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু বলেন-"বাঙালি জেগেছে। কবি গুরুর কথা ভুল প্রমান করে বাঙালী মানুষ হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ বাঙালীকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না"।[১৬] সারা দিন ধরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের ভীড়। কথা বলা, আলোচনা, বৈঠক-কত কী। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি মুহূর্তই ব্যস্ততম। দুপুরের খাবার সময় হলো। কোন রকমে বঙ্গবন্ধু খেয়ে নিলেন। একটু বিশ্রামও নিলেন-এই ফাঁকে। একটু পরেই তিনি বাড়ীর লনে এলেন। সাংবাদিকবৃন্দ অপেক্ষমান। জাতির জনকের বড় মেয়ে শেখ হাসিনা। তিনি ফরিদকেসহ (বাড়ীর কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তি) অতিথিদের জন্য চা আর বিস্কুট নিয়ে এলেন। অতিথিদের সাথে চা পান করতে



www.pathagar.com

করতে বঙ্গবন্ধু খাঁটি বাঙালির সংলাপে বললেন-"সারা জীবন ওরা আমাদের আটকিয়ে রেখেছে, এবার ওদের ফাটা বাঁশে আটকিয়েছি। দেখি খোদা কি করে।" স্রষ্টার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল অগাধ। তাই কোন সংকটেই তিনি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হননি। তিনি যেমন বলেন-'ইনশাআল্লাহ বাঙালীকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।' তেমনি আবার বলেন- 'দেখি খোদা কি করে।' ৭ মার্চের ভাষণেও তাঁর অবিস্মরণীয় বাক্যবুলেট-'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দোবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।"

আসলে জাতির জনক কথায় কাজে বোধ বিশ্বাসে ছিলেন আগাগোড়াই বাঙালি মুসলমান। পল্টন ময়দানে ভাসানী ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান যাদু মিয়া এক জনসভায় বলেন- "দেশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে গেছে। আমি আমার বন্ধু শেখ মুজিবকে সর্তক করে দিচ্ছি খুব সাবধানে পা ফেলবেন শত্রুরা এখনো তৎপর"। আতাউর রহমান খান সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান জানান। মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী বলেন-" মুজিব আমার ছেইলার মতো। আমি মুজিবকে চিনি। আমার সাথে একসাথে রাজনীতি করেছে। স্বাধীনতার পোকা তখন থেকেই তার মাথার ভিতরে ছিলো। '৫৬ সালে আমি আসসালামু আলাইকুম কইছিলাম। মুজিব একাত্তর সালে তা বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। মুজিবকে কেউ অবিশ্বাস কইরো না। মুজিব ৭ বছর আমার সেক্রেটারী ছিলো। সে যেসব কাজ করেছে মশিয়ার তুমি তা পারো নি।"[১৭]।

এরপর পদচ্যুত গভর্নর এডমিরাল আহসান ও নবনিযুক্ত গভর্নর টিক্কা খান প্রসঙ্গে মাওলানা ভাসানী বলেন-"আহসান সাহেব ছিলেন ভদ্রলোক, টিক্কা তো জল্লাদ, কত রক্ত খায় কে জানে"। সভায় ১৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। নিরীহ বাঙালির উপর পাক সেনাদের গুলি বর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আহত ও নিহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জাননো হয়। দেশের সর্বত্র শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা পড়ার আহবান জানানো হয়। সভা শেষে এক বিরাট মিছিল ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে মিছিলে, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে রাজপথ। আর বাংলার আকাশে বাতাসে ক্ষোভ-আক্রোস। বিকেলে পল্টনের জনসমুদ্রে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এক ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর সে ঘোষণা ছিল আসলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি হুমকি। তিনি প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে- তিনি আরো বলেন- "যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য অস্ত যাইত না, রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে সে সাম্রাজ্যের সূর্যও আজ অস্তমত। পেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও


www.pathagar.com

তাই বলি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লাকুম দ্বী'নুকুম অলইয়াদ্বীন'- এর নিয়মে (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার ) পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশ মতে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামাখা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, মুজিবকে আমি ভাল করিয়া চিনি।" [১৮] এ সভায় আরো বক্তব্য রাখেন শাহ আজিজুর রহমান। (কিন্তু পরবর্তীতে শাহ আজিজ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী স্রোতের সাথে মিশে যান) জনাব আতাউর রহমান বলেন "বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুজিবের আজীবনের স্বপ্ন। আমরা একসাথে কাজ শুরু করি। আমরা পিছিয়ে পড়েছি। বন্ধু মুজিব এগিয়ে গেছেন। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আমি তাকে এখন সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠনের অনুরোধ জানাই"। প্রাদেশিক জামাতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আজম এক বিবৃতির মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভবিষ্যতের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবীও করেন তিনি। (পরবর্তীতে সে পাক শাসকের সহযোগী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছে এবং যুদ্ধপরাধী হয়েছে)। রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হল) ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

এদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে লেঃ জেঃ টিক্কাখানের শপথ নেয়ার কথা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি বি, এ, (বদরুল আহমদ) সিদ্দিকী টিক্কা খানকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে রাজি হননি। অগত্যা টিক্কা খানকে সরকার 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করে। এদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর অবনতি দেখে এ সময় বিদেশীরাও পূর্ব পাকিস্তান ছাড়তে শুরু করে। পূর্ব বাংলার সংকট বুঝতে পেরে জাতিসংঘের ঢাকাস্থ প্রতিনিধিকে মহাসচিব এ মর্মে ক্ষমতা অর্পন করে যাতে জাতিসংঘের কর্মচারীরা ঢাকা ত্যাগ করতে পারে। জাপান ও পশ্চিম জার্মানীও তাদের ঢাকাস্থ নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার আঘাত পশ্চিম পাকিস্তানেও লাগে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রতিবাদের জোয়ার জাগে। ওয়ালী ন্যাপ, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, কনভেনশন মুসলিম লীগ, তাহরিকে ইশতেকলাল প্রভৃতি



www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল করাচি, লাহোর, পেশোয়ার, মুলতান, আটক, এবোটাবাদসহ বিভিন্ন শহরে মিছিল বের করে। সকল রাজনৈতিক দলই ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষার দাবী জানায়। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ লাহোরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন-"ভুট্টো সাহেব ও তার পিপলস পার্টি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সাথে ক্ষমতার যে হিস্যা দাবী করেছেন তা অন্যায় এবং অসঙ্গত। ভুট্টোর দল মুজিবের দলের অর্ধেক আসন পেয়েছে। এই অর্ধেক আসন নিয়ে তিনি যদি হিস্যা চান তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে আরো ৬৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য আছেন যারা পিপলস পার্টির বিরোধী। তারাও অনুরূপ ভাবে পিপলস পার্টির কাছে হিস্যা দাবী করতে পারেন। তখন কি হবে?"[১৯]

জনসাধারণের প্রতি মাওলানা ভাসানীর আহবান-" পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগামে ঝাপিয়ে পড়ুন' - এদিনে এক প্রচারপত্রে প্রকাশ পায়। এ প্রচারপত্রে জনগণের প্রতি মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহবান জানানো হয়। অসহযোগ আন্দোলনকে সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের মরণপণ সংগ্রামে পরিণত করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

প্রচারপত্রের শেষাংশে শ্লোগান দেয়া হয়-

'ঘরে ঘরে ডাক পাঠাই তৈরী হও মোট বাঁধো-
মাঠে কৃষাণ, কলে মজদুর, নওজোয়ান জোট বাঁধো।
এই মিছিল সর্বহারার সব পাওয়ার এই মিছিল,
হও সামিল,হও সামিল, হও সামিল।'

---

* *"যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য অস্ত যাইত না, রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে সে সাম্রাজ্যের সূর্যও আজ অস্তমিত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হইয়াছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লাকুম দী'নুকুম অলইয়াদীন'- এর নিয়মে (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশ মতে আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামাখা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না, মুজিবকে আমি ভাল করিয়া চিনি।"* *ভাসানী*



www.pathagar.com

*মুক্তির মিছিলে কৃষক শ্রমিক জনতা*



www.pathagar.com

# ১০ মার্চ ঃ ভুট্টোকে সমালোচনা ; বঙ্গবন্ধুর মরণপণ

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় শহীদ মিনার থেকে পথসভা শুরু হবে।
- বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ফরোয়ার্ড ষ্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র জনসভা।
- লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল। বিকেল ৪টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু এবং শহীদ মিনারে গিয়ে মিছিল শেষ। এরপর শহীদ মিনারে সভা, কবিতা পাঠ ও গণ সঙ্গীতের আসর।
- বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাব ফেডারেশন অব দি সার্ভিসেস এসোসিয়েশন এন্ড প্রফেশনাল বডিজ -এর স্টিয়ারিং কমিটির জরুরী সভা।"

১০ মার্চ, একাত্তর। বুধবার। বাঙালির অসহযোগ আন্দোলনের দশম দিন। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনে বাংলা এক বিশাল আগ্নেয়গিরি। জনরোষের লাভাস্রোতে ক্রমান্বয়ে বাঙালির মুক্তির আকাঙ্খা ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক। বাংলাপ্রাণ বঙ্গবন্ধুও এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশে জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই আজ শেষ কথা। মুজিব নিজেও আর "পূর্ব পাকিস্তান" বলেন না। বলেন- বাংলাদেশ। তিনি- আরও বলেন 'যারা মনে করে ছিলেন শক্তির দাপটে আমাদের উপর তাদের মতামত চাপিয়ে দেবেন, তাদের চেহারা আজ নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছে।' তবে রাজধানী ঢাকা শহরে সেনা টহলের সময়সীমা সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়।

এদিনে পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রধান পত্রিকা, সরকারের মুখপত্র- 'দৈনিক পাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের

---

** "আবার কোন দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে কিনা-কে জানে। এখন প্রতিটি মুহূর্তে আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। পাকিস্তানীরা এবার আমাকে আর ছাড়বে না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলি খেয়েও এদেশের মানুষ আমাকে মুক্ত করে এনেছে। আমার জীবন তাদের হাতে মর্টগেজ হয়ে গেছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। এর জন্য যদি মরতেও হয়, মরবো। আমার তাতে কোন দুঃখ নেই"। মুজিব*



www.pathagar.com

আহবান জানায়। সম্পাদকীয়তে জনগণের দাবী মেনে নেয়ার কথা বলা হয়। ইংরেজী দৈনিক 'দ্যা পিপল' পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সমালোচনা করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সারা বাংলায় অসহযোগ অব্যাহত থাকে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জননেতা তাজউদ্দীন আহমদ অসহযোগ সম্পর্কিত কিছু সংশোধনী ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু কিছু ছাড় দেয়া হয়। এদিনে আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালি ছাত্ররা জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নারায়নগঞ্জ জেল থেকে ৪০জন কয়েদী পালিয়ে যায়। এ সময় ১জন কয়েদী পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। ২৫জন কয়েদী ও ২জন পুলিশ আহত হন। রাজশাহী শহরে আরোপিত কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়। বিশ্ববাসীর সামনে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য বঙ্গবন্ধু বিদেশী সাংবাদিকবৃন্দকে আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর লেঃ জেঃ টিক্কা খান। তার শপথ নেয়ার কথা বিকেল ৪টায়। গভর্নর হাউজে চারপাশে অস্ত্রধারী সেনা পাহারা। গভর্নরকে শপথ বাক্য পাঠ করানোর কথা পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী (বদরুল আহমদ সিদ্দিকী)। তাঁকে ডেকে আনতে লোক পাঠানো হলো। তিনি টিক্কা খানকে পথ বাণী পাঠ করাতে রাজি নন। তিনি এলেন না। টিক্কা খান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। ক্রোধে টিক্কা খান চাইলো গণহত্যার নির্দেশ দিতে। কিন্তু মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী তাকে শান্ত করে। এদিকে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর ঘটনা বিবেকমান মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বিদেশী সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার চাইলো। তিনি তাও দেননি। তাঁর এ আচরণ বিশ্ববাসীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাক শাসকচক্র টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে কুমতলব নিয়ে। বাঙালিকে শায়েস্তা করার জন্য। ওরা ভিতরে ভিতরে অস্ত্র ও সেনাশক্তি বাড়াতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সবই জানেন। বুঝেন।

১০ মার্চে এক বিবৃতির মাধ্যমে তিনি বলেন "গণবিরোধী হটকারী চক্র এখনো উন্মত্ত আচরণ অনুসরণ করে চলেছে। সমর সজ্জা অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা হচ্ছে। (বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান' না বলে বাংলাদেশ বলেন- লেখক)। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এটা বন্ধের দাবী করছি।" তিনি বলেন "বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাটাই এখন চূড়ান্ত। সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, রেলওয়ে ও বন্দরসহ সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আমাদের নির্দেশ মেনে চলছে। যারা মনে


www.pathagar.com

করেছিলেন, শক্তি প্রয়োগ করে তাদের যা খুশি ইচ্ছা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন। তাদের স্বরূপ বিশ্বের কাছে উদঘাটি হয়ে গেছে। তাদের এখনো সঠিক উপলব্ধি ঘটছে না, এটা দুঃখজনক।"[২০]

ঢাকায় অবস্থানরত 'তাহরিকে ইশতেকলাল' পার্টির চেয়ারম্যান এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান এ দিন ঢাকা ত্যাগ করেন। রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি একই দিনে তিনবার বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কোন সুরাহা হলো না। সবকিছু তিনিও বুঝেছিলেন। তার বিদায়ের আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষারোপ করবার কোন সুযোগ নেই। মুজিব সঠিক পথেই আছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার প্রতি সমর্থন জানান।

এদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বাঙালি সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যদেরকে পাকিস্তানের প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে আহবান জানান। পাকিস্তানী সেনাদের নিরীহ বাঙালির উপর বিভিন্ন হামলার প্রতিবাদে সকল বাড়িঘর ও যানবাহনে কালো পতাকা উত্তোলনের আহবান জানানো হয়। বিভিন্ন রাজপথ থেকে সবগুলো মিছিল, সাগরমুখী নদীর মতো এসে মিলিত হয় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়ী নামক বাঙালির তীর্থে। প্রতিটি মিছিলের অভিবাদন গ্রহণ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতা এক স্বপ্নের আকাশ। বঙ্গবন্ধু সে আকাশের গণগণে সূর্য। প্রতিটি বাঙালি নরনারী বাঘের চেহারার মতো ফুটন্ত সূর্যমুখী। সূর্যের আলোর মতো মুজিব ছড়িয়ে দেন তাঁর বাণী ও ভাষণের তেজস্ক্রিয়তা। তখন দুপুরের খাবারের সময়। জনসমাগম একটু কম। তখনও ৭/৮জন বাঙালি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুর পাশে। সবাইকে নিয়েই তিনি খেতে বসলেন। তিন জাতির জনক। বঙ্গবন্ধু। সবাই তার স্বজন। খেতে খেতে সাংবাদিকদেরকে তিনি বললেন- "আবার কোন দিন তোমাদের সাথে দেখা হবে কিনা-কে জানে। এখন প্রতিটি মুহূর্তে আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। পাকিস্তানীরা এবার আমাকে আর ছাড়বে না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলি খেয়েও এদেশের মানুষ আমাকে মুক্ত করে এনেছে। আমার জীবন তাদের হাতে মর্টগেজ হয়ে গেছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। এর জন্য যদি মরতেও হয়, মরবো। আমার তাতে কোন দুঃখ নেই"।[২১] প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান বাংলা জাতীয় লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় এক প্রস্তাবে স্বাধীন বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহবান জানান। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ, সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী,


www.pathagar.com

ছাপাখানা শিল্পী গোষ্ঠী ও কথা শিল্পীদের সংগঠন- 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল সহকারে শহীদ মিনারে যায়। ওখানে স্বাধীনতার দাবীতে কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়। ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্ন রাজপথে পথসভা করে। তারা শহীদ মিনার থেকে বের করে গণসঙ্গীতের স্কোয়াড। নিউ মার্কেট এলাকায় ন্যাপের পথ সভা হয়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, বাংলার প্রতিটি নরনারী আজ স্বাধীনতার সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কৃষক-শ্রমিক পার্টির এক বিবৃতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের দাবী অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য শাসকগোষ্টীর প্রতি আহবান জানানো হয়।

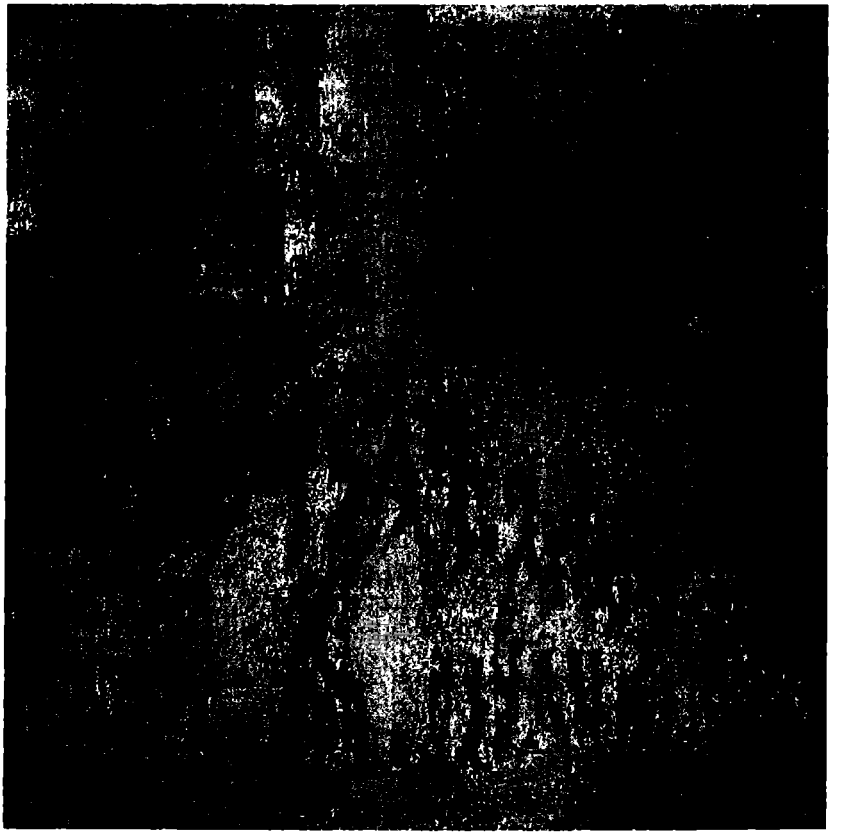

*উত্তাল মার্চ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার মেয়েরা।*



www.pathagar.com

# ১১ মার্চ ঃ সাতকোটি বাঙালির এক হতে ভাসানীর ডাক

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকেল ৪টায়
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হতে পথসভা ও খন্ড মিছিল।
- বিকেল ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা।
- ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে পথসভা শুরু।
- বিকেল ৪টায় ঢাকা নিউজ পেপার হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভা। ইউনিয়নের অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হবে।"

১১ মার্চ, একাত্তর। বৃহস্পতিবার। উত্যুঙ্গ অসহযোগ আন্দোলন। নিস্তব্ধ সারাবাংলা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস-আদালত সবকিছু বন্ধ। বাঙালির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি মানে না সামরিক শাসকের শাসন, আইন। মেনে চলে নেতা মুজিবের নির্দেশ। মজলুম জননেতা ভাসানী টাঙ্গাইলের এক জনসভায় মুজিবকে বাঙালির নেতা হিসেবে উল্লেখ করেন। জনতাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'সাতকোটি বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ পালন করুন।' দেশব্যাপী অব্যাহত থাকে মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশ। শাসকের ঝাঁঝালো গোলাবর্ষণও থামাতে পারেনি জনস্রোত। একজন শহীদ হলে হাজারো জনতা শহীদের শূণ্য স্থানে এসে ভীড় করে। শাসকগোষ্ঠী ভড়কে যায়। জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট। বাংলাদেশে অবস্থানকারী জাতিসংঘের সকল কর্মীকে তিনি নিউইয়র্কে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। এতে বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ হন। মিঃ উথান্টের কাছে মুজিবের প্রশ্ন- সাড়ে ৭ কোটি মানুষের কি হবে? আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জননেতা তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিতে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষার আহবান জানান। তিনি আরও জানান যে, জনগণের অসহযোগ আন্দোলন নজির বিহীন সাফল্য লাভ করে চলেছে। অসহযোগ আন্দোলনের নেতা কর্মী সমর্থকদেরকে তিনি অভিনন্দন জানান। এদিনে ছাত্র ইউনিয়ন একটি লিফলেট বিতরণ করে। এতে স্বাধীন পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আরো দুর্বার করে গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি 'কে উলফ'।



www.pathagar.com

তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মিঃ উথান্টের নির্দেশনার ব্যাখাও দিলেন। বঙ্গবন্ধু সোজাসাফটা উলফকে বলে দিলেন যে, জাতিসংঘের কর্মচারীরা যতদিন খুশি বাংলাদেশে থাকতে পারেন। বাংলার মানুষ তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

সামরিক শাসকের শাসন অমান্যের ঢেউ কারাগারেও আঘাত করে। কুমিল্লার কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কয়েদীরা পালানোর চেষ্টা করে। এতে কারারক্ষীদের গুলিতে ৪ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়। বরিশাল জেল থেকে ২৮ জন পালাতে সক্ষম হয়। তবে সেখানে সংঘর্ষে ২০ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের নির্দেশ কিছু পাকিস্তানী ব্যাংক কর্মকর্তা অমান্য করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পাচার অব্যাহত রাখে। তাই স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানি ব্যাংক কর্মকর্তাদেরকে টাকা পাচার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। পকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো হলো হাবিব ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক লিঃ, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক ইত্যাদি।

ওদেরকে বুঝাতেই তাজউদ্দীন আহমদ তার বিবৃতিতে আরো বলেন যে, স্বার্থান্বেষী মহল ও গণবিরোধী চক্র আমাদের অর্থনীতিকে ধংস করে বুভুক্ষু জনগণকে দুর্দশাগ্রস্ত করার যে হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, বাংলার জনগণ তা নস্যাৎ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পিপিপি প্রধান জেড এ ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর কাছে এক তারবার্তা পাঠায়। তারবার্তায় ভুট্টো দেশের বর্তমান সংকট নিরসনের আহবান জানায়। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য সে ঢাকায়ও আসতে চায়।

পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ খুরশীদ বঙ্গবন্ধুর সাথে দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হন। ঢাকায় আসার আগেই তিনি ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎকালে জনাব খুরশীদ তা অবহিত করেন। করাচি বণিক ও শিল্পপতি সমিতির সভাপতি আহমদ আব্দুল্লাহ রাষ্ট্রপতিকে এক তারবার্তা পাঠান। তিনি প্রেসিডেন্টকে জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে টাকা পাওয়া লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়ন স্বাধীন পূর্ববাংলা কায়েমের আহবান জানিয়ে লিফলেট প্রকাশ করে। চরম গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানায়। জণগণের -"পূর্ববাংলা স্বাধীন কর, পৃথক রাষ্ট্র গঠন কর" এই শ্লোগানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ছাত্র ইউনিয়ন জনতার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ করণীয় নির্ধারণ করে–



www.pathagar.com

- রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন। গ্রাম বাংলার কৃষকদের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিন।
- সর্বত্র সংগ্রাম কমিটি ও 'গণবাহিনী' গড়িয়া তুলুন।
- শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।
- যে কোন রূপ বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করুন।
- শান্তি -শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন।
- এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সফল গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির একতা গঠনের জোর আওয়াজ তুলুন।

*গোটা ছাত্রসমাজের প্রাণের দাবী ১১-দফাসহ স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের রাজপথে মিছিল।*



www.pathagar.com

# ১২ মার্চ ঃ সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় ফুল শাপলা- পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাতিল

"আজকের কর্মসূচী (সংবাদ) :

**ন্যাপ**

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে বিকেল ৫টায় সদরঘাট টার্মিনাল হইতে পথসভা।

**ছাত্র ইউনিয়ন**

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে খন্ড মিছিল ও পথসভা।

**কোকাপেপ**

"কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব এসোসিয়েশন/ইউনিয়ন অব দি রিপাবলিক এমপ্লইজ অব পাকিস্তান" (কোকাপেপ)-এর উদ্যোগে বিকেল ৩টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে গণসমাবেশ।

**ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক**

ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় মগবাজার মোড়ে গণজমায়েত।

**উদীচী**

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান উদীচী আয়োজিত বিকেল ৫টায় জিন্না এভিনিউ হইতে গণসঙ্গীতের স্কোয়াড।"

১২ মার্চ, একাত্তর। শুক্রবার। অসহযোগ আন্দোলন আরো বেশী তীব্র হয়ে উঠেছে। স্কুল কলেজ সব বন্ধ। সারা বাংলার রাজপথে, হাটে ঘাটে ধ্বনিত - প্রতিধ্বনিত গগণ বিদারী উত্তাল শ্লোগান। বাঁধভাঙা জলের মতো মিছিল আর মিছিল। বীর বাঙালির আক্রোশে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার সিংহাসন কেঁপে উঠে। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার শুধু বাকী। বাকী নেই স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের পালা।



www.pathagar.com

একাত্তরের এ দিনে জাতীয় ফুল নির্ধারণ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে পটুয়া কামরুল হাসান এক সভা আহবান করেন। অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে যায় পল্লী বাংলার আদরের ফুল শাপলাই হবে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। শিল্পীদের পাশাপাশি সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিকসহ সর্ব স্তরের জনতা আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনের নেতৃত্বে শিল্পীরা সিদ্ধান্ত নেন- মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে স্কেচ, পোস্টার ও ফেস্টুন বিতরণ করে অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার। শিল্পী মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয় চারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ। এদিন পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। সিএসপি ও ইপিসিএস প্রথম শ্রেণীর অফিসাররা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলার শপথ নেন। তারা তাদের একদিনের বেতন আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগের সাহায্য তহবিলে জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাগণও এদিন আন্দোলনে সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং রাজপথে মিছিল করেন। পাকিস্তানের এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান ইয়াহিয়াকে ঢাকায় গিয়ে জনগণের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানান। এদিন ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অবিলম্বে প্রতিটি ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে সভায় স্বাধীকার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। ময়মনসিংহে এক কৃষক সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী খোলাখুলি বলেন যে, মুক্তি সংগ্রাম ব্যতীত শোষণের অবসান সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন- "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে লাথি মেরে শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন তাহলে ইতিহাসে তিনি কালজয়ী রীররূপে নেতারূপে অমর হয়ে থাকবেন।"[২২] ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমদ এক ভাষণে নির্বিচার গণহত্যার বিচার দাবী করেন।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন এক যুগান্তকারী ঘোষণা দেয়। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত- 'পাকসার জমিন....' বাতিল করা হয়। ঘোষণা হয়-

---

** -"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে লাথি মেরে শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন তাহলে ইতিহাসে তিনি কালজয়ী রীররূপে নেতারূপে অমর হয়ে থাকবেন।" মাওলানা ভাসানী*



www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। শিল্পী আপেল মাহমুদসহ অনেক শিল্পীর এক স্কোয়াড ঘুরে ঘুরে ঢাকার রাজপথে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' পরিবেশন করে। সেই স্কোয়াডে শিল্পীদের সাথে কবি ও গীতিকার ফজল খোদাও ছিলেন। এদিনও অনেক প্রধান নেতাই পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য শাসক গোষ্ঠীর প্রতি আহবান জানান। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করার মাধ্যমে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করেন মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, খান এ সবুর, অধ্যাপক গোলাম আজম, নূরুল আমিন প্রমুখ। পরে খান এ সবুর, অধ্যাপক গোলাম আজম, নূরুল আমিন প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ-রাজনীতি করে। গোলাম আজম মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী হয়ে উঠে। নূরুল আমিন বলেন "আমি কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে জড়িত রয়েছি। পাকিস্তানের বিগত ২৩ বছরের ইতিহাসে এত বড় সংকট দেখা যায় নি। এটা কেবল সাংবিধানিক সংকটই নয়, পাকিস্তানের অস্তিত্বের সংকটও। একমাত্র শেখ মুজিবই পারেন এই সংকটের নিরসন করতে। জনাব ভুট্টোর বালখিল্য আচরণের ফাঁদে পা দিয়ে সামরিক সরকার দেশকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকার আহবান জানাই" [২৩]। এদিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাক সেনাদেরকে জ্বালানী ও তেল সরবরাহ না করার জন্য বিভিন্ন তেল কোম্পানীকে নির্দেশ দেয়। বগুড়ায় কারাগারের দেয়াল ভেঙে ২৭ জন বন্দী পালিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে ১ জন শহীদ ও ১৬ জন আহত হয়। বেশ কিছু জার্মান ও বৃটিশ নাগরিক ঢাকা ত্যাগ করে। একাত্তরে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীগণ বসে থাকেন নি। ১২ মার্চ তারা এক জঙ্গী মিছিল বের করেন। মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে তোপখানা রোড হয়ে টেলিভিশন অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রর্দশন করে। মিছিল শুরুর আগে সমবেত শিল্পী জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব চিত্রনায়ক রাজ্জাক, গোলাম মোস্তফা, চিত্র নায়িকা কবরী প্রমুখ।



www.pathagar.com

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন পোস্টার

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত



www.pathagar.com

তারা বলেন -"চলচ্চিত্র শিল্পীরা এদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের একটি সচেতন অংশ। স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের আপামর জনগণ যখন যোগদান করেছেন তখন চলচ্চিত্র শিল্পীরা নীরব দর্শক হয়ে থাকেতে পারে না। আমরাও এই সংগ্রামে যোগদান করলাম"। [২৪] এ দিন ছোট বড় মিলে ১২৭টি মিছিল বাঙালির তীর্থ বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে গিয়ে থামে। সরকারী ও আধাসরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীরা স্বতন্ত্র ব্যানারসহ মিছিল করে। মিছিলে মিছিলে শ্লোগান- "পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ- মানি না মানবো না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ - আমরা মানি, আমরা মানি। বাংলাদেশ বাঙালির-পাকিস্তানীরা চলে যাও।"[২৫]

---

* *'তোমরা চাও বা না চাও, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এখানে মুজিবের কোন হঠকারিতা নেই। হঠকারিতা থাকলে সে এ্যারেস্ট হতো না, জীবনকে বাজি রাখতো না। আমি মুজিবকে চিনি। জীবনের এই শেষ দিনে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতার দাবীর সাথে আমি বেঈমানী করতে পারবো না।' মাওলানা ভসানী*



www.pathagar.com

# ১৩ মার্চ ঃ পাকিস্তানের বিরোধী নেতা ও আলেমগণের একাত্মতা; মুজিব হঠকারী নয়

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে মশাল মিছিল। সন্ধ্যা ৬টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হবে।
- বেলা ১২টায় নারায়ণগঞ্জ মাতলা ষ্টিমারঘাট থেকে বিভিন্ন নৌ-পরিবহন শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে এক নৌমিছিল। মিছিলটি নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ হয়ে আদমজী ডেমরা পর্যন্ত যাবে।
- সন্ধ্যে ৭টায় কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ অফিসে কমলাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের জরুরী সভা।"

১৩ মার্চ একাত্তর। শনিবার। সরকার এক আদেশ জারি করে। এ আদেশে ১৫ মার্চ, সকাল ১০টার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিভাগের বে-সামরিক কর্মচারীদের কর্মস্থলে যোগদানের জন্য বলা হয়। অন্যথায় চাকুরীচ্যুত ও পলাতক ঘোষণা করে সামরিক আদালতে বিচার করা হবে মর্মে জানানো হয়। বিচারে চাকরিতো হারাবেই, ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। এতে সরকার বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আরো তীব্রতর হয়। প্রত্যেক গ্রামে, হাটে, গঞ্জে শহরে বন্দরে চলে সংগঠিত প্রতিবাদ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় জনতা ভেতরে ভেতরে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। চলমান অসহযোগ আন্দোলন। অন্যান্য রাজনৈতিক পাকিস্তানী নেতারাও বাঙালিদের আন্দোলনের উত্তাপ আঁচ করতে থাকে। এদিনে বিরোধী নেতারাও শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। তৎকালীন অন্যতম রাজনৈতিক দল জমিয়াতুল উলুম-ই-ইসলামীর সংসদীয় দলের একসভা এদিনে অনুষ্ঠিত হয়। দলের নেতা মাওলানা মুফতি মাহমুদ সভায় সামরিক আইন প্রত্যাহার, ২৫ মার্চের পূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার আহবান জানান। পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে শীতলক্ষ্যায় একটি দীর্ঘ নৌমিছিল বের করা হয়।

ন্যাপ প্রধান খান আব্দুল ওয়ালীখান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের



www.pathagar.com

আহবান জানান। তিনি জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এক বিবৃতিতে মুজিব বলেন যে, যেখানে সামরিক আইন প্রত্যাহরের দাবী জানানো হচ্ছে সে ক্ষেত্রে সরকারের সামরিক আইনের আদেশ উস্কানিমূলক। তবু বাস্তব অবস্থা এমন হলো যে, পাকিস্তানী সেনাদের নিকটই পাকিস্তান কেবল সক্রিয় রইল গুটিকয়েক ক্যান্টনমেন্টে। বাইরে অগ্নিঝরা মার্চ। উত্তাল জনসমুদ্র। সভা, মিছিল ও সমাবেশে রাজধানী ক্রমশ: উত্তপ্ত হয়ে উঠে। গ্রামে মফস্বলে পাড়া মহল্লায় সর্বত্রই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে উঠে। টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে মাওলানা ভাসানী ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান মুজিবের চার দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য। পরিস্থিতি ভাল নয়-বুঝতে পেরে মাওলানা ভাসানী নৌকা যোগে পালিয়ে যান। সন্তোষ থেকে পালিয়ে তিনি পদ্মা নদীর বুকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করেন। টিক্কা খানের প্ররোচনায় চীনা কন্সাল জেনারেল ও ভাসানী ন্যাপের প্রাক্তন সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা পাকিস্তানের পক্ষে মাওলানা ভাসানীকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তোয়াহা সাহেব মুজিবের হঠকারী তৎপরতার সাথে নিজেকে জড়িত না করার জন্য ভাসানীকে অনুরোধ করেন। চীনা কন্সাল জেনারেল ও তোয়াহা সাহেবের প্রতি মাওলানা ক্ষেপে উঠেন। তোয়াহা সাহেবকে তিনি রাগান্বিত ভাবে বলেনঃ "পাকিস্তানী সৈন্যরা নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করছে। বস্তির কুলি-কামিন, ছোট ছোট শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে, তাদের হত্যা করতে হবে। আর তুমি তোয়াহা এসেছো সেই পাকিস্তানীদের পক্ষে ওকালতি করতে? লজ্জা হয় না তোমার?

এতদিন রাজনীতি করে জনগণের সর্বগ্রাসী বিপদে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে জল্লাদদের পক্ষে আমার কাছে ওকালতি করতে আস। তোমরা যাও, এই পাকিস্তান আর নেই, ভেঙ্গে গেছে। তোমরা চাও বা না চাও, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। এখানে মুজিবের কোন হঠকারিতা নেই। হঠকারিতা থাকলে সে এ্যারেস্ট হতো না, জীবনকে বাজি রাখতো না। আমি মুজিবকে চিনি। জীবনের এই শেষ দিনে এ দেশের মানুষের স্বাধীনতার দাবীর সাথে আমি বেঈমানী করতে পারবো না। তুমি ভুল করছো। সংশোধন কর, আমার সাথে আইস।"[২৬] ওদিকে জাতীয় পরিষদের সংখ্যা লঘিষ্ঠ পাঁচটি দলের পার্লমেন্টারি পার্টির নেতারা এক সভায় মিলিত হয়। দলগুলো হলো কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, তমিয়তে ইসলাম, কনভেনশন লীগ এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। সভায় তাদের সাথে কয়েকজন স্বতন্ত্র সাংসদও উপস্থিত


www.pathagar.com

ছিলেন। সভায় অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানানো হয়। ঢাকাস্থ জাতিসংঘের অফিস, পশ্চিম জার্মানী দূতাবাসের কর্মচারী ও পরিবারবর্গ, ইটালি, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও কানাডার ২৬৫জন নাগরিক বিশেষ বিমানে ঢাকা ত্যাগ করে। এদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে–যা সুধী মহলে বিপুল প্রসংশিত হয়। তা হলো– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম এন এ) জনাব আব্দুল হাকিম পাকিস্তান সরকারের দেয়া খেতাব ও পদক বর্জন করেন। শিল্পী জয়নুল আবেদীনের পাকিস্তানী 'ইমতিয়াজ-ই-হেলাল' খেতাব বর্জন ছিল দেশের মানুষকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদ। এদিন চট্টগ্রামে এক বিশাল মহিলা সমাবেশ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম উমরাতুল ফজল। বাংলার জনগনের পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য বর্জন এবং কালো ব্যাজ ধারণের জন্য সমবেশ থেকে সকল নারী পুরুষের প্রতি আহবান জানানো হয়।



www.pathagar.com

# ১৪ মার্চঃ সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- ইষ্ট পাকিস্তান নিউজ পেপার প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে মিছিল সকাল ১০টায়। বায়তুল মোকাররম থেকে মিছিল শুরু।
- বিকেল ৪টায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভা।
- বিকেল ৫টায় সদরঘাট টারমিনালে ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে ছাত্র গণজামায়েত।
- বিকেল ৫টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে লেখক শিবিরের সভা।
- শুকতারা শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে ট্রাকে করে পথসভা ও গণসঙ্গীত পরিবেশন। বিকেল ৩টায় কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরের কাছ থেকে যাত্রা শুরু।
- বিকেল ৩-৩০ মিনিটে ৩২৩, এলিফ্যান্ট রোড কে, এম, জি, স্কুলে হাইকোর্ট আইনজীবীদের সভা।
- লেখক শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে 'কথা শিল্পী সম্প্রদায় '-এর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- সকাল ১০টায় ডি, আই, টি প্রাঙ্গণে টেলিভিশন নাট্যশিল্পীদের সভা।
- বিকেল ৪টায় জহুরুল হক হল/ (ইকবাল হল) প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকা শহর আঞ্চলিক শাখাসমূহের সভা।"

১৪ মার্চ, একাত্তর। রবিবার। বঙ্গবন্ধুর এক বিবৃতি প্রকাশ। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি তিনি নির্দেশ প্রদান করেন। জনগণের সার্বিক স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে বলেও তিনি জানান। ৭ কোটি মানুষের প্রতি মুক্তির সংগ্রামে চরম আত্মত্যাগের আহবান জানান তিনি। এদিন শিল্পীরাও আন্দোলনে একান্ত হয়ে রাজপথে নেমে আসেন। এদিন নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বঙ্গবন্ধু জানান-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনায় বসতে চাইলে তার কোন আপত্তি নেই। তবে এ জন্যে প্রেসিডেন্টকে আন্দোলনের দাবী পূরণের সদিচ্ছা দেখাতে হবে। বঙ্গবন্ধু আরো জানান যে, আলোচনা দ্বিপাক্ষিক হতে হবে। এতে কোন তৃতীয় পক্ষ থাকতে পারবে না।



www.pathagar.com

অন্যদিকে করাচীতে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা প্রত্যাখান করেন। তবে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসারও আগ্রহ দেখান। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এদিনে অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৪ মার্চ ৩৫ টি নতুন নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশ নামায় সরকারী সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন শৃঙখলা, বন্দর, রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সরাক্ষণ, উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, বেতনদান, পেনসন এজি ও ট্রেজারী, ব্যাংক- বীমা ও ডাক ব্যবস্থাসহ দেশের সার্বিক বিষয়ে জনগণের প্রতি নির্দেশনা ছিল। বাংলার জনগণ মুজিব তাজউদ্দীনের নির্দেশই অনুসরণ করে। পাক সরকারের আদেশ মান্য করে না। এ পরিস্থিতি তুলে ধরে ১৪ মার্চ, ১৯৭১ সংখ্যার "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় বলা হয়- "ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর না করিলেও বিশ্ববাসীর কাছে আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বাংলার শাসন ক্ষমতা এখন আর সামরিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে নেই বরং ৭ কোটি মানুষের ভালবাসার শক্তিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক এখন বাংলার শাসন ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইয়া পড়িয়াছে।"

এদিন সকালে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)-এর সভাপতি মস্কোপন্থী রাজনীতিক খান আব্দুল ওয়ালী খান বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন। তিনি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। ওয়ালী খান বলেন-"শেখ সাহেব ৭ই মার্চ যে ৪ দফা দাবী দিয়েছেন, এগুলো আমাদেরও দাবী এবং আমরা সর্বোতোভাবে এগুলোকে সমর্থন করি।

.... বর্তমানে পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচাইতে জটিল রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘু দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টায় আছেন। পাকিস্তানের অপর ৬৭ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল ভুট্টোর এহেন অবাস্তব দাবীকে সমর্থন করে না। আমারা চাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।"[২৭] বঙ্গবন্ধু এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন যে, ইয়া খান ঢাকায় এসে তাঁর সাথে

---

** "ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর না করিলেও বিশ্ববাসীর কাছে আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বাংলার শাসন ক্ষমতা এখন আর সামরিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে নেই বরং ৭ কোটি মানুষের ভালবাসার শক্তিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়ক এখন বাংলার শাসন ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইয়া পড়িয়াছে।" দৈনিক আজাদ*



www.pathagar.com

আলোচনা করতে চাইলে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি আরো বলেন-"আমি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমার কথা আমি বলে দিয়েছি। এখন সেটাকে বাস্তবে রূপদানের সদিচ্ছা নিয়ে যদি প্রেসিডেন্ট আলোচনা করতে চান আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না। তবে এই আলোচনা তাঁর এবং আমার মধ্যেই হবে, তৃতীয় কোন পক্ষ এতে অংশ নিতে পারবে না।" [২৮] ।

শেখ মুজিবের প্রেস ব্রিফিংয়ের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে অনির্ধারিত আলোচনা করেন। সে আলোচনা বা আলোচনার কথাবার্তা সবই অনির্ধারিত ও অনানুষ্ঠানিক। তিনি এক সাংবাদিককে বলেন- "দেখুন আজকের জন্য যা কিছু বলার বঙ্গবন্ধুই বলে দিয়েছেন। আমি এমনিতেই গল্প-সল্প করার জন্য আপনাদের সাথে বসেছি।" এক সাংবাদিক আন্দোলনের অবস্থা তার কাছে জানতে চান। তিনি বলেন-"অবস্থা আর কি স্বাধীনতা.... জনগণ এখন স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চায় না। ... আসলে জানেন কি, ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করতে কাল ঢাকা আসছেন বটে, তবে এ আলোচনা খুব একটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। ওরা আমাদের কথা মেনে নেবে না। অথচ আমাদের এর বাইরে যাবার কোন পথ নেই। স্বাধীনতাই একমাত্র পথ। তবে কত রক্ত দিতে হয় কে জানে। আমরা কম রক্তপাতের কথাই বলি।"[২৯] বঙ্গবন্ধুর বাড়ী বাঙালির তীর্থ। আজো বেশ কটি মিছিল এলো ৩২ নম্বরের সেই বঙ্গতীর্থে। একটি মিছিল শুধু নৌকার। শুধু মাঝিদের। মাঝিদের হাতে দাঁড়-বৈঠা। মিছিলের নৌকা আর দাঁড়-বৈঠা সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকার ঐতিহ্য ও তাৎপর্যই তুলে ধরে। প্রেস শ্রমিক ফেডারেশের এক মিছিল এসে পৌঁছায় বঙ্গতীর্থে। সেই মিছিলে আগত জনতার সামনে মুজিব তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন-" ঘরে ঘরে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকুন। বাংলার মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আর শৃঙ্খলা ছাড়া সংগ্রামের সাফল্য সম্ভব নয়। .... এ সংগ্রাম চরম আত্মত্যাগের সংগ্রাম। কোন শক্তিই এ সংগ্রাম নস্যাৎ করতে পারবে না।"[৩০] ।

এদিন বাংলাদেশের বাইরে রসদ পাচার বন্ধের লক্ষ্যে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে চেক পোষ্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে খুলনা শহরে মহিলারা ব্যাপক



www.pathagar.com

বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। খুলনার মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক মহিলা মিছিলে খালিশপুর ও দৌলতপুর শিল্প এলাকার মহিলারা ব্যাপক অংশগ্রহণ করে। তাদের হাতে থাকে কাল পতাকা ও প্লাকার্ড। তাদের মুখে মুখে স্বাধীনতার শ্লোগান। একাত্তরের এদিনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কিছু নির্দেশনা প্রচার করে। ছুটিতে থাকা বাঙালি সৈন্যদের প্রতি আহবান জানানো হয় যে, স্বাধীন বাংলার সরকার গঠনের পর তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে নেয়া হবে। এলাকার সেনাবাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া শুরু করার জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ের সংগ্রাম কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়। খেতাব বর্জনের পালায় নাটোর হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ডাঃ শেখ মোবারক হোসেন 'তমঘা-এ-পাকিস্তান' খেতাব বর্জন করেন। ফরিদপুরের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শেখ মোশারফ হোসেন 'তমঘা-এ-কায়েদেআজম' খেতাব বর্জন করেন। দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন বর্জন করেন তার দুই খেতাব- 'সিতারা-ই-খিদমত' ও 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ'।

এদিন ঢাকার 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও পাকিস্তান ওবজারভারসহ' বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের ঐক্যের অবিনাশী শক্তির সৌন্দর্যের সাক্ষী হয়ে আছে সেই ঘটনা। তা হলো -'আর সময় নাই' শিরোনামের যৌথ সম্পাদকীয়। তেইশ বছরের শোষণ বঞ্চনার ইঙ্গিত, গণতন্ত্রের সংকট, মুজিবের নেতৃত্বে জনগণের অহিংস আন্দোলন এবং পাক শাসকের অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবানসহ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় উঠে আসে অভূতপূর্ব এই যৌথ সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টি নিম্নরূপ ঃ

**"আর সময় নাই"**

**ইত্তেফাক,**
**১৪ মার্চ ১৯৭১**

আমরা ঢাকার সংবাদপত্রসমূহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে , আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন আসিয়াছে এবং এই মুর্হুতে একবাক্যে একসুরে কয়েকটি কথা বলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তেইশ বছরের ইতিহাসে জাতি আজ চরমতম সংকটে নিপতিত। দেশবাসির আশা আকাক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক


www.pathagar.com

জীবনপদ্ধতি কায়েমের আশায় সমগ্র দেশ জীবনের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে শরিক হওয়ার পর দেশের আজ এই অবস্থা জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কি হইবে, কি ধরনের সরকারই বা থাকবে, তাহা হইলে দেশের আইন কানুন প্রনয়ণ বা রাষ্ট পরিচালনার ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিদের এই অধিকার কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এটি একটি মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিপাদ্যও বটে। ক্ষমতায় যারা আজ সমাসীন আর ক্ষমতাসীনদের সহিত কানাকানি করার সুযোগ যাহাদের আছে তাঁহাদেরই ব্যর্থতাই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ। বহিরাক্রমন হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হলো সামরিক বাহিনীর কাজ। রাজনৈতিক বির্তকে হস্তক্ষেপ বা পক্ষ গ্রহণ করা তাহাদের কোন দায়িত্বের আওতায় আসে না।

জনগনের সংগ্রাম যাতে অহিংস পথেই পরিচালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁহাদের হস্ত শক্তিশালী করাই আজ প্রয়োজন।

দেশের দুই অংশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি হইবে, তা নির্ধারনের দায়িত্ব দেশবাসী জনসাধারণ ও তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

আমরা মনে করি আজ সময় আসিয়াছে যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক জীবনের এই বাস্তব সত্যগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের বিচারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উচিত দেশের বুক হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লইয়া অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাহার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। ৩১ ।

১৪ মার্চ একাত্তরে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। মন্টেসেলি ভিক্টরী - একটি খাদ্যবাহী জাহাজের নাম। জাহজটি খাদ্যশস্য বহন করে চট্রগ্রাম বন্দরে আসে। কিন্তু এর গতিপথ পরিবর্তন করে চট্রগ্রাম থেকে করাচী বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে খাদ্যসংকট তৈরী করা। ওসান এন্ড্রুরাস- একটি অস্ত্রবাহী জাহাজ। সমরাস্ত্র বোঝাই এ জাহাজটি চট্রগ্রাম বন্দরের ১০ নম্বর জেটিতে নোঙর করে। আর সোয়াত নামের আরেকটি জাহাজ ১৬ নম্বর জেটিতে আগে থেকে নোঙর করা ছিল। ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে পাকশাসকচক্র সমরাস্ত্র আমদানী করে। বাঙালি বন্দরকর্মী ও শ্রমিকদের অসহযোগিতার কারণে সোয়াত থেকে কর্তৃপক্ষ সমরাস্ত্র খালাস করাতে ব্যর্থ হয়।



www.pathagar.com

*মার্চ ১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত প্রাক্তন সৈনিকগণ*



www.pathagar.com

# ১৫ মার্চ ঃ পাকিস্তানী খেতাব বর্জন ও ভুট্টোর নিন্দা

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে শহরের পাঁচটি এলাকায় পথিপার্শ্বে গণসঙ্গীতের আসর, সভা ও নাট্যানুষ্ঠান। নাটক মঞ্চস্থ হবে খোলা ট্রাকের উপর। ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বেলা ৪টায় অনুষ্ঠান শুরু। এরপর বেচারাম দেউড়ী, হাজারীবাগ, মগবাজার ও মালীবাগে অনুষ্ঠান। নাটকের নাম-শপথ নিলাম।
- সন্ধ্যা ৭ টায় বিক্ষুব্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ-এর উদ্যোগে শহীদ মিনারে গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান।
- পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিকেল ৪টায় ১২ নম্বর তোপখানা রোডে মহিলাদের সাধারণ সভা।
- বিকেল ৫টায় ঢাকা জেলার বিভিন্ন মহকুমার আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ও সহকারী প্রধানদের জরুরী সভা। স্থান-ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়।
- বিকেল ৫টায় ৪১২ নম্বর নাখাল পাড়ায় জাতীয় শ্রমিক লীগ তেজগাঁও আঞ্চলিক শাখার অন্তর্ভুক্ত ৮৬টি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকদের জরুরী সভা।
- ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশের বিরুদ্ধে বিকেল ৪টায় স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল। সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক জনতাকে উক্ত সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের আহবান জানানো হয়েছে।"

১৫ মার্চ, একাত্তর। সোমবার। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত। পাক শাসক বিরোধী গণআন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। শিল্পাচার্যের রাষ্ট্রীয় খেতাব বর্জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনেক শিল্পী, বুদ্ধিজীবী তাদের খেতাব বর্জন করেন। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী একাত্তরের এ দিনে তাঁর খেতাব বর্জন করেন। চট্টগ্রামেও এদিন অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের এক বিশেষ সভা। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক আবুল ফজল। বিখ্যাত নাট্যকার মমততাজ উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, কবি সৈয়দ আলী আহসান, সাংবাদিক নূর ইসলাম প্রমুখ সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো আওয়ামী লীগ পিপিপি কোয়ালিশান সরকার



www.pathagar.com

গঠনের প্রস্তাব দেয়। ভুট্টো তার বিগত দিনের সুর পাল্টিয়ে আরো বলেন যে, কেবলমাত্র এই ধরণের (কোয়ালিশান) একটি ব্যবস্থাই পাকিস্তানের ঐক্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য দুপুরে ঢাকা এসে পৌঁছেন। টিক্কা খান তাকে অভ্যর্থনা জানান। সকালে বেসামরিক কর্মচারীগণ নাখাল পাড়ায় সভা করে। সভা শেষে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

এই ভুট্টোই আবার কেন্দ্রের ক্ষমতা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ভাগাভাগির প্রস্তাব দেয়। আর প্রদেশের ক্ষমতা প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট হস্তান্তরের দাবী করে ভুট্টো। পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি) নেতা নুরুল আমিন ভুট্টোর দাবীকে অভিনব, অবাস্তব ও নৈরাশ্যজনক বলে আখ্যায়িত করে। তার মতে পার্লামেন্টে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে না। তার দাবী আওয়ামী লীগের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান ভুট্টোর দাবীকে পাগলের প্রলাপ বলে অভিহিত করেন। জাতীয় শ্রমিক লীগের উদ্যোগে গড়ে উঠে সংগ্রাম পরিষদ। হাজারীবাগ থেকে প্রায় ১০ হাজার টেনারী শ্রমিক সশস্ত্র মিছিল বের করে। রাইফেল বন্দুকসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সাগরগামী নদীর মতো মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে গিয়ে থামে। বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বায়তুল মোকাররমে বিশাল এক জনসভার আয়োজন করে। সভায় ছাত্র নেতারা সামরিক আইনের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন যে, বঙ্গবন্ধু ব্যতীত অন্য কারো নির্দেশ বাংলার মানুষ মানবে না। সভায় সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী। পূর্ব বাংলা থেকে পাক সেনা প্রত্যাহার করার জন্য সভার বক্তাগন আহবান জানান। ছাত্র নেতা শাজাহান সিরাজ অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আবেদন জানান। সভাশেষে জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেশের চিকিৎসকবৃন্দ সমাবেশ করেন। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। সভা শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি মেডিকেল কলেজ, টিবি হাসপাতাল, গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম, প্রেসক্লাব ও হাইকোর্ট হয়ে আবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের এক যৌথসভা হয়। সভায় ভুট্টোর ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাবকে কুমতলব ও ক্ষতিকর বলে অভিহিত করে সব বক্তা। সৃষ্ট রাজনৈতিক


www.pathagar.com

সংকটের জন্য তারা ভুট্টোকেই দোষারোপ করেন। কেননা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার যে হুমকি ভুট্টো দিয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী হয়েছে। সভায় নেতারা আরো বলেন যে, ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল নয়। কেবলমাত্র পাঞ্জাব প্রদেশে পিপিপির সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিদ্যমান। ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী খান ভুট্টোর কঠোর সমালোচনা করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা পীর সাইফুদ্দিন এদিন ঢাকায় বলেন যে, ভুট্টোর প্রাদেশিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ভাল নয়। ষড়যন্ত্রমূলক। করাচির ঐ সভার শেষে এক বিবৃতির মাধ্যমে সকল নেতাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। ভুট্টোর ক্ষমতা ভাগাভাগি এবং প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের প্রস্তাবকে তারা মেকিয়াভেলির কুট রাজনীতির সাথে তুলনা করেন।

এদিন রাজধানী ঢাকার অনেক ভবনেই কাল পতাকা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। বিকেলে তোপখানা রোডে মহিলাদের এক সমাবেশ হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কবি সুফিয়া কামাল। বেতার ও টিভি শিল্পীবৃন্দ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেশের গান গেয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করে। উদীচীর শিল্পীরা ভ্রাম্যমান ট্রাকে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় গণসঙ্গীত ও পথ নাটক পরিবেশন করে। খুলনার হাদীস পার্কে বিরাট জনসভা হয়। এতে বক্তব্য দেন জাতীয় লীগের প্রধান আতাউর রহমান খান। তিনি অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্য মুজিবের প্রতি আহবান জানান। ওদিকে করাচিতে জামিয়তে ওলামা এর মহাসচিব মাওলানা মুফতি মাহমুদ ভুট্টোর তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, দেশ দুটো নয়। একটি মাত্র মেজরিটি পার্টি আছে। আর সেটি আওয়ামী লীগ। তিনি শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। ভুট্টোর প্রস্তাবকে অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেন। এদিকে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক বাংলার স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াইকে পরিপূর্ণ সফল করার জন্য জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের কাজকে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান। মোহম্মদ শাহজাহান, আবদুর রহমান ও আবদুল মান্নান প্রমূখ শ্রমিক সংগঠকের নেতৃত্বে শ্রমিক সমাজের এক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। হাজারিবাগের টেনারি এলাকায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিকের এক জঙ্গি মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি সৈয়দ নাজিমুদ্দীন মানিক, সহ সভাপতি রোস্তম আলী এবং টেনারি এলাকার আওয়ামী লীগ সভাপতি মনসুর আহমেদ।



www.pathagar.com

মিছিলকারীরা সর্বপ্রথম রাইফেল ও বন্দুকসহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনের সামনে গিয়ে থামে। বঙ্গবন্ধু মিছিলের সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সবাইকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। রাতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন পাওয়া গেছে।

*শেখ মুজিবের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করার হীন উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমনঃ ১৫ মার্চ ১৯৭১।*



www.pathagar.com

# ১৬ মার্চ ঃ সারাদেশে উড়ে কালো পতাকা

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ৯টায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ব্রতচারী কর্মসূচী প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা সভা।
- বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে চারু ও কারু শিল্পীদের শোভাযাত্রা।
- বিকেল ৪টায় ১০/সি, সেগুনবাগানে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীতে ভর্তি, শরীর চর্চা এবং কুচকাওয়াজ- পরে গুলিস্তানে পথসভা।
- বিকেল সাড়ে ৪টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের কবিতা পাঠের আসর ও নাটক পরিবেশন।
- বিকেল ৫টায় বাফার ধানমন্ডি শাখায় গণসঙ্গীতের মহড়া।
- বিকেল ৬টায় ৮০ নং নয়াপল্টনে ভাসানী ন্যাপের ঢাকা শহর শাখার কর্মী সভা।
- সন্ধ্যায় নজরুল একাডেমীর গণসঙ্গীতের আসর। শহীদ ফারুক ইকবালের মাজারের নিকট।
- ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে বিকেল ৫টায় মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় ছাত্রসভা।"

১৬ মার্চ, একাত্তর। মঙ্গলবার। জাতীয় পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ভবনে যান ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়ীতে কালো পতাকা উড়ান। বঙ্গবন্ধুর সাদা ধবধবে মাজদা গাড়ীতে উড়ে কালো পতাকা। পাক সেনাদের নির্বিচার গুলিতে শহীদ সাধারণ বাঙালির শোকের স্মৃতিচিহ্ন এ কালো পতাকা। প্রেসিডেন্ট হাউসের অদূরে অপেক্ষমান হাজার হাজার ছাত্র জনতা "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু"- বলে মুজিবকে অভিবাদন জানায়। প্রায় আড়াই ঘন্টা ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধু বৈঠক করেন। রুদ্ধদ্বার বৈঠক। এ দৃশ্য সরকারী টেলিভিশনে দেখানো হয়। বঙ্গবন্ধুর সাথে পরামর্শ পরিষদের যারা ছিলেন, তারা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন।



www.pathagar.com

ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন- পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের আরেক প্রধান বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, লেঃ জেঃ টিক্কা খান, রাষ্ট্রপতির পিএসও লেঃ জেঃ পীরজাদা, মেঃ জেঃ ওমর, মেঃ জেঃ খাদিম হোসেন রাজা ও মেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী। বৈঠকশেষে সাংবাদিকদেরকে বঙ্গবন্ধু জানান যে, পরদিন সকাল ১০.০০ টায় আবার বৈঠক। প্রেসিডেন্টের সাথে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। শীর্ষ নেতাদের এ বৈঠকের শেষে সারা দেশে আন্দোলন বাঁধভাঙা জোয়ারের রূপ নেয়। হাট বাজার, পাড়া মহল্লা ও সরকারী ভবনেও পতপত করে উড়ে কালো পতাকা। বাংলাদেশের পতাকাও দেখা যায় কোথাও কোথাও। রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঢাকার চারুকলার শিল্পীবৃন্দ। বেতার টেলিভিশন শিল্পী সংসদ, মহিলা পরিষদ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সংগঠন সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে পথনাটক, গণসঙ্গীত, নাটক ও পথসভার আয়োজন শুরু করে পথেঘাটে, রাজপথে, মাঠে ময়দানে। হাইকোর্টের আইজীবীগণসহ বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠে যে, বাংলার মানুষ শুধু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ গ্রহণ করার অপেক্ষায় থাকে। হাইকোর্ট বার সমিতিও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করবে বলে জানায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের দুই অংশের দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ফর্মুলা ভুট্টো দিয়েছিল সর্বমহল থেকে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। ও দিকে লাহোরে পিপিপির তথ্য সচিব ও নবনির্বাচিত এমএনএ মাওলানা কাওছার নিয়াজী পরাজিত দলের অনুচরদের কথা না শুনে তার দলের সাথে সমঝোতায় পৌঁছে একটি স্থায়ী এবং কার্যকর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু তার ঘনিষ্ট ও শীর্ষ স্থানীয় সহকর্মীদেরকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে বৈঠক। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মাওলানা ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করার জন্য মুজিবের প্রতি আহবান জানান। বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চারু কলা কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ এক সভা করেন। বাংলার স্বাধীনতার প্রতি সবাই অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। সভা শেষে মিছিল হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী মুর্তজা বশীর। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর ক্ষমতা ভাগাভাগি প্রস্তাবের সমালোচনায় তুমুল ঝড় উঠে। করাচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ভুট্টোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ


www.pathagar.com

দল একটি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অন্যের কাছে নয়। এদিন বিকেলে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে বঙ্গবন্ধুর নিকট ফোন আসে। পরদিন সকাল ১০ টায় আবার আলোচনা। বিকেলেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে এক বিরাট মিছিল প্রেসিডেন্ট হাউসের পাশ দিয়ে চলে যায়। মিছিলে শ্লোগান উঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। প্রেসিডেন্টের পিএসও লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসারদের সাথে রাতে এক নৈশভোজে মিলিত হন। অনেকটা গোপন ও ঘরোয়া সেই নৈশভোজে পীরজাদা বলেন- "ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই বাদামী জারজদের আমরা কখনোই আমাদের শাসন করার সুযোগ দেবো না। আমরা দেখতে চাই ওরা কদ্দুর যায়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর। তোমরা সব প্রস্তুত থাকো। তোমাদের হয়ত অচিরেই সেই দায়িত্ব পালনে নামতে হতে পারে।" [৩২]

এদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারি, শুল্ক ও বিক্রয় কর প্রভৃতি গ্রহণের জন্য ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক বিশেষ হিসাব খোলে। সর্বস্তরের জনতার সংগ্রামী উদ্দীপনার দোলা লাগে পুলিশ বাহিনীতে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ডিউটিতে রত পুলিশের ট্রাক ও জিপেও এদিন কালো পতাকা উড়ানো হয়। ছাত্র লীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্যতম কর্মী মোয়াজ্জেম হোসেন খানকে সম্পাদক করে গঠিত হয় ১১ সদস্যের সংগ্রাম পরিষদ। বাংলাদেশ ত্যাগী বিদেশীদের নিয়ে প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বন্দর ত্যাগ করে।

খুলনায় এক জনসভায় শাহ আজিজুর রহমান (পরবর্তীতে পাকিস্তানের সমর্থক ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী) ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহবান জানান। ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সভায় বঙ্গবন্ধুর যে কোন নির্দেশ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গনে ব্রতচারী আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়। শহীদ মিনারে শিল্পী সাহিত্যিকগণ কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর শিল্পীরা ধানমন্ডিতে দেশের গানের অনুষ্ঠান করে। ডাক বিভাগের কর্মচারীরা বিকেলে বায়তুল মোকাররমে সমাবেশ করে। সভা শেষে শোভাযাত্রা

---

** "ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই বাদামী জারজদের আমরা কখনোই আমাদের শাসন করার সুযোগ দেবো না। আমরা দেখতে চাই ওরা কদ্দুর যায়। পাকিস্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর। তোমরা সব প্রস্তুত থাকো। তোমাদের হয়ত অচিরেই সেই দায়িত্ব পালনে নামতে হতে পারে।" লেঃ জেঃ পীরজাদা*



www.pathagar.com

ডকইয়ার্ড শ্রমিকবৃন্দ নৌমিছিল বের করে।

১৬ মার্চ, একাত্তর। ভারত সরকার ভারতের ভূখন্ড পার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিদেশী বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করে। ভারতের সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ নয়া দিল্লীতে বলেন যে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ও সরকারের উচিত শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়া।

*ঢাকায় আগত প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা বৈঠক শেষে প্রেসিডেন্ট ভবনের বাইরে উৎসুক সাংবাদিক ছাত্র-জনতার মুখোমুখি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ১৬মার্চ '৭১*



www.pathagar.com

# ১৭ মার্চ ঃ বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়ার ব্যর্থ বৈঠক

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

**ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সভা**

আজ (বুধবার) বিকেল ৪টায় জেলা বার সমিতির মিলনায়তনে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

**ওয়াপদা এমপ্লীজ ইউনিয়নের সভা**

আজ (বুধবার) বিকাল ৪টায় ওয়াপদা ভবনে ই, পি , ওয়াপদা এমপ্লীজ ইউনিয়নের কার্যকারী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

**ছাত্র পরিষদের কুচকাওয়াজ**

আজ (বুধবার) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইবে।

**মহিলা পরিষদের কুচকাওয়াজ ও পথসভা**

আজ (বুধবার) বিকেল ৪ টায় ১০/সি, সেগুন বাগানে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ট্রেনিং অনুষ্ঠিত ও পরে নিউমার্কেট এলাকায় পথসভা অনুষ্ঠিত হইবে।

**ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক**

আজ (বুধবার) সকাল ৫টায় শহীদ আনোয়ার উদ্যানে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।"

১৭ মার্চ, একাত্তর। বুধবার। এদিন সকালে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের দ্বিতীয় দফা বৈঠক। দুজনের সাথেই পরামর্শক ছিল। ইয়াহিয়ার সাথে ছিল সামরিক উপদেষ্টা। বৈঠকে সামরিক আইন প্রত্যাহার, অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বাঙালিদের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যাকান্ডের বিচারসহ বিভিন্ন দাবীতে বঙ্গবন্ধু অটল থাকেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এসব দাবী মেনে নেননি। ফলে আলোচনায় কোন সিদ্ধান্তই হয়নি।



www.pathagar.com

বৈঠক একদম ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যর্থ বৈঠক প্রায় এক ঘন্টা সময় স্থায়ী হয়েছিল। এ দিনেও বঙ্গবন্ধু গাড়ীতে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে যান।

বৈঠক শেষে বাসায় ফিরে সাংবাদিকদেরকে বঙ্গবন্ধু জানান যে দেশের রাজনৈতিক ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েই প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা হয়। আরো আলোচনা হবে বলেও তিনি জানান। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেও বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন। তিনি পরে আন্দোলনের লক্ষ্যও স্থির করে দেন। সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু বলেন-"আলোচনা শেষ হয়নি, আরো হবে। প্রেসিডেন্ট আমাদের দাবীগুলো বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য সময় চেয়েছেন, আমি তাঁকে সময় দিয়েছি। তাঁরা যত খুশী বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন। আমাদের আর এক চুলও নড়ার ক্ষমতা নেই। আমার চার দফা দাবী তাঁদের মানতে হবে। দেশের সংবিধান রচিত হবে ৬ দফার ভিত্তিতেই। ৬ দফা এখন আর আমার বা আওয়ামী লীগের নয়, এদেশের জনগণেরই সম্পত্তি।" [৩৩]

এদিন বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিন। ৫১তম জন্মবার্ষিকী। জন্মদিনের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে,- 'তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা জনগণের মুক্তি। তিনি আরো বলেন-"আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। এদেশে প্রতিদিনই মানুষ গুলি খেয়ে মরছে। এদেশে জন্মদিনই কি আর মৃত্যুদিনই বা কি? আমার জীবনই বা কি? আমার জনগণই আমার জীবন। সারাটা জীবনই তো সংগ্রাম করে কাটালাম, দুদন্ড বিশ্রাম নেবার সময় পেলাম কই? আমি যখন থাকবো না তখন হয়ত আমার জন্মদিন পালিত হবে। এখন নয়।"[৩৪] এদিনও অনেক মিছিল বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে এসে শেষ হয়। বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্য মানুষ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। মিছিলে সমাগত মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি বার বার আবৃত্তি করেন-'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।' সাধারণ মানুষের অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। উত্তাল মিছিলের পর মিছিল। জনসমাবেশে মুক্তিকামী মানুষ স্বাধিকার আদায়ের বজ্রশপথে দিনকে দিন কঠিনতর হয়ে উঠে। স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিনে

---

* *"আমি আমার জন্মদিন পালন করি না। এদেশে প্রতিদিনই মানুষ গুলি খেয়ে মরছে। এদেশে জন্মদিনই কি আর মৃত্যুদিনই বা কি? আমার জীবনই বা কি? আমার জনগণই আমার জীবন। সারাটা জীবনই তো সংগ্রাম করে কাটালাম, দুদন্ড বিশ্রাম নেবার সময় পেলাম কই? আমি যখন থাকবো না তখন হয়ত আমার জন্মদিন পালিত হবে। এখন নয়।" মুজিব*



www.pathagar.com

২৩মার্চ প্রতিরোধ দিবস পালনের আহবান জানায়। শেখ মুজিব তাঁর এক বক্তব্যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীকে সাফ জানিয়ে দেন-"হয় আমাদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে তাহা না হইলে মুক্তির সংগ্রাম চলিবে।"

এদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে মাওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন-'পূর্ব বাংলা এখন স্বাধীন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এখন স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।' তিনি বলেন-"আমার ৮৯ বছরের অতীতের সবকটি আন্দোলনের সাথে আমি জড়িত ছিলাম। কিন্তু একটি সার্বজনীন দাবীতে জনগণের মধ্যে বর্তমান সময়ের মতো একতা ও সহযোগিতা আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি।" [৩৫] রাজধানী ঢাকায় সন্ধ্যায় বিভিন্ন সংগঠন শোভাযাত্রা বের করে। পথে পথে পথসভা করে। সারাদিন অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। হাজার হাজার মানুষ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন। তারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সংগ্রামকে সফল করার শপথ নেন। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বিকেলে মোহাম্মদপুরের এক জনসভায় স্বাধীনতার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে শরীক হওয়ার জন্য স্থানীয় অবাঙালিদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন-' আপনারা বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পিপিপি চেয়ারম্যান ভুট্টোকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানান।



www.pathagar.com

# ১৮ মার্চ ঃ রাজপথে মুক্তিকামী মানুষের ঢল

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

স্বাধীনতা এবং বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তদশ দিবসে গৃহীত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী।

- আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকা নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- বিকেল ৫টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
- পাকিস্তান মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংস্থার এক জরুরী সভা আজ বিকেল ৩টায় ২০/জি, বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।
- আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে সাহায্য দানের উদ্দ্যেশ্যে কল্যানপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মীরপুর বিউটি সিনেমা হলে এক 'ম্যাজিক শো' আয়োজন করা হইয়াছে।"
- বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সকাল ৯টায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বাহিনীর কুচকাওয়াজ।
- আজ (বৃহস্পতিবার) যশোর ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক ন্যাপ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন উক্ত জনসভায় বক্তৃতা করবেন।"

১৮মার্চ, একাত্তর। বৃহস্পতিবার। এদিনে বঙ্গবন্ধু আরেকটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। প্রেসিডেন্টের সাথে নয়। ন্যাপ নেতা ওয়ালী খানের সাথে। এদিকে এক বিবৃতির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশ্বের শান্তি কামী মানুষের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন চায়। দলে দলে মানুষ রাজপথে নেমে আসে মুক্তির আন্দোলনে। স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী বাস্তবায়নে ছাত্র শ্রমিক জনতা শ্লোগানে শ্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে রাজপথ। খড খন্ড অসংখ্য মিছিল এসে জমা হতে থাকে বাঙালির প্রাণ ভোমরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ীর সামনে। শেখ মুজিবুর রহমান সমবেত বাঙালিদের উদ্দেশ্যে বলেন 'জনগণ যে রক্ত দিয়েছে, তার প্রতি আমরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।'



www.pathagar.com

এদিনে বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়ার কোন বৈঠক হয়নি। ২ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত কোন পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার নামে সেনাবাহিনী নামানো হয় তা দেখার জন্য যে তদন্ত কমিশন ঘোষণা করা হয়, বঙ্গবন্ধু তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া এ কমিশনকে সহযোগিতা না করার জন্য জনগণের প্রতি তিনি আহবান জানান। তিনি বলেন-"সামরিক আইন-আদেশ অনুযায়ী গঠিত তদন্ত কমিশন আমরা গ্রহণ করিতে পারিনা, বাংলাদেশের জনসাধারণ কোন ক্ষেত্রেই এইরুপ কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবে না।"

বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে বলেন-"বুলেট কিংবা মেশিনগানের দ্বারা বিশ্বের কোন শক্তিই ঐক্যবদ্ধ বাংলার মানুষকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।" ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ মধুসন্ধানী মৌমাছির মতো বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে ভীড় করেন। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে মিছিলের জনতার শ্লোগানের জবাব দেন। সকল সরকারী-বেসরকারী ভবনের শীর্ষে কালো পতাকা উড়ে। অসহযোগ আন্দোলনকে এভাবেই সফল করার ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর কর্মচারীরাও একাত্ম হয়ে যায়। আজো বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ দলে দলে শহীদ মিনারে জমায়েত হয়। দীপ্ত শপথ নেন-স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার। অবসর প্রাপ্ত বিমান সেনারাও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হন। তারা তাদের সর্বশক্তি ও সম্পদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুরর নির্দেশে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেন। এদিন আওয়ামী লীগের শীর্ষস্হানীয় নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন বঙ্গবন্ধু। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার উপদেষ্টাদের নিয়ে সকাল ১১টায় বৈঠকে বসেন। ঢাকায় আসা পাক সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল আব্দুল হামিদও এ বৈঠকে যোগদান করেন।

বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর দেয়া দাবীগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। পাকসেনারা এদিন তেজগাঁও ও মহাখালীতে নিরস্ত্র ট্রাক আরোহীদেরকে নির্মমভাবে মারধর করে।

মহাখালী রেলক্রসিং এলাকায় পাক সেনার গুলিতে মেহের আলী নামে এক বেসামরিক লোক শহীদ হন। সাধারণ মানুষ পাক সেনাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উপনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাতে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন - "আমাদের প্রতিবাদ সত্বেও সেনাবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে তারা বিনা অজুহাতে নিরস্ত্র নিরীহ নিরপরাধ জনগণকে অপদস্ত, হয়রানি ও নির্যাতন করছে। ঢাকাসহ সারাদেশে সেনাবাহিনী উস্কানিমূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছে- যা সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়তই বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। আমরা পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে


www.pathagar.com

দিতে চাই, এ ধরণের উস্কানিমূলক আচরণ আর সহ্য করা হবে না। এর ফলাফলের দায়িত্বও তাদেরই বহন করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে আগত প্রত্যেকটি মিছিলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন তিনি। কোন কোন মিছিল থেকে স্বাধীনতার সপক্ষে শ্লোগান দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তার জবাবে বলেন-"তোমরা স্বাধীনতা পাবে, ধৈর্য্য ধর।" এদিন স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক টেলিগ্রাম বার্তা পাঠায় শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী –বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী– শ্রীমাভো বন্দর নায়েকের কাছে। তারবার্তায় অনুরোধ করা হয় পাকিস্তানী বিমান যেন কলম্বো বিমানবন্দর থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করতে না পারে। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৮ মার্চ একাত্তরে আরেকটি বিবৃতি দেয়। এ বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বিশ্ববাসীর সমর্থন চাওয়া হয়। আমেরিকা, রাশিয়া ও কতিপয় দেশের সরকারের প্রতি অনুরোধ করা হয় পাকিস্তানকে তারা যেসব অস্ত্র সরবরাহ করে তা যেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বাঙালির উপর প্রয়োগ না করা হয়। আর যেসব দেশের রুট ব্যবহার করে পাকিস্তানী বিমান বাংলাদেশে আসে সেই দেশকে অনুরোধ করা হয় পাকিস্তনের বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।

চট্টগ্রামে পাকসেনাদের সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য ঘটনা সরেজমিনে তদন্তের জন্য বঙ্গবন্ধু ৩ সদস্যের এক দলীয় তদন্ত টিম পাঠান। রাতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে পরদিন ১৯ মার্চ সকাল ১১ টায় প্রেসিডেন্ট হাউসে মুজিব ও ইয়াহিয়ার তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাকে ঢাকায় যাওয়ার যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঢাকায় শেখ মুজিব ও ওয়ালী ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান এক ঘন্টা ব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি গাউস বক্স বেজেঞ্জো সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন 'ইরনা এলিজাবেথ' খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভীড়ে। কিন্তু শাসকচক্র খাদ্যের সংকট সৃষ্টির জন্য ইরনা এলিজাবেথ- কে করাচী বন্দরে নিয়ে যায়। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের স্ত্রী এক বিবৃতি দেন। তিনি মুজিবের দাবী মেনে নিয়ে পাকিস্তানের ত্রানকর্তা হওয়ার খ্যাতি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আহবান জানান। এ দিনে বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে একত্মতা ঘোষণা করেন। সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তারা জমায়েত হয়ে নিজেদের সর্বশক্তি ও সম্পদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেন।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ১৯ মার্চ ঃ
# পাক সেনার সাথে ছাত্র জনতার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ৮ টায় বাংলা কলেজ প্রাঙ্গনে মীরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সমাপনী কুচকাওয়াজ।
- বেলা ৩-৩০ মিঃ বায়তুল মোকাররমে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কর্মচারীদের উদ্যোগে সভা ও মিছিল।
- বিকেল ৪-৩০ মিঃ বেইলী রোড বটতলায় শহীদ স্মৃতি সৌধ উদ্বোধন।
- বিকেল ৪ টায় বায়তুল মোকাররমে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে গণসমাবেশ।
- বিকেল ৫ টায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস উদ্যোগে গণজামায়েত ও মিছিল।
- বিকেল ৫ টায় পূর্ব বাংলা বাস্তুহারা সমিতির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে গণসমাবেশ। সন্ধ্যা ৬টায় মশাল মিছিল।
- বেলা ১০ টায় স্টার সিনেমা হলের সম্মুখ হতে চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিকদের মিছিল ও মধুমিতা সিনেমা হলের সম্মুখে সমাবেশ।
- বিকেল ৫ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীসভা।
- বেলা ৩ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ইউনিয়ন অফিসে সাধারণ সভা।
- বিকেল ৪ টায় ৩৬৭ নং এলিফেন্ট রোড খিলাফতে রাব্বানী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা।
- সন্ধ্যে ৬ টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জতীয় শ্রমিক লীগ সংগ্রাম পরিষদ সভা।"



www.pathagar.com

১৯ মার্চ, একাত্তর শুক্রবার। এদিনে টঙ্গী ও জয়দেবপুরে পাক বাহিনীর সাথে বিক্ষুব্ধ ছাত্র -জনতার সংঘর্ষে ৫০ জন শহীদ হন। আহত হন দু-শতাধিক। জয়দেবপুর বাজারে শহীদ হন মনুমিয়া নামে এক দর্জি এবং নিয়ামত নামের এক কিশোর। জয়দেবপুর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত ব্যারিকেড থাকে। তবু পাক বাহিনী পায়ে হেঁটে চৌরাস্তা পর্যন্ত আসে। চৌরাস্তায় আব্দুস সাত্তার মিয়ার নেতৃত্বে ছাত্র জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে পাক সেনারা এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। গুলিতে শহীদ হন হুরমত নামের এক সাধারণ লোক। কানু মিয়াসহ অনেকে আহত হন। চিকিৎসারত অবস্থায় কানু মিয়াও মৃত্যুবরণ করেন। একাত্তরের এ দিনে জয়দেবপুর ও টঙ্গীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে পাক শাসকদেরকে এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন "তারা যদি মনে করে থাকে যে, বুলেট ও শক্তির বলে জনগণের শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যাবে, তাহলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছেন।" শক্তির জোরে সাত কোটি বাঙালির দাবী দমিয়ে রাখা যাবে না বলে মুজিব সোজা জানিয়ে দেন। এক গণজমায়েতে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বাংলার স্বাধীনতা প্রশ্নে আপোষকারীদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। শাসনতান্ত্রিক সংকট উত্তরণে নয়া ফর্মুলা সন্ধান করা হয়। সকাল ১০ টায় মুজিব ও ইয়াহিয়ার তৃতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেড় ঘন্টা ব্যাপী এ বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে কোন সহযোগী ছিল না। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন-" আমি মঙ্গলের প্রত্যাশী আবার চরম পরিণতির জন্যও প্রস্তুত।" তিনি আরো বলেন- "সমস্যা সমাধানের জন্য সময়ের প্রয়োজন। কেননা ইহা খুব সহজ নয়। আমি বিশ্বাস করি জেনারেল ইয়াহিয়া বাস্তবকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করছেন। তার বিপরীত কিছু হলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আমরা পিছু হটতে পারবো না। এটা তাদের বুঝতে হবে।" বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন তার হৃদয়ের কথাগুলো "আমি কখনোই বাংলার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বাঙালীর দাবী আদায়ের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে গেছি। বাংলার মানুষ জীবন দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে আমাকে সেখান থেকে মুক্ত করে এনেছে। আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও আমাদের ভাবী বংশধরদের জন্য স্বাধীনতা দিয়ে যাবো। বাঙালী জনগণকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার ব্যবস্থা করে যাবো। আল্লাহ আমাদের সহায়।"[৩৬]

এদিন ঢাকাস্থ সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল মিঃ পেট্রোভ ভলটিন বঙ্গবন্ধুর সাথে তার বাসায় সাক্ষাৎ করেন। ভলটিন তার সরকারের পক্ষে সৃষ্ট সংকটের ন্যায় সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করেন।



www.pathagar.com

*রক্তে রঞ্জিত টঙ্গির রাজপথে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদদের লাশ নিয়ে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার শোক মিছিল। ১৯ মার্চ ১৯৭১।*

বঙ্গবন্ধু মি: ভলটিনের মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণ ও সরকারকে ধন্যবাদ জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনের কূটনৈতিক তৎপরতা এভাবেই শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুই শুরু করেন। এদিকে জয়দেবপুরের ঘটনা ঢাকা শহরে চৈত্রের উত্তপ্ত হাওয়ার মতোই ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আকাশ ফাটানো শ্লোগান দেয়-'গোল টেবিল না রাজপথ/রাজপথ রাজপথ। পিন্ডি না ঢাকা/ঢাকা ঢাকা। পাকিস্তানে লাথি মারো/বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' সন্ধ্যা বয়ে যেতে না যেতে মহাসাগরের মতো বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে এসে মিলিত হলো নদীর মতো শত শত মিছিল। মুজিব পাকজান্তা সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন-'ভুল এটা ভুল।' উপস্থিত সাংবাদিকগণকে বলেন-"আপনারা

---

** "আমি কখনোই বাংলার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বাঙালীর দাবী আদায়ের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে গেছি। বাংলার মানুষ জীবন দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে আমাকে সেখান থেকে মুক্ত করে এনেছে। আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও আমাদের ভাবী বংশধরদের জন্য স্বাধীনতা দিয়ে যাবো। বাঙালী জনগণকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার ব্যবস্থা করে যাবো। আল্লাহ আমাদের সহায়।" মুজিব*



www.pathagar.com

নিজেরাই দেখুন। আমার শ্যামল সবুজ সোনার বাংলা কিভাবে শ্মশান হচ্ছে। জান্তার গণতন্ত্রের নমুনা দেখুন।"[৩৭] এদিকে চট্টগ্রামে সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা ভাসানী বলেন- "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অহেতুক ঢাকায় এসে সময় নষ্ট করছেন। ইয়াহিয়া খানের বোঝা উচিত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ... জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মনে রাখা উচিত যে, তিনি জনগণের প্রতিনিধি নন। সুতরাং জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার কোনো অধিকার তার নেই।"[৩৮]

করাচিতে জাতীয় পরিষদের স্বতন্ত্র সদস্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় দলের নেতারা মিলিত হন এক বৈঠকে। তারা ভুট্টোর হঠকারী রাজনীতির তুমুল সমালোচনা করেন। বৈঠক শেষে তারা পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। হঠকারী ভুট্টো গণআন্দোলন সৃষ্টির প্রস্তুতির ঘোষণা দেয়। সে বলে- "ক্ষমতার ব্যাপারে পিপলস পার্টিকে হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হলে আমি চুপ করে বসে থাকবো না।" সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলে-"পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের শক্তি দেখেছেন, এবার আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তি দেখতে পাবেন।"[৩৯]। পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোন নেতা বা ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন বলেও জানান তিনি। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট হাউসে উপদেষ্টা পর্যায়ের এক বৈঠক হয়। দীর্ঘস্থায়ী বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও ড. কামাল হোসেন। ইয়াহিয়া খানের পক্ষে ছিলেন বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, প্রেসিডেন্টের পিএসও লেঃ জেঃ পীরজাদা ও কর্নেল হাসান।এদিন গাজীপুর রাজবাড়ীতে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদেরকে কর্তৃপক্ষ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এক পাঞ্জাবী ব্রিগেডিয়ার এর নেতৃত্বে এক সেনাদল পাঠায়। বাঙালি ধরে ফেলে ওদের চালাকি। আঁচ করতে পারে ওদের মতলব ভালো না। কিছু একটা হতে যাচ্ছে। লোকজন গাজীপুর থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য প্রত্যাহারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। গাজীপুরের চৌরাস্তায় রচনা করা হয় ব্যারিকেড। জয়দেবপুর রেলগেটে রেল লাইনের উপর রেলবগি এবং গাছের গুড়ি দিয়ে রেলপথ রোধ করা হয়। ওদিকে পাকসেনাদের গুলি বর্ষণের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। হাজার হাজার নর নারী শ্রমিক জনতা ছাত্র-শিক্ষক ছুটে আসে যার যা আছে তাই নিয়ে। তাদের হাতে হাতে তীর-ধনুক, বল্লম, টেটা, দা, কুড়াল, লাঠি, বন্দুক-কত কী। রাজবাড়ীতে পাকসেনারা ঢুকতে ব্যর্থ হয়। ওরা ঢাকায় ফিরে আসে। ফেরার



www.pathagar.com

পথে বর্বররা পথের পাশে গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালায়। বিক্ষুব্ধ জনতা বোর্ডবাজারে পাকসেনাদেরকে প্রতিরোধ করে। সন্ধ্যায় গাজীপুরে ওরা সান্ধ্য আইন জারি করে। খোয়া যাওয়া অস্ত্র অনুসন্ধানের নামে নিরীহ লোকদের উপর ওরা নিপীড়ন চালায়।

*১৯ মার্চ ১৯৭১। জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে পুনরায় বৈঠকশেষে শেখ মুজিব "প্রেসিডেন্ট হাউজ"-এর বাইরে এসে অপেক্ষমান উৎসুক সাংবাদিক ও জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, "টঙ্গি/জয়দেবপুরসহ বহু স্থানে সেনাবাহিনী গুরীবর্ষণ করে চলছে। তাহলে এই আলোচনা বৈঠকের অর্থ কি? শহীদের রক্তের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'*



www.pathagar.com

# ২০ মার্চ ঃ আলোচনার নামে ইয়াহিয়ার কাল ক্ষেপণ এবং মুজিব ভাসানী গোপন বৈঠক

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সকাল ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শনী। পরে তাদের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ।
- সকাল ৮ টায় সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী সংসদের সাধারণ সভা ও পরে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন -গমন।
- সকাল ১১ টায় মতিঝিল প্রধান কার্যালয় থেকে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্মচারীদের মিছিল ও শহীদ মিনারে গিয়ে শপথ গ্রহণ। সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন-গমন।
- বেলা ১ টায় বায়তুল মোকাররমে ইস্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশনের কর্মচারীদের সমাবেশ ও সেখান থেকে মিছিল করে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন গমন।
- বিকেল ৩ টায় শহীদ মিনারে ঔষুধ শিল্প কর্মচারীদের সভা ও পরে মিছিল।
- বিকেল ৩ টায় ৩ নম্বর শান্তিনগরে হোমিওপ্যাথিক ঔষুধ প্রস্তুতকারক ও হোমিওপ্যাথিক সংগ্রাম কমিটির মুক্ত অধিবেশন।
- বিকেল ৫ টায় ৩৭ নম্বর তোপখানা রোডে লেখক সংগ্রাম শিবিরের সভা।
- বিকেল ৩-৩০মিঃ শহীদ মিনারে নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সভা।
- সকাল ১১ টায় ৮০ নং মতিঝিলের তিনতলায় বাংলাদেশ চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্টদের সভা।
- বিকেল ৪-৩০ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের সভা।
- সন্ধ্যে ৭ টায় মোহম্মদপুর শহীদ পার্কে মোহম্মদপুর শিল্পীগোষ্ঠীর গণসঙ্গীতের আসর।



www.pathagar.com

- সন্ধ্যে ৭ টায় তেজগাঁও পূর্ব ইউনিয়ন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পলিটেকনিক্যাল পোষ্ট অফিস থেকে মশাল মিছিল।
- ২৩শে মার্চ স্বাধীন পূর্ব বাংলা দিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে আজ শনিবার বিকেল ৪ টায় মগবাজার, ফার্মগেট, নিউমার্কেট ও খিলগাঁও রাস্তায় ভাসানী ন্যাপের পথসভা।"

২০ মার্চ, একাত্তর। শনিবার। এদিন বঙ্গবন্ধু- ইয়াহিয়া আবার বৈঠকে বসেন। এটা তাদের চতুর্থ বৈঠক। দুপরে উপদেষ্টাসহ বৈঠক হয় দুঘন্টা দশ মিনিট। বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, ড. কামাল হোসেন ও খোন্দকার মোশতাক আহমদ। ইয়াহিয়ার সাথে ছিল বিচারপ্রতি এ আর কর্নেলিয়াস, লেঃ জেঃ আব্দুল হামিদ খান, লেঃ জেঃ পীরজাদা, লেঃ জেঃ ওমর, লেঃ জেঃ খাদিম হোসেন রাজা, লেঃ জেঃ রাও ফরমান আলী প্রমুখ। এ বৈঠকও অফলপ্রসু। আসলে আলোচনার আড়ালে মূলত কাল ক্ষেপণ করে ইয়াহিয়া। পাক শাসক গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য হয় বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেয়ার কৌশল নির্ধারণ। ওরা স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। এদিনই অপারেশন সার্চ লাইটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ওরা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাক্তন নৌসেনাদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত হন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে প্রাক্তন নৌসেনারা। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বলেন-'৭ কোটি মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।' এ সময় একজন সৈনিক বুক ভরা আবেগে চিৎকার দিয়ে উঠেন। তিনি বলেন-"বঙ্গবন্ধু! কি করে স্বাধীনতা আনতে হয় আমরা জানি। আপনি শুধু আমাদের পাশে থাকুন।" তিনি প্রাণচঞ্চলতায় অস্থির হয়ে উঠেন। থর থর করে কাঁপতে থাকেন। আর জাতির জনক মুজিব বাঙালির এই জেগে উঠা দেখে পুলকিত হন। তিনি সৈনিকটির কথার জবাবে শ্লোগান দেন-'জয় বাংলা'। ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক শেষে মুজিব ফিরে আসেন নিজ বাসভবনে। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে যান। সদ্য পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে প্রায় দুই ঘন্টা পর তাজউদ্দীনসহ তিনি বেরিয়ে আসেন। তাঁর হাতে তামাকের প্রিয় পাইপ। তাজউদ্দীনের সাথে আলাপের পর বঙ্গবন্ধু বেশ উৎফুল্ল। গাড়ীতে উঠতে উঠতে সাংবাদিক নাজিমুদ্দিন মনিককে উদ্দেশ্য করে বললেন-"দেখছিস কেমন ভ্যাপসা গরম। মাথা ধরে গেছে। একটু ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুরে আসি।" গাড়ী বেরিয়ে গেল। পূর্বদেশ পত্রিকার সাংবাদিক আতিকুর রহমান বললেন-"বঙ্গবন্ধু সন্তোষে যাচ্ছেন মাওলানা ভাসানীর সাথে



www.pathagar.com

কথা বলতে। কাল তিনি মাওলানার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তাকে ঢাকায় আনতে। মাওলানা আসেন নি। তিনি অসুস্থ। সেজন্য বঙ্গবন্ধু নিজেই যাচ্ছেন। আসলে মাওলানা সাহেব ঢাকার এ ভিড়-ভাট্টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। সেজন্য বঙ্গবন্ধুকে সন্তোষে একান্তে ডেকে নিলেন। আজ তাঁদের দুই জনের মধ্যে অনেক কথা হবে।" [৪০]। ভাসানীর সাথে আলাপান্তে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরলেন রাত ১০ টায়। বর্ষীয়ান জননেতা মাওলানা মুজিবকে কী বললেন? কী দোয়া দিলেন? তাঁর সুপরামর্শেই কি মুজিবের বুকজোড়া কালিজা নির্ভয়? মুজিবের নৌকার অন্যতম অদৃশ্য মাঝি কি ভাসানী? মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এক সমাবেশে ইয়াহিয়ার প্রতি আহবান জানান -বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য। বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে লাহোর প্রস্তাব উপলক্ষে ২৩ মার্চ সারাদেশে ছুটি ঘোষণা করেন। ছাত্র ইউনিয়নের গণবাহিনী এদিন টানা ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথে শোভাযাত্রা বের করে।

গতকালের ঘটনার জের ধরে শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভে পাক কর্তৃপক্ষ জয়দেবপুরে দীর্ঘ কারফিউ জারি করে। ২৯ ঘন্টার লাগাতার কারফিউ শেষে রাত ১১ টায় তা তুলে নেয়। জাতীয় পরিষদের নতুন নির্বাচিত সদস্য ডাঃ শেখ মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। জয়দেবপুরের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি তার 'তমঘা-ই-পাকিস্তান' খেতাব বর্জন করেন। বিবিসির এক সংবাদ ভাষ্যে ভুট্টোর সাম্প্রতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করা হয়। পাকিস্তানের প্রেসার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে খ্যাত পাঞ্জাবের মিয়া মমতাজ দৌওলতানা ও শওকত হায়াত খান এদিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে ঘন্টাকাল ব্যাপী বৈঠক করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে দৌওলতানা বলেন- 'মুজিব আমার ভাইয়ের মতো।' পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ঢাকায় কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম কৌসুলী এ.কে.ব্রোহী সকালে ঢাকায় আসেন। করাচিতে ভুট্টো বলেন যে, তিনি ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের দাওয়াত পুনরায় পেয়েছেন। পরদিন ভুট্টো ঢাকায় আসবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। আন্দোলনের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতি দেন। বিবৃতির কিয়দংশ নিম্নরূপ "একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য জনগণ যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে এ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য আমি বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আহবান


www.pathagar.com

জানাই। এবারের সংগ্রামে প্রতিটি শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামে আবালবৃদ্ধ বণিতা বাংলাদেশের দাবীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। একটি ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প জাতি কি ভাবে স্বীয় লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারে, বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষ আজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ..... আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য তারা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করছেন, সেইসব ছাত্র, শ্রমিক এবং কর্মচারী সংগঠনগুলোর সদস্যদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" [৪১]

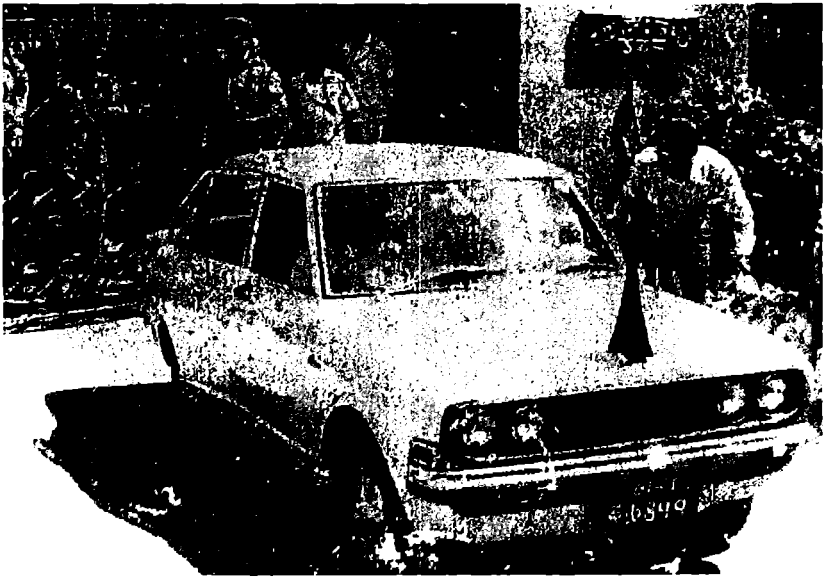

*দেশের বিভিন্ন যায়গায় ফৌজি গুলিতে বহু বহতাহতের প্রতিবাদে কালো পতাকা শোভিত মোটরে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ভবনে যাতায়াত করেন বৈঠকের সেশ দিন পর্যন্ত।*



www.pathagar.com

# ২১ মার্চ ঃ ভুট্টোর আকস্মিক ঢাকা সফর

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- সন্ধ্যে ৬ টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের তৃতীয় গণমুখী অনুষ্ঠান।
- সকাল ১০ টায় বায়তুল মোকাররমে পূর্ববাংলা জীবন বীমা কর্মী সমিতির সভা ও মিছিল।
- বেলা ২ টায় ফার্মগেট হতে মাধ্যমিক নৈশ্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল।
- বিকেল ৪ টায় বায়তুল মোকাররম থেকে সকল শিকদের সম্মিলিত শোভাযাত্রা।
- বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঢাকাসহ সকল আঞ্চলিক শাখার সোহরাওয়ার্দী হলে উপস্থিতি।
- বেলা ৪ টায় নিখিল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভা।
- বেলা ৪ টায় আজিমপুর মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা সমাবেশ।
- বিকেল ৫ টায় বাংলা একাডেমীতে লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিপ্লবী কবিতা পাঠের আসর।
- সন্ধে ৬ টায় ওয়ালী ন্যাপ অফিসে কর্মী সভা।
- বেলা ৩ টায় বায়তুল মোকাররম থেকে হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মিছিল।
- বিকেল ৪ টায় প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে ইউনিয়নের জরুরী সভা।
- বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশের বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভা। ইউনিয়নের কার্যালয়ে।
- বিকেল ৪টায় সদরঘাট, বাহাদুর শাহা পার্ক, মৌলভী বাজার ও চকবাজারে ভাসানী ন্যাপের পথসভা।"



www.pathagar.com

২১ মার্চ, একাত্তর। রবিবার। সারাদেশ আরো অধিক উত্তাল। আরো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। ঢাকা হয়ে উঠে মিছিলের মহানগর। হঠাৎ করে পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফরে আসেন। তার আগমন উপলক্ষে বিমান বন্দরে সেনা মোতায়েন করা হয়। সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা আক্রোসে ফেটে পড়ে। তার ঢাকা সফরের প্রতিবাদে ছাত্র জনতা বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো নেমে আসে রাজপথে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াই ভুট্টোকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কোন রাজনৈতিক নেতা, সামরিক বাহিনীর লোক নয়। কজন আমলা ভুট্টোকে স্বাগত জানায়। ভুট্টো ইয়াহিয়া খানের সাথে রুদ্ধদার বৈঠকে মিলিত হন। বিদ্রোহী বাঙালির চেতনায় স্বাধিকার আদায়ে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে। বীর বাঙালির বীরত্বের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। বাংলার আকাশ বাতাস, বাংলার মাটি জলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে শ্লোগানের পর শ্লোগান-'জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।' জনতার প্রতিটি মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশের পূণ্যভূমি ছুঁয়ে যায়। যায় বাঙালির তীর্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। বঙ্গবন্ধু আজ ইয়াহিয়ার সাথে পঞ্চম দফা বৈঠকে বসেন। বৈঠকটি অনির্ধারিত। তবু তিনি প্রস্তুত। বৈঠকে যাওয়ার আগে আলোচনা করে নিলেন বিখ্যাত আইনজীবী এ.কে.ব্রোহীর সাথে। প্রেসিডেন্ট ভবনের বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সাথে রইলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন তার আইন উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস। সামরিক উপদেষ্টারাও ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর দাবী আদায়ে রইলেন অটল। রাজনীতির উচ্ছিষ্ট ইয়াহিয়া বৈঠকের সময়ও মদ পান করে। মদ্যপ ইয়াহিয়ার সাথে আজো কোন মতৈক্য হলো না বঙ্গবন্ধুর। তিনি বাংলাতীর্থে ফিরে এলেন। সেখানে সাংবাদিকদের ভীড়। তাদের উদ্দেশ্যে মুজিব বললেন-"ওনারা আমার কাছে একটা কথাই বার বার বলেছেন যে, আগে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসুক। এত কিছু হবার পরে আমার কাছে ওই ৪ দফা ছাড়া আর কোন কথা নেই, আমি তা বার বার বলেছি। আমার আর বলার কিছু নেই। আলোচনা সফল করতে হলে এখন প্রেসিডেন্টকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" এক পর্যায়ে সংক্ষুব্ধ বঙ্গবন্ধু সাংবাদিককে লক্ষ্য করে বলেই ফেললেন- "কার সাথে আলোচনা করবো। গিয়ে দেখি কালাকুত্তা (ব্লাকডগ মদ) নিয়ে চুর হয়ে আছে।.... এই এটা লিখো না। এটা অফ দ্যা রেকর্ড।" [৪২]।

এদিকে ভুট্টো তার অস্ত্রধারী দলবল নিয়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে (পরে হোটেল শেরাটন, বর্তমানে হোটেল রুপসী বাংলা) উঠে। বিকেলে হোটেলের লনে এসে ভুট্টো হাত নেড়ে জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানায়। জনতার


www.pathagar.com

মধ্য থেকে হঠাৎ কোন এক বাঙালি তার প্রতি জুতা ঢিল মারেন। রাতে ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে বেঠক করে। বৈঠক শেষে নৈশভোজ করে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড। তিনি সকালে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করবে। এমনকি বিনা রক্তপাতে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তবে একটা শর্ত রয়েছে। শর্ত হলো সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আমেরিকার কাছে ইজারা দিতে হবে। এ প্রস্তাব শোনার সাথে সাথেই শেখ মুজিব- যার আরেক নাম বাংলাদেশ- ফারল্যান্ডের মুখের উপর তা প্রত্যাখ্যান করেন। সিংহহৃদয় মুজিব সরাসরি বলেন-"মিঃ ফারল্যন্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়ায় ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে ছিলেন, আমি তাও জানি। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আমার দেশকে পাকিস্তানী শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, হতে পারে না।" [৪৩] বঙ্গবন্ধুর নির্জলা বাস্তব কথার পরও নির্লজ্জ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত তাঁকে বিষয়টি আবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করে। বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে বাঙালির জাগরণ ঠিকই টেরপায় ফারল্যান্ড। এদিনই সে রাওয়াল পিন্ডি চলে যায়। এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিতে পারে নি। একাত্তরে তাই আমেরিকার সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু জর্জ হ্যারিসনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী জনগণ বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম সমর্থন ও সহযোগিতা করে ঠিকই।

বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়ার বৈঠক বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মুজিব বলেন-"এই বৈঠক আশ্চর্যজনক বা আকস্মিক কিছু নয়। প্রেসিডেন্ট ও আমি এখানে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ প্রয়োজনের স্বার্থে যে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মিলিত হতে পারি। .... বাংলাদেশের মানুষ নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, একে কোন ক্রমেই বিকৃত করতে দেয়া যাবে না। .... বাংলা কারো উপনিবেশ নয়। এখানে 'আর কাউকে বাজার সৃষ্টি করতে দেয়া যাবে না।"[৪৪] এদিন ঢাকার শীতলক্ষ্যা নদীতে এক অভূতপূর্ব জাহাজ মিছিল হয়। দাবী একটাই- স্বাধীনতা। ডেমরা থেকে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত নৌপথে পাঁচটি জাহাজ মিছিলে অংশ নেয়। আরোহীরা সব বিক্ষোভকারী। তাদের হাতে লাঠি, বাঁশ, বল্লম, রড, টিউব, কুড়াল প্রভৃতি। নারায়নগঞ্জেও মহিলারা নৌমিছিল বের করেন। সন্ধ্যায় সংক্ষুব্ধ লেখক কবি শিল্পী সাহিত্যিকগণ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক

---

** শেখ মুজিব- যার আরেক নাম বাংলাদেশ- ফারল্যান্ডের মুখের উপর সরাসরি বলেন-"মিঃ ফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়ায় ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে ছিলেন, আমি তাও জানি। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আমার দেশকে পাকিস্তানী শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, হতে পারে না।"*



www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এদিনে বৃটিশ সরকার করে বসে আরেক কান্ড। বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য পাকিস্তানী বিমান ও জাহাজকে মালদ্বীপের বৃটিশ ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। বাংলার তীর্থে আগত মিছিলকারী সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু বলেন-"মৌলিক প্রশ্নে কোন আপস হতে পারে না। আপনারা চরম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হোন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি। প্রয়োজন হলে চরম ত্যাগ স্বীকার করবো। তবু দাবী আদায় করে ছাড়বো। জনতার জয় অবধারিত। যত নির্যাতন, বুলেট চালানো হোক না কেন জনতাকে স্তব্ধ করা যাবে না।"[৪৫] জয়দেবপুরে সর্বদলীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা এম এ মোত্তালেব। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাঞ্জাবী সামরিক কনভয় জয়দেবপুর সামরিক কেন্দ্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। ঢাকাতে স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ থেকে পাকিস্তানী পণ্য বর্জনের সপ্তাহ পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। বিকেলে চট্টগ্রামে পলো গ্রাউন্ডে মাওলানা ভাসানী এক সভা করেন। মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠককে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন-"আলোচনায় ফল হবে না। এ দেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে চাপরাশি পর্যন্ত যখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে মানে না। তখন শাসন ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে দেয়া উচিত।"[৪৬] ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন প্রতিরোধ দিবসের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মগবাজারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদেরকে নিয়ে প্যারা-মিলিটারি গঠনের আহবান জানানো হয়।



www.pathagar.com

# ২২ মার্চ ঃ সব মিছিলের গন্তব্য ৩২ নম্বর

"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)

- সকাল ৯-৩০ মিঃ রমনা, বাংলাদেশ সি এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভা ও গণসঙ্গীতের আসর।
- সকাল ১১ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ওয়ার্কাস ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজামায়েত। সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল।
- বেলা ১১ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় এস, এস, সি, পরিক্ষার্থীদের সভা।
- বেলা ২ টায় ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় সমবেশ। সভাশেষে মিছিল।
- বেলা ৩ টায় বায়তুল মোকাররমে প্রাক্তন সৈনিক, নাবিক, বৈমানিকদের সভা।
- বিকেল ৩ টায় কৃষি উন্নয়ণ সংস্থা কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণজামায়েত।
- বিকেল ৩-৩০ মিঃ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ঢাকার কচিকাঁচার মেলাসমূহের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ। এরপর মিছিল ও শহীদ মিনারে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত আসর।
- বিকেল ৩-৩০ মিঃ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের জনসভা।
- বিকেল ৪ টায় ঢাকা দোকান কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণসমাবেশ।
- বিকেল ৪টায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল।
- বিকেল ৪-৩০ মিঃ বিজয়নগরে বাংলা জাতীয় লীগের কর্মী জমায়েত।
- বিকেল ৫ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জাতীয় কৃষক শ্রমিক দলের উদ্যোগে গণজামায়েত। বিকেল ৫টায় বিউটি সিনেমার সামনে থেকে মীরপুরের সংগ্রামী জনতার উদ্যোগে ট্রাক মিছিল।



www.pathagar.com

- বিকেল ৫-৩০ মিঃ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও সঙ্গীত একাডেমীর ছাত্রছাত্রীদের গণ সঙ্গীতের আসর।
- সন্ধ্যে ৭ টায় ফার্মগেটে আনোয়ারা উদ্যানে তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে গণনাট্য 'মুক্তির নেশা' মঞ্চায়ন।
- সকাল ৮ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে নাহার শিশু মেলায় সমবেশ ও পরে শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল এবং দেশাত্মবোধক গানের আসর।
- বেলা ২ টায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টিয় সংসদের মিছিল।
- বিকেল ৩ টায় ফুলবাড়িয়া পুরানা রেলগেট হর্কাস মার্কেট সমিতির উদ্যোগে মার্কেটস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে হর্কাস সভা।
- বিকেল ৪ টায় ভাসানীপন্থী রাজারবাগ আঞ্চলিক ন্যাপ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লাঠীধারী লালটুপি মিছিল। মালিবাগ মোড় থেকে যাত্রা শুরু।
- বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জিমখানা মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।"

২২ মার্চ, একাত্তর। সোমবার। আজো বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ বৈঠক করেন ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে। প্রায় দেড়ঘন্টা স্থায়ী আলোচনায়ও বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি। নিজ বাসভবনে ফিরে সাংবাদিকদেরকে বঙ্গবন্ধু বলেন-"আমরা ৪ দফা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে পারি না।" তবু ভুট্টো এ বৈঠককে অভিহিত করেন - 'উৎসাহ ব্যঞ্জক' হিসেবে। ফলে বৈঠককে ঘিরে তৈরী হয় এক গভীর রহস্যময়তা। আলোচনার আড়ালে আসলে ইয়াহিয়া, ভুট্টো এবং পূর্ব পাকিস্তানে আগত পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা বাঙালি দমনের জন্য ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা আঁটে। আর প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বাঙালি ছাত্র জনতার মিছিল।

স্লোগানের গর্জনশব্দ শক্তি হয়ে বায়ুবেগে ছড়িয়ে যায় বাংলার ঘরে ঘরে। আবাল বৃদ্ধবণিতার চেতনায়। সারাদেশে প্রস্তুতি চলে প্রতিরোধ দিবসের। চলে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা বৈঠক। চলে অসহযোগ আন্দোলন। চলে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ। বায়তুল মোকাররমে শিশু কিশোরদের শোভাযাত্রা বেরোয়। পল্টন ময়দানে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিকদের সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা মায়ের আলোক শিশু স্বাধীনতার

---

** আলোচনার - এক পর্যায়ে কর্ণেল (অবঃ) ওসমানী বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাস করেনঃ ডু ইউ থিংক, দ্যাট টুমোরো উইল বি এ ক্রুসিয়াল ডে? বঙ্গবন্ধু জবাব দেন- নো, আই থিংক ইট উইল বি টুয়েন্টি ফিফথ।*



www.pathagar.com

জন্ম আসন্ন। দিকে দিকে তার পূর্বাভাস। জন্মযন্ত্রণা। পল্টনের সৈনিক সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। তাঁর নির্দেশ প্রতিপালনে সৈনিকগণ প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করা হয়। বিমান, নৌ ও স্থলবাহিনীর সকল অবসর প্রাপ্ত বাঙালি সৈনিককে যার যার এলাকায় আওয়ামী লীগ, সংগ্রাম পরিষদ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সহযোগিতা করার আহবান জানানো হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেজর জেনারেল (অবঃ) এম আই মজিদ। সভায় কর্ণেল (পরে জেনারেল) এমএজি ওসমানী বক্তৃতা করেন। সৈনিকদের এ সভায় অভূতপূর্ব কৌতুহল নিয়ে হাজার হাজার মানুষ পল্টন মাঠে সমবেত হয়। সভা শেষে সৈনিকগণ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য শপথ নেন। এরপর তারা মিছিল করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান। তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং স্বাগত জানান তাদেরকে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত পাঠাগারে একান্ত বৈঠক হয়। কর্ণেল (অবঃ) ওসমানী সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে নেতার হাতে তুলে দেন এক তরবারী। আলোচনার - "এক পর্যায়ে কর্ণেল (অবঃ) ওসমানী বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাস করেনঃ ডু ইউ থিংক, দ্যাট টুমোরো উইল বি এ ক্রুসিয়াল ডে? বঙ্গবন্ধু জবাব দেন- নো, আই থিংক ইট উইল বি টুয়েন্টি ফিফথ। ওসমানী বলেনঃ কাল তো ২৩ শে মার্চ, পাকিস্তান দিবস, সে উপলক্ষে ওরা কি কিছু করতে চাইবে না? বঙ্গবন্ধু বলেনঃ ওরা যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু করতে পারে, তার জন্য কোন দিবসের দরকার হয় না। আসলে আমরা যতটা এগিয়ে গেছি এবং সে সাথে সাথে শংকা বোধ করছি। যে কারণে ওরাও কম শংকিত নয়। ওরা জানে এডভান্স কিছু করার অর্থই সব শেষ করে দেয়া।" [৪৭] কর্নেল ওসমানী বিদায় হন সন্ধ্যে ৬ টার দিকে। ঘনিষ্ট সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মোসতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন সহযোগে মুজিব এক একান্ত বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়-পাকবাহিনী যদি নির্যাতন শুরু করে তাহলে তিনি স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করবেন। সেই ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় যে কোন পরিস্থিতিতে নিজ বাসভবনে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন মুজিব। রাজধানী ঢাকার রাজপথে অবিরল বর্ষার জলের মতো মিছিলের শ্রোতধারা। মিছিলে মিছিলে গগন বিদারী শ্লোগান-জয়বাংলা,



www.pathagar.com

জয় বঙ্গবন্ধু। আলো প্রেমিক পতঙ্গের মতো সব মিছিল এসে মিলিত হয় ধ্রুবতারার মতো মুজিবপ্রদীপের আলোয়। সব মিছিলের সমাপ্তি ঘটে বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত ভাষণে। তিনি তাঁর কণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে বলেন-"সাত কোটি মানুষের মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রামে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। বন্দুক, কামান, মেশিনগান কিছুই জনগণের স্বাধীনতা রোধ করতে পারবে না। জয় আমাদের হবেই ইনশাআল্লাহ।"[৪৮] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সকালে জাতীয় পরিষদের ২৫ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট হাউসের ঘোষণায় বলা হয়-"পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনাক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের পরিবেশ সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

দুপুরে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে ভুট্টো হোটেল স্যটে ফিরেন। উপদেষ্টাদেরকে নিয়ে তিনি হোটেলে এক বৈঠকে বসেন। সন্ধ্যায় ভুট্টো আবার প্রেসিডেন্ট হাউসে যান। ফিরে আসেন রাতে। এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন করেন হোটেল লাউঞ্জে। সংবাদ সম্মেলনে ভুট্টো বলেন-"প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

তবে এই ঐকমত্য অবশ্যই পিপলস পার্টির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসার আগে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনা বাহিনীর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির প্রয়োজন রয়েছে।কেননা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীও একটি পক্ষ। কারণ তারা ক্ষমতায় এবং তারাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।"[৪৯] ভুট্টো এভাবেই সেনাবাহিনীর পক্ষ নেয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে। ঢাকায় অবস্থানরত কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা মিয়া মমতাজ দৌওলতানা, ন্যাপ প্রধান খান আব্দুল ওয়ালী খান, জমিয়তে উলামায়ে এর মহাসচিব মাওলানা মুফতি মাহমুদ, ন্যাপ নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো ও সর্দার শওকত হায়াত খান রাতে প্রেসিডেন্টের সাথে এক অনির্ধারিত বৈঠকে বসেন। বৈঠক প্রায় দুঘন্টা চলে। গভীর রাতে বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয় যে,


www.pathagar.com

তাদের সাথে আলোচনা না করেই প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। আলোচনার জন্য মুসলিম লীগ সভাপতি খান আব্দুল কাইয়ুম খান ও জমিয়তে উলামায়ে প্রধান শাহ আহমদ নূরানীকে ঢাকায় আসার জন্য প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ জানান। পরদিন ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাতে রাষ্ট্রপতি এক বাণী প্রদান করেন। বাণীতে তিনি বলেন- "নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মিলে-মিশে একসঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান এখন এক ক্রান্তি লগ্নে উপনীত। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পথে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তবে আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে অবিচল থাকি তাহলে কোন কিছুই আমরা হারাবো না।" [৫০]



www.pathagar.com

# ২৩ মার্চ ঃ স্বাধীন পূর্ব বাংলা ও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন দিবস

**"আজকের কর্মসূচী (সংবাদ) ঃ**

- সকাল ১০ টায় শহীদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়নের জনসভা।
- সকাল ৭ টায় শহীদ মিনারে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের পক্ষে ছায়ানটের গণসঙ্গীতের আসর।
- সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে সকাল ৮ টায় শহীদ ফারুকের মাজারের সম্মুখে, ১০ টায় কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে, বিকেল ৪ টায় মতিঝিল, সন্ধ্যে ৬ টায় বায়তুল মোকাররমে এবং রাত্রি ৮ টায় সদরঘাট টার্মিনালে নাট্যানুষ্ঠান, কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীতের আসর।
- সকাল ৭ টায় শেরে বাংলার মাজার জিয়ারত, সন্ধ্য ৬ টায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে বাংলা জাতীয় লীগের গণজমায়েত ও মশাল মিছিল।
- সকাল ৬ টায় ইউনিয়নের আওলাদ হোসেন মার্কেটসহ অস্থায়ী দফতরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তেলন।
- সকাল ৬-৩০ টায় মতিঝিলস্থ বাঙলা বিমান সদর দফতরে (পুরাতন পি, আই, এ, অফিস) পতাকা উত্তোলন এবং পি, আই, এ, নামাঙ্কিত পুরাতন সাইনবোর্ড পাল্টাইয়া বাংলা জাতীয় বিমান পরিবহন সংস্থা (বাংলা বিমান) নামাঙ্কিত নতুন সাইনবোর্ড স্থাপন।
- বেলা ২ টায় অস্থায়ী অফিস হইতে বিমান শ্রমিকদের মিছিল।
- মিছিল শেষে মতিঝিলে সভা।
- বিকেল ৪ টায় সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর সৌজন্যে মতিঝিল অফিসে সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান।
- বিকেল ৪ টায় পল্টন ময়দানে ভাসানীপন্থী ন্যাপের জনসভা।
- সন্ধ্যা ৭ টায় বাহাদুর শাহ পার্কে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের ৫ম গণসঙ্গীতের আসর।"

---

* *"সংগ্রাম আর স্বাধীনতা আমার জীবনের মূলমন্ত্র। সংগ্রাম করেই, যুদ্ধ করেই দেশ স্বাধীন করতে হবে। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। বাংলার মানুষ এবার স্বাধীন হবেই ইনশাল্লাহ।" মুজিব*



www.pathagar.com

২৩ মার্চ, একাত্তর। মঙ্গলবার। এদিন ন্যাপ (ভাসানী) স্বাধীন পূর্ববাংলা দিবস পালন করে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন দিবস ২৩ মার্চ, একাত্তর। ২৩ মার্চ পালিত হতো পাকিস্তানের জাতীয় দিবস 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস'। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাব এবং ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণার স্মরণে এ দিবস পালিত হতো। কিন্তু ২৩ মার্চ, একাত্তরে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রজাতন্ত্র দিবস প্রত্যাখ্যান করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দিনটিকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এদিন স্বাধীন বাংলাদেশ দিবস পালনের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সারা বাংলার ঘরবাড়ী, স্কুল কলেজ, সরকারী ভবন, অফিস আদালত সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ের বেগে। পূর্ব বাংলার কোথাও এদিন পাকিস্তানের পতাকা উঠায়নি কেউ। সারা দেশেই উড়ানো হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা। এদিন সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলার পতাকার একটি মডেল প্রকাশিত হয়। স্বাধীন বাংলার এ প্রতীক পতাকাই এ দিনের বাংলার আকাশে শোভাপায়। ২৩ মার্চ সকালে পল্টন ময়দানে লাখো জনতার সমাবেশে পূর্ণ সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন এ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। একাত্তরের এ দিনে ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া বাংলার কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ছাত্রলীগ নেতা সর্ব জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ. স. ম. আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দস মাখন ব্যান্ডের তালে তালে কুচকাওয়াজরত ছাত্রছাত্রীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। পতাকা উড়ান। কুচকাওয়াজের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টু, আব্দুল মতিন খসরু, এহসানুল হক, হাসানুল হক ইনু, মনিরুল হক ও কামালসহ অনেক ছাত্রনেতা। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসায় যান। জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী সেখানে বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে দেন।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। এ দিনেও বঙ্গবন্ধু প্রতিনিধিদলসহ ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক করেন। এদিকে যখন উদ্ভূত সংকট নিরসনে আলোচনা চলছে, ওদিকে তখন পাক শাসকগোষ্ঠী গোপনে গোপনে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমনের জন্য বিশেষ ফ্লাইটে করে পূর্ব পাকিস্তানে আনতে থাকে সেনা ও আধা সামরিক বাহিনীর লোক ও অস্ত্র। সারা বাংলায় দারুণ


www.pathagar.com

উত্তেজনা বিরাজ করে। গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটে বাঙালির দিনরাত। আলোচনার নামে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ভাঁওতাবাজি টের পেয়ে ছাত্রজনতা ফুঁসে উঠে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। যাতে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শিত না হয়। রেডিওতে বার বার বাজানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত- 'আমার সোনার বাংলা'। পল্টনের কুচকাওয়াজেও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

*বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে, ২৩ মার্চ ১৯৭১।*

এদিন কুমিল্লা থেকে পাক সেনা কর্মকর্তা জেড এ খান ঢাকায় আসে। ২৫ মার্চ কালরাতে জেড, এ, খানই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এতে বুঝা যায়- বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার এবং অপারেশন সার্চ লাইট এর সিদ্ধান্ত ইয়াহিয়াচক্র দুদিন আগেই চূড়ান্ত করেছিল। সকাল ৭ টায় জাতীয় শ্রমিক লীগের এক বিরাট মিছিলসহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে পৌছেন। সেখানে তিনি স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে প্রতিটি মিছিলকে অভ্যর্থনা জানান। বক্তৃতা দেন। বঙ্গবন্ধু প্রায় সারাদিনই লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরিহিত থাকেন। তিনি একটা কথা প্রায় প্রত্যেক মিছিলের সামনেই বলেন। তা হলো-"সংগ্রাম আর স্বাধীনতা আমার জীবনের মূলমন্ত্র।



www.pathagar.com

সংগ্রাম করেই, যুদ্ধ করেই দেশ স্বাধীন করতে হবে। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। বাংলার মানুষ এবার স্বাধীন হবেই ইনশাল্লাহ।" [৫১] এ সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে দেড় শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক মজার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ "এক পর্যায়ে তার জামাই (শেখ হাসিনার স্বামী) ড. ওয়াজেদ এসে তাঁকে বললেন, আব্বা আপনি আজ এখনো ভাত খান নি। চলুন ভেতরে চলুন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে উদ্দেশ্য করে ছড়া কাটা শুরু করেনঃ

এক দিকে জনতা
এক দিকে জামাই
বল বাবা
কোন দিকে যাই?

তার ছড়া শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন। প্রায় ৪ টার দিকে তিনি দুপুরের খাওয়া খেতে গেলেন।"[৫২] বিকেল ৫ টা থেকে আবারো মিছিল আসতে থাকে। রাত ৯ টা পর্যন্ত চলে মিছিলের আনাগোনা। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ঢাকায় অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ খান আব্দুল ওয়ালী খান, মিয়া মমতাজ দৌওলতানা, এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান, মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মোহাম্মদ খান প্রমুখ বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদসহ কজন বাঙালি নেতাও সাক্ষাৎ করেন মুজিবের সাথে। দুপুরে আগত এক মিছিলের সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন-" আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চাই। প্রয়োজনে রক্ত দিতে প্রস্তুত। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। সাড়ে ৭ কোটির ১ টি আত্মা জীবিত থাকতেও দাবী আদায়ের সংগ্রাম চলবে।"[৫৩] প্রতিরোধ দিবসে স্বাধীন বাংলার পতাকার সাথে কাল পতাকাও উত্তোলন করা হয়। ভুট্টোর অবস্থানকালেই হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। দুপুর ১২ টায় জয় বাংলা বাহিনীর আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলার পতাকা নেড়ে গণবাহিনীকে অভিবাদন জানান। তিনি বলেন-"বাঙালীরা আজ ঐক্যবদ্ধ, বাংলাদেশে যেন একজন শোষণকারীও থাকতে না পারে সেভাবে আন্দোলন

---

* *রাত ৮ টার দিকে শেখ কামালের নেতৃত্বে একদল অর্কেষ্ট্রা শিল্পী বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে গিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে যায়। তাদের যন্ত্রের সুরে বাজে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এবং জয় বাংলা, বাংলার জয়- হবে হবে নিশ্চিয়।" শেখ কামলা স্বয়ং চিটার বাজান। তাদের যন্ত্রসঙ্গীত উপস্থিত জনতার সংগ্রামী চেতনা নতুন উদ্দীপনায় চাঙা হয়ে উঠে।*



www.pathagar.com

অব্যাহত রাখতে হবে।" [৫৪]

বিকেলে বায়তুল মোকাররমে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন যে, আর লাহোর প্রস্তাব নয়, এবার স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এদিন সকাল সাড়ে ১১ টায় প্রেসিডেন্ট ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যান। প্রায় সাড়ে ৪ ঘন্টা পর তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। জনমনে শংকা-ইয়াহিয়া খান সেনানিবাসে সাড়ে চার ঘন্টার দীর্ঘ সময় কী করলেন। বাঙালি জেনে যায় ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র। রণ-প্রস্তুতির কথা। রাষ্ট্রপতির পিএসও জেনারেল পীরজাদার সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রায় সোয়া ঘন্টা বৈঠক করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। দলীয় লোকদের সাথে বৈঠক করেন গভীর রাত পর্যন্ত। বাঙালি বুঝতে পারে ভয়ঙ্কর কিছু হতে যাচ্ছে। এদিকে পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ইয়াহিয়ার নিকট বাণী প্রেরণ করেন। প্রেরীত বাণীতে তিনি বলেন যে, জাতীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তার সংগ্রামে পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে চীন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বৈদেশিক আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন এ সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

এম ভি সোয়াত জাহাজে করে করাচি থেকে যুদ্ধাস্ত্র আনা হয় চট্টগ্রাম বন্দরে। কুলিদেরকে অস্ত্র খালাস করতে বলা হলে তারা তা অস্বীকার করে। হালিশহরে সেনানিবাস থেকে সিপাহী আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কুলিরা তাতেও বাধা দেয়। ফলে অস্ত্র খালাস সম্ভব হয় না। দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী অস্ত্রের খবর ছাপাতে নিষেধ করেন। পরে সাংবাদিক নাজিমুদ্দিন মানিক(একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি-গ্রন্থের লেখক) তা জানতে পেরে শেষ পর্যন্ত ডাকসুর ভিপিকে জানান। ভিপি আ স ম আব্দুর রব তার প্যাডের ১০ টি পাতায় সীল মেরে তাকে দিয়ে দেন। অস্ত্রের সংবাদ ডাকসু ভিপির বিবৃতি হিসাবে সব পত্রিকায় যায় এবং সোয়াতে অস্ত্র আনার ঘটনা জানাজানি হয়। রাত ৮ টার দিকে শেখ কামালের নেতৃত্বে একদল অর্কেষ্ট্রা শিল্পী বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে দিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে যায়। তাদের যন্ত্রের সুরে বাজে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি এবং জয় বাংলা, বাংলার জয়- হবে হবে নিশ্চয়।" শেখ কামাল স্বয়ং গিটার বাজান। তাদের যন্ত্রসঙ্গীতে উপস্থিত জনতার সংগ্রামী চেতনা নতুন উদ্দীপনায় চাঙা হয়ে উঠে।


www.pathagar.com

*কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদের মিছিল। ২৩ মার্চ ১৯৭১*

রংপুরের সৈয়দপুরে সেনাবাহিনী ও গ্রাম বাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বেশ কিছু সাধারণ নিরীহ লোক হতাহত হয়। সন্ধ্যায় পাকবাহিনী জোর করে সৈয়দপুর শহরের কর্তৃত্ব দখল করে। রাতে কারফিউ জারি করা হয়। ২৩ মার্চ সারাদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিতরণ করা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা। দৈনিক পত্রিকা গুলোতেও পতাকার নক্সা ছাপা হয়। যা দেখে বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেশের পতাকা তৈরী করে নিজ নিজ বাসভবনে উড়াতে থাকে। এ দিন ঢাকার অধিকাংশ দূতাবাসেও উড়ে বাংলাদেশের পতাকা। চীনা দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা উড়ানো হয়। কিন্তু ছাত্ররা তা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়ায়। বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উপস্থিত কর্মীদেরকে বলেন-"এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। .... গত ২২ দিনের অসহযোগ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন চক্রের মাজা ভেঙ্গে দিয়েছি। অধিকার যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হবে, সে সম্পর্কে



www.pathagar.com

আমি নিশ্চিত। বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দাবির প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। বাঙালিরা আজ ঐক্যবদ্ধ, তাই বিশ্বের কোন শক্তিই তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। মা বোনেরাও আজ সংগ্রামে রাস্তায় নেমে এসেছেন। বাংলাদেশে যাতে একটিও শোষণকারী থাকতে না পারে, সে জন্যে ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হবে। আমাদের সংগ্রামে ঐক্য ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকি তবে কোন শক্তিই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে হবে। মনে রাখবেন, সেই ভাল সিপাহসালার, যিনি কম রক্তপাতে সফলতা অর্জন করতে পারেন।"[৫৫] প্রকৃতপক্ষে ২৩ মার্চেই 'পূর্ব-পাকিস্তান' হয়ে উঠে অতীত ইতিহাস। প্রতিটি মুহূর্ত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সোনালী মুহূর্ত হয়ে উঠার উত্যুঙ্গ উষ্ণতায় অস্থির। বঙ্গবন্ধু আগেই ২৩ মার্চকে 'ঐতিহাসিক লাহোর দিবস' হিসেবে পালনের জন্য জনতার প্রতি আহবান জানান।

*জয়বাংলা বাহিনীর সালাম গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু। ২৩ মার্চ ১৯৭১*

এ উপলক্ষে তিনি সারা বাংলায় সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। মুজিবই তখন বাংলার সর্বাধিনায়ক। তিনিই নেতা। তিনিই সরকার। জনগণ তাঁর আহবানেই সাড়া দেয়। শাসকগোষ্ঠীর কথা মানে না। ২৩ মার্চ, একাত্তর। রাত্রি শেষ। সূর্যোদয়ের সময় । বাংলার আকাশে নতুন আলো। বাংলার জমিন জুড়ে বসন্ত



www.pathagar.com

বাতাসের নতুন চেতনা। নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। প্রশান্ত ভোর। মাহেন্দ্রক্ষণ। বঙ্গবন্ধু উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। বাংলার শ্যামলীমার মতো পতাকার জমিন সবুজ। বাঙালির সংগ্রামী চেতনার মতো পতাকার ভরাট লাল সূর্য।

*ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনারত পিপলস পার্টির প্রধান জেড এ ভুট্টো। আসলে এ আলোচনা ছিল ইয়াহিয়ার-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ! আলোচনার নামে কালক্ষেপন মাত্র! ২৩ মার্চ, ১৯৭১।*

মায়ের মুখের অবিনাশী সৌন্দর্যের মতো পতাকার সোনালী মানচিত্র- বাংলাদেশ। পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধু উত্তোলন করেন- এই প্রাণের পতাকা। সমবেত সংগ্রামী জনতা গেয়ে উঠে-" জয় বাংলা, বাংলার জয়'। তবু শিক্ষিত মুর্খ, জ্ঞানপাপী কিছু মতলববাজ বলে থাকে- মুজিব স্বাধীনতা চায়নি, চেয়েছে প্রধানমন্ত্রীত্ব। আসলে ওরা প্রপ্যাগান্ডায় মিথ্যাসম্রাট গোয়েবলকেও হার মানিয়েছে। (গোয়েবল ছিলো হিটলারের তথ্যমন্ত্রী- মিথ্যা প্রচারণায় সে ইতিহাস খ্যাত)।



www.pathagar.com

*২৩ মার্চ ১৯৭১ঃ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস রূপান্তরিত হয় 'কালো দিবস'-এ।*
*ঢাকা পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভা ও কুচকাওয়াজে মেয়েদের একাংশ।*



www.pathagar.com

# ২৪ মার্চ ঃ এবার সুনির্দিষ্ট ঘোষণা চাই

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- লেখক সংগ্রাম শিবিরের 'ভবিষ্যৎ বাংলা' শীর্ষক আলোচনা সভা। সময় বিকেল ৪-৩০। স্থান- বাংলা একাডেমী। সভাপতিত্ব করবেন ডা. এ, বি, এম, হাবিবুল্লাহ। প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনায় অংশ নিবেন ঃ ড. আহমদ শরীফ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, জনাব বদরুদ্দিন ওমর, জনাব হুমায়ুন কবির, জনাব আহমদ ছফা, জনাব ফরহাদ মাজহার, জনাব শাহনুর খান ও জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর।
- সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় ভাটা সমজিদ মহলস্নায় লালবাগ ইউনিয়ন ওয়ালী ন্যাপের উদ্যোগে জনসভা। বক্তা- অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী।
- বিকেল ৪ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মুকুল মেলার সাহিত্য পাঠের আসর।
- বিকেল ৩ টায় বায়তুল মোকাররমে হাবিব ব্যাংক ইলেকট্রিক ক্যাসিয়ার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে জনসভা।
- বিকেল ৫ টায় ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস বস্নকের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমে জনসভা। সভা শেষে মশাল মিছিল।
- বিকেল ৫ টায় মতিঝিল টি-এ্যান্ড-টি কলোনী ময়দানে সর্বশ্রেণীর টেলিগ্রাফ-টেলিফোন কর্মচারীদের সাধারণ সভা।
- সকাল ১০ টায় ১৫/ক, পুরানা পল্টনে ওয়াপদা বিদ্যুৎ এবং পানি ও বন্যা শাখার কর্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহক পরিষদের জরুরী সভা।"

২৪ মার্চ, একাত্তর। বুধবার। এদিনে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে সমবেত হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে বলেন "আর আলোচনা নয়, এবার সুনির্দিষ্ট ঘোষণা চাই।" ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বঙ্গতীর্থের সামনে বাড়তে থাকে বিদ্রোহী বাঙালির উত্তাল মিছিলের সমাবেশ। জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা কী বলেন তা শোনার আশায় মুক্তি পাগল বাঙালি আহার নিদ্রা ভুলে যায়। জনতার



www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন- "আগামীকালের মধ্যে ঘোষণা না হলে বাঙালিরা নিজেদের পথ নিজেরাই বেছে নেবে। আমরা সাড়ে সাতকোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। কোন ষড়যন্ত্রই বাঙালিদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।" এদিকে বিগত রাত থেকে এ দিনের সকাল পর্যন্ত সৈয়দপুর সেনানিবাসের পার্শ্ববর্তী বোতলগাড়ী, জেলাহাট ও জুন্দুল গ্রাম ঘেরাও করে অবাঙালি বিহারীদের সাথে নিয়ে পাকসেনারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এতে ১০০ জন বাঙালি শহীদ হন। আহত হন সহস্রাধিক মানুষ। এদিনেও ইয়াহিয়ার সাথে আওয়ামী লীগ নেতাগণ বৈঠক করেন। বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ, কামাল হোসেন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপস্থিত থাকেন। বৈঠক শেষে তাজউদ্দীন আহমদ জানান- আর কোন বৈঠক নয়। আমরা সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করেছি।

ওদিকে চট্টগ্রামেও প্রতিবাদী জনতার উপর পাকবাহিনী গুলি চালায়। জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ওরা রংপুর শহরে সান্ধ্য আইন জারি করে। এ খবরে দেশব্যপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভসহ ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ অনেকগুলো প্রতিবাদ সমাবেশ করে। দুপুরে এক মিছিলে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণ দেন তার বাসভবনেই। মুজিব বলেন যে, বাঙালির দাবী ন্যায়সঙ্গত। তা বানচালের জন্য কোন শক্তি প্রয়োগ সহ্য করা হবে না। বাঙালি কোন শক্তির নিকট মাথা নত করবে না। সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহবান জানান তিনি। বঙ্গবন্ধু বলেন "আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সাথে-শহীদের রক্তের সাথে আমি বেঈমানি করতে পারব না।" [৫৬]

তিনি আরো বলেন-"আমি চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে থাকবো কিনা জানি না স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আপনারা আপনাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।" সন্ধ্যায় ঢাকার মিরপুরে ঘটে জ্বালাও- পোড়াও এর ঘটনা। সাদা পোষাকধারী পাকসেনারা বাঙালিদের বাড়ী থেকে উড্ডীন স্বাধীন বাংলার পতাকা এবং কালো পতাকা নামিয়ে ফেলে। পরে তা একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পাকিস্তানী পতাকা উড়ানো হয়। রাতে বিহারীরা ব্যাপক বোমাবাজি করে। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক স্থানে বাঙালিদের বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। গুলি করে এবং ছুরি মেরে অনেককে আহত করা হয়। ২৪ মার্চ, একাত্তর। যশোরে ঘটে যায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী অনন্য ঘটনা। ইপিআর এর যশোর সদর দপ্তরে জওয়ানরা 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গান গেয়ে উত্তোলন করে স্বাধীন বাংলার পতাকা। তারা সেই পতাকাকে অভিবাদন জানায়। রাতে ৩২ নম্বরের বাড়ীতে অনেক সাংবাদিক।


www.pathagar.com

ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক বিষয়ে তাঁদের সাথে এক আলোচনায় তাজউদ্দীন আহমদ বলেন-"এ বৈঠকে আওয়ামী লীগের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আর কোন বৈঠকের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতিতে আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে দেওয়া যায় না। ...বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলার আর কিছু নেই। বল এখন প্রেসিডেন্টের কোর্টে। যা বলার তারাই বলবেন। প্রেসিডেন্টকে এখন তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে।"[৫৭] পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন সংখ্যালঘু দলের আগত নেতারা ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান। পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতাজ দৌওলতানা ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় সংবাদিকদেরকে বলেন যে, তিনি খুশি মনে ফিরে যাচ্ছেন না। ভুট্টোর নিজ দলের সাত জন নেতাও এদিন ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করে। ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রে পাহারাদার পাকসেনা বাঙালিদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এর প্রতিবাদে সকল কর্মচারী এদিন প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরে পাকসহযোগীরা বোমাবাজি করে।

চট্টগ্রামে এমভি সোয়াত জাহাজ থেকে পাকবাহিনীর অস্ত্র খালাসের সময় বাঙালিরা বাধা দেয়। ওরা তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে জনতা উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। হাজার হাজার বিদ্রোহী বাঙালি চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে ফেলে। পাক সৈন্যরা যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, সেজন্য জনতা ক্যান্টনমেন্টের রাস্তার সবগুলো সেতু ভেঙে দেয়। পিচভর্তি ড্রাম, গাছের গুড়ি, ইট, পাথর প্রভৃতি দিয়ে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড তৈরী করে। লালদীঘির মাঠে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। রাতে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে জনতা ও পাকসেনার সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ২০০ শ্রমিক-জনতা শহীদ হন। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আজো বৈঠক করে। প্রায় ২৫ মিনিটের বৈঠক। হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে ফিরে ভূট্টো সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের আন্তরিক সেবা তিনি করেছেন। বাংলার জনগণ শোষিত হচ্ছে বলে তিনি আগে থেকেই উচ্চকণ্ঠ। আসলে ভুট্টোর এ বক্তব্য ছিল ছদ্মবেশী মায়াকান্না। একদিন পর ২৫ মার্চের কালরাতেই তার নিষ্ঠুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ২৪ মার্চে এক হৃদয় বিদারক অনন্য ঘটনা ঘটে। বিকেল ৪টা সাড়ে ৪টা। কাপ্তান বাজারের এক বিধবা ভদ্র মহিলা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি অস্থির। শেষ পর্যন্ত তিনি ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না। ঢলে পড়লেন মধুমতি ও বাইগার নদীপাড়ের উর্বর জমিনের মতো মুজিবের বিশাল বুকের উপর। ঐ মহিলা সদ্য সন্তানহারা দুঃখিনী মা। অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে



www.pathagar.com

সেই মা বঙ্গবন্ধুকে বললেন-"বাবা, আমার কামাল-জামালকে ফিরিয়ে দাও। মিলিটারীরা কাল রাতে ওদের গুলি করে মেরেছে। আমার আর কিছু নেই। আমি বিধবা-বেওয়া মানুষ অনেক দুঃখে কষ্টে এই দুই ছেলেকে বড় করেছি। আমার বুক ভেঙ্গে গেছে।" পুত্রহারা মায়ের হাহাকারে নেতা মুজিব ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তার দুই ছেলের নামও তো কামাল-জামাল। মমতাময়ী মায়ের বুকের ভাঙনের যন্ত্রণা মুজিবের দরদী পিতৃহৃদয় পলকেই অনুভব করে। বাংলার বাঘের ন্যায় তিনি গর্জে উঠলেন। বললেন-" আমার সাথে আলোচনা করতে এসে এখনো আমার মানুষকে মারা হচ্ছে। এখনও আমার মায়ের কোল খালি করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে বলেন প্রেসিডেন্ট ভবনে টেলিফোন করতে। ফোন ধরে রাষ্ট্রপতির পিএসও লেঃ জেঃ পীরজাদা। তিনি জানান যে প্রেসিডেন্ট তার খাস কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছে। কোন কথা থাকলে তাকে বলার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ জানান যে, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির সাথেই কথা বলবেন।

এমন সময় সংক্ষুব্ধ নেতা মুজিব রিসিভারটা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। বললেন-" আমি বলছি প্রেসিডেন্টকে লাইন দিন।" তাঁর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে পীরজাদা ভড়কে যায়। কয়েক সেকেন্ড পরেই ওপাশে ইয়াহিয়া। বঙ্গবন্ধু সক্রোধে বললেন-" মিঃ প্রেসিডেন্ট ইউ টোল্ড মি দ্যাট দেয়ার উইল বি নো মোর কিলিং। ইউ হ্যাভ অর্ডারড দি আর্মি নট টু কিল এ্যানি ওয়ান, নট এ সিঙ্গাল ফায়ার। বাট দি আর্মি ইজ কিলিং মাই পিপল এভরি হোয়ার। লাস্ট নাইট দে কিল্ড টু ব্রাদার্স ইন কাপ্তান বাজার এরিয়া। দিস ইজ ভেরী স্যাড। আই কনডেম দিস কিলিং ...। দিস ইজ এ গ্রস ব্রীচ অব আওয়ার ডিসকাসান-গ্রস ব্রীচ অব ইওর কমিটমেন্ট। দি আরমি ইজ কিলিং মাই পিপল এ্যাট ইওর প্রেজেন্স ইন ঢাকা। পিপল উইল নট বি এ সাইলেন্স এসপেকটেটর। প্লীজ স্টপ দিস কিলিং...। ... থ্যাঙ্ক ইউ।" [৫৮(ক)] টেলিফোনের ওপার থেকে ইয়াহিয়া কী বলে তা শোনা যায় নি। বঙ্গবন্ধুর সারা শরীর দুঃখে ক্ষোভে কাঁপছিল। বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারে এবং তাঁর অবস্থা দেখে আগত বিধবা মা বললেনঃ "বাবা, আমি আমার ছেলেদের আর কোন দিনই ফেরৎ পাবো না। এ দুঃখও কোন দিন ভুলতে পারবো না। তবে আপনি ইয়াহিয়া খান কে যা বলেছেন, তাতে আমার কষ্ট অনেক খানি কমে গেছে। আমি আপনার জন্য দোয়া করি।" [৫৮ (খ)]

বঙ্গবন্ধু বাড়ীর ভেতরে গিয়েও নিরাবেগ হতে পারলেন না। তিনি বললেন- "এখনও ওরা আমার মানুষকে মারছে। কত রক্ত চায় ওরা। এভাবে লোক হত্যা না করে ওরা আমাকেই মেরে ফেলে না কেন? ওদের বল আমার রক্ত নিয়ে ওরা


www.pathagar.com

যদি খুশী হতে চায়, তবে তাই করুক। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" এক সময় তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। অবোধ শিশুর মতো মহান এ নেতা হু হু করে কেঁদে উঠেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক ও নেইল মন্তব্য করে-"হি ইজ এ পপুলিস্ট লীডার-রিয়েলী হি লাভস হিজ পিপল।" অন্যান্য সাংবাদিক ও লোকজনও হতভম্ব হয়ে যান। সে দিন সারা বিকেলে বঙ্গবন্ধুর মুখে হাসি ফুটে নি। প্রেস ব্রিফিংও করেন নি। প্রেস ব্রিফিং করেন তাজউদ্দীন আহমদ।

*২৪মার্চ'৭১ঃ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মহল্লা মহল্লা গঠিত সেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্তব্যরত কয়েকজন কর্মী।*



www.pathagar.com

ওদিকে ২৪ মার্চ লেঃ জেঃ আব্দুল হামিদ খান, মেঃ জেঃ খাদেম হোসেন রাজা, মেঃ জেঃ মিঠঠা খান, মেঃ জেঃ নওয়াজেস এবং ব্রিগেডিয়ার আনসারী হেলিক্টারে করে এক অনির্ধারিত সফরে চট্রগ্রাম আসে। এ সফরের সময় বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মোজুমদার ও চট্রগ্রাম অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক ক্যাঃ আমিন আহমদ চৌধুরীসহ ওরা ঢাকায় ফিরে যায়। ব্রিগেডিয়ার মোজুমদার এর স্থলে অবাঙালি ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে স্থলাভিষিক্ত করে।

বাঙালিরা বুঝতে পারে কোন বড় ধরণের চক্রান্তের নীল নকসা বাস্তবায়নের জন্যই পাক জেনারেলরা এই আকস্মিক সফর করে। রাত আটটার দিকে ভুট্টোর প্রধান সহচর গোলাম মোস্তফা খার বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। সে জানতে চায় ভুট্টোর প্রস্তাবের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত মতামত। ভুট্টোর ক্ষমতা ভাগাভাগি বা কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু কখনোই রাজি নন। উপর্যুপরি বিধবা মায়ের ঘটনা এবং ইয়াহিয়ার সাথে টেলিফোনে আলাপের ফলে মুজিবের মন মেজাজ ছিল খুবই সংক্ষুব্ধ। এ অবস্থায় মোস্তফা খার এর কথায় বঙ্গবন্ধু চটে যান। তবু সংযত ও দৃঢ় কণ্ঠে তাকে তিনি বলেন-"দিস ইস নট এন্ড উইল নেভার এ্যাকসেপ্টেবল টু আস। প্লিজ টেল ইওর লীডার কিলিং দি পিপল বাই দি আর্মি ইজ নট এ গুড থিং। এন্ড আই হ্যাব নাথিং মোর।" [৫৯] মাত্র পাঁচ মিনিটের বৈঠক করে মোস্তফা খার চলে গেল। বঙ্গবন্ধু তাকেও গুরুত্ব দিলেন না। তিনি বুঝে ফেলেছেন কী হতে যাচ্ছে। ওদিকে বিকেলেই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার)-এর একই ফ্লাইটে ঢাকা ছেড়ে চলে যান। বঙ্গবন্ধু সারা রাত বিনিদ্র কাটালেন।



www.pathagar.com

# ২৫ মার্চ ঃ অপারেশন সার্চ লাইট, বাঙালির ভয়াল কালরাত

**"আজকের কর্মসূচী (দৈনিক পাকিস্তান)**

- বেলা ১২টায় আদমজী হেড অফিসে কর্মচারীদের মতিঝিল অফিস প্রাঙ্গণে সভা ও মিছিল।
- বেলা ১১টায় হাসনা-ভিলা, ৩৮, সিদ্ধেশ্বরীতে ভাসানী ন্যাপ আঞ্চলিক শাখার আহবায়ক ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কদের জরুরী সভা।
- বেলা ৩টায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা।"

২৫ মার্চ, একাত্তর। বৃহস্পতিবার। দুই পুত্রহারা বিধবা মায়ের ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর চোখে এককোঁটা ঘুমও আসেনি রাতে। ফজরের আজান হলো। তিনি শয্যা ত্যাগ করলেন। অজু করলেন। নামাজ পড়লেন । জায়নামাজে বঙ্গবন্ধু থাকতে থাকতেই পিতৃভক্ত মেয়ে জয়সম্ভবা শেখ হাসিনা মায়ের দরদ দিয়ে তাঁকে এক কাপ চা এনে দিলেন। চা পান করে মুজিব আবার বিছানায় গেলেন। চিন্তিত মুজিবকে তার জীবনের সহযোদ্ধা বঙ্গজননী বেগম ফজিলাতুন্নেসা বললেন-" এত চিন্তার কি আছে। সারা জীবনই ঝড়-ঝাপটায় কাটিয়েছো-... আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের পথেই চল, আল্লাহ রক্ষা করবেনই।" আজীবন-আমরণ সহযোদ্ধার অভয় বাণীতে বঙ্গবন্ধুর অশান্ত মন আশায় ও আস্থায় স্থিরতা পেল। এদিকে সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত বঙ্গতীর্থে কেবলি মানুষের মিছিল। প্রত্যেক মিছিল সমাপ্ত হয় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর। তাঁর এক বক্তব্যে তিনি বলেন-"অচিরেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতে পারে এবং সেটা আজ থেকেই শুরু হলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।" [৬০] (এ.অ.আ.দি.পৃ-১৩২)। সন্ধ্যে পৌনে ছটায় ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করে। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে এক বেতার ভাষণে সে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলে - ''মুজিব যে ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছিলো তা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ... তাঁর একগুয়েমি, একরোখা মনোভাব এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অনীহা শুধু একটা কথায় প্রমাণিত করে যে, এই অদ্রলোক এবং তাঁর দল হচ্ছে



www.pathagar.com

পাকিস্তানের শত্রু এবং দেশের অন্য অংশ থেকে পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। মুজিব দেশের অখন্ডতা ও নিরাপত্তার উপর আঘাত হেনেছে। এ অপরাধের জন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী এবং দেশদ্রোহী ব্যক্তি দেশকে ধ্বংশ করুক এবং কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক- তা আমরা বরদাশত করতে পারি না। ...দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আজকে আমি দেশব্যাপী রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণআবে নিসিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপ করা হলো। এতদসংক্রান্ত সামরিক আইনের বিধিগুলো শীঘ্র জারি করা হবে।" [৬১] রাত ৮ টা। আর মাত্র তিন চার ঘন্টা বাকি। এ রাত হয়ে উঠবে বাঙালির ভয়াল কালরাত। পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম গণহত্যার রাত। অপরিচিত এক রিক্সাওয়ালা প্রাণপণ রিক্সা চালাচ্ছেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে অতি দ্রুততার সাথে প্যাডেল চালিয়ে তিনি এসে পৌঁছালেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে। তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন। ম্যারাথনের মতো এই বাঙালি দেশপ্রেমিক রিক্সা চালক জরুরী খবর বয়ে এনেছেন। তার হাতে এক চিরকুট। নাম স্বাক্ষরহীন জরুরী বার্তা। একাত্তরের সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ততম খবর। রিক্সাওয়ালা ভাই কাগজটা পৌঁছালেন নেতা মুজিবের হাতে। চাঁছাছোলা কথা - "আজ রাতে আপনার বাড়ীতে রেইড হবে।" "মুজিব সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামীলীগের হার্ডকোর সদস্যদের ডাকলেন। তাঁদেরকে বার্তার কথা জানালেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সাথে বৈঠকে বসেন। তিনি শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখকে তাজউদ্দীনের সাথে বসে স্বাধীনতার সনদের খসড়া তৈরী করতে বলেন এবং অন্য সকলকে নিজ নিজ জেলায় ও এলাকায় গিয়ে যুদ্ধের সাংগঠনিক তৎপরতা চালাবার নির্দে দেন। তিনি সকলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে আত্মগোপনে চলে যেতে বলেন।" [৬২] আর জনগণ ও ঢাকা শহর বাঁচাতে তিনি নিজে বাসায় রয়ে যান।

গভীর রাত। মানবাধিকারের সকল শিষ্টাচার লংঘন করে, পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। হত্যাকান্ড এত ব্যাপক যে, ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ হিসেবে এ দিনটি বাঙালির জাতীয় জীবনে ভয়াল কালরাত হয়ে রয়েছে। রাতের গভীরে, বর্বর পাকহানাদার বাহিনী, হিংস্র জন্তু হায়েনার মতো শান্তিকামী ঘুমন্ত বাঙালির উপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ে। বর্বররা ওদের পরিকল্পিত এ নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের নাম দেয়- 'অপারেশন সার্চ লাইট'। আসলে তা ছিল বর্বরোচিত হামলা। সেদিন বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে যায় পাকসেনাদের


www.pathagar.com

অমানবিক ও নিষ্ঠুরতম গণহত্যা দেখে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ইপিআর (পরে যা বিডিআর) সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরনো ঢাকাসহ গোটা রাজধানী শহরেই পাক বর্বররা অগ্নিকান্ড ঘটায়। সারারাত হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত থাকে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ও জগন্নাথ হলে ওরা গণহারে নির্বিচার হত্যাকান্ড ঘটায়।

*২৫ মার্চ'৭১ -এর কাল রাতে বর্বর পাক বাহিনীর নির্মম শিকার রিকশাচালক*

আবাসিক কোয়ার্টার থেকে টেনে এনে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক অধ্যাপক ডঃ জি সি দেব (পূর্ণ নাম ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব) এবং ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ (নয়) জন শিক্ষককে অসভ্যরা হত্যা



www.pathagar.com

করে। এ ভয়াল কালরাতে শহীদ হন আরেক বিশিষ্ট জন। তিনি নৌ-বাহিনীর তেজস্বী অফিসার লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামী ছিলেন। রাত ১১টা। বর্বর পাকসেনা পুরোদমে আক্রমন শুরু করে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন রাতের নীরবতা খান খান করে ভেঙে দেয়। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন পরিস্থিতির ভয়াবহতা। তখনো তিনি বুঝতে পারেন নি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নারকীয় তান্ডবের কথা। মার্কিন এম-২৪ ট্যাংক বহর ঢুকে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সঙ্গে ৩০ লরি সৈন্য। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে ওরা ঘাঁটি গাড়লো। ঐ জায়গাটা ওরা ব্যবহার করে ফায়ার বেইস হিসেবে। রক্তের গঙ্গা বয়ে যায় জহুরুল হক হলের করিডোরে। গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওরা ঢুকে পড়ে জগন্নাথ হলে। ৬ জন ছাত্রকে বর্বর পাকসেনারা কবর খোঁড়ার কাজে লাগায়। শেষে ওদেরকেও মেরে ফেলে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের সদর দপ্তর ওরা জ্বালিয়ে দেয়। ১১০০ পুলিশ শহীদ হয় এক রাতে। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষ, কর্মক্লান্ত ঘুমন্ত বাঙালিকে ওরা পাখির মতো গুলি করে মারলেও, ওদের নিষ্ঠুরতা মুক্তিকামী জনতার স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। বরঞ্চ ২৫ মার্চের কালরাতের বর্বর নিষ্ঠুরতা বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে আরো বেশি উদ্দীপ্ত করে তোলে। ছাত্র জনতা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা আরো বেশী জেদী হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও নির্দেশ মান্য করে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে সর্ব সাধারণ ঝাপিয়ে পড়ে মুক্তির সংগ্রামে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সে রাতেই পাক সেনারা গ্রেফতার করে। ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল রাও ফরমান আলী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার জন্য আনুষ্ঠানিক আদেশ প্রদান করে পাক সেনা কর্মকর্তা জেড এ খানকে। শেষ পর্যন্ত জেনারেল আব্দুল হামিদ খানের নির্দেশে তিন গাড়ী সৈন্যসহ বঙ্গবন্ধুকে এরেস্ট করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। রাত ১১.০০ টার সময় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য তেজগাঁও এয়ার ফিল্ড থেকে ধানমন্ডির দিকে রওনা হয় এক সামরিক কনভয়।

---

** দুই পুত্রহারা বিধবা মায়ের ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর চোখে একফোঁটা ঘুমও আসে নি রাতে। ফজরের আজান হলো। তিনি শয্যা ত্যাগ করলেন। অজু করলেন। নামাজ পড়লেন । জায়নামাজে বঙ্গবন্ধু থাকতে থাকতেই পিতৃভক্ত মেয়ে জয়সম্ভবা শেখ হাসিনা মায়ের দরদ দিয়ে তাঁকে এক কাপ চা এনে দিলেন। চা পান করে মুজিব আবার বিছানায় গেলেন। চিন্তিত মুজিবকে তার জীবনের সহযোদ্ধা বঙ্গজননী বেগম ফজিলাতুন্নেসা বললেন-" এত চিন্তার কি আছে। সারা জীবনই ঝড়-ঝাপটায় কাটিয়েছো-... আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের পথেই চল, আল্লাহ রক্ষা করবেনই।"*



www.pathagar.com

*একাত্তরের ২৫ মার্চে কালরাত্রি। বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকা শহরে। শুরু করেছিল ধ্বংসযজ্ঞ ও নিধনপর্ব*

সামনের জীপে (অন্য গাড়ীর নয়) হেড লাইট জ্বালিয়ে জেনারেল জেড, এ খান অগ্রসর হয়। এ কৌশলের কারণ ছিল- সামনের জীপের পেছনে কতগুলো গাড়ী আছে- তা যেন বুঝা না যায়। কনভয়টি রাস্তার নানা জায়গায় ব্যারিকেডের সম্মুখীন হয়। আর তখনই ওরা বেহিসাবি গুলি বর্ষণ করে। এ ভাবেই গুলি করে করে ব্যারিকেড সরিয়ে কনভয়টি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। ওরা শেখ মুজিবকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ক্যান্টনমেন্টে। পরে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু জাত রাজনীতিক, রাজনীতির মহান কবি- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার আগেই ইপিআর এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য, সমগ্র বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে



www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। সেই আহবানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত ১২ টা পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ২৬ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সেই সময়ের লগ্নটি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৬ মার্চ ছিল বলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র অনুযায়ী ২৬মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস। কাজেই ৭মার্চের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম; ঘোষণাই যেমন স্বাধীনতার মূল বীজমন্ত্র তেমনি গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে সে রাতেই বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে যান; তাও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। আর যে যা-ই বলুক, তা উদ্দেশ্যমূলক।

*একাত্তরের ২৫ মার্চের ভয়াল রাত্রিতে নির্মম হত্যাযোগ্যে মেতে উঠা পাক-সেনাার নিস্পাপ ঘুমন্ত শিশু-কিশোরদেরও পাকা ঘুমের বাবস্থা করে দেয়।*

প্রবীণ ও বিখ্যাত সাংবাদিক এ বি এম মুসা তাঁর 'পঁচিশের দিবারাত্রি' শিরোনামের এক লেখায় একাত্তরের সে ভয়াল কালরাত্রির স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি বলেছেন (লেখাটি ২৬ মার্চ ২০০৮, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়)। "…. পঁচিশের খুব ভোরবেলা ৩২ নম্বরে পৌঁছে পিছনের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে খাওয়ার ঘরে পৌঁছলাম। আমি ভাবীর দেয়া রুটি আর সবজি খেতে



www.pathagar.com

খেতে বল্লাম, 'নেতা, সত্যি করে বলুনত কী হচ্ছে আর কি হবে? কালকে প্রেসিডেন্ট হাউসে গেলেন না, আজকেও যাবেন বলে মনে হয়না"। আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে খাবারের প্লেট থেকে চোখ তুলে তিনি শুধু বল্লেন, 'ঢাকা ছাড়'। অতঃপর করে প্রিয় গানের সুর 'জয় হবে হবে জয়। মানবের তরে মাটির পৃথিবী দানবের তরে নয়' গুনগুনিয়ে শোয়ার ঘরে চলে গেলেন। 'ঢাকা ছাড়' বলার ব্যাখা চাওয়ার সুযোগ পেলাম না। .... পঁচিশে মার্চ দুপুরে ৩২ নম্বরের বাড়ীতে আর যাওয়া হয়নি, .... সন্ধ্যায় অফিসে যাওয়ার পথে ৩২ নম্বরের বাড়ীটিতে ঢুকে বাইরের ঘরগুলিতে কাউকে পেলাম না। শুধু বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব আমিনুল হক বাদশা বসে আছে। আমাকে দেখে জানান ' বঙ্গবন্ধু দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের নিয়ে একতলার ছোট ঘরটিতে বৈঠকে বসেছেন। আলোচনা মনে হয় শেষ, খবর এসেছে ইয়াহিয়া বিকালে ঢাকা ছেড়েছে। আমি বসে আছি তাঁর একটি নির্দেশ সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি তৈরী করার জন্য। সেটি দেশী বিদেশী সংবাদপত্রে আর কোন এক বিশেষ জায়গায় পৌঁছাতে হবে। সেই বিশেষ জায়গাটিই ছিল ইপিআরের সিগন্যাল কোর। পঁচিশের রাতে সেখান থেকে অস্পষ্ট মৃদুস্বরে স্বাধীনতা ঘোষণা বিডিআর (তৎকালীন ইপিআর) সিগন্যালে পাঠানো হয়েছিল বলে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর তৎকালীন প্রেস সচিব মেজর সিদ্দিক সালিক এই তথ্যটি তাঁর "উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে উল্লেখ করেছেন।"

২৫ মার্চ, একাত্তর। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সকালে আবার মিলিত হয় বৈঠকে। স্থান রাষ্ট্রপতির বাসভবন। বাঙালির স্বায়ত্বশাসন বিষয়ে এক সাংবাদিক ভূট্টোকে প্রশ্ন করে। উত্তরে ভুট্টো বলেন- "আওয়ামী লীগ যে ধরণের স্বায়ত্বশাসন চাচ্ছে তাকে আর প্রকৃত্ব স্বায়ত্বশাসন বলা চলে না। ওদের দাবীতো স্বায়ত্বশাসনের চেয়েও বেশী-প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।" [৬৩] এ বৈঠকেই দুই খলনায়ক বাংলাদেশে গণহত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বৈঠক শেষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যায়। জান্তাদের সাথে শেষ আলোচনায় বসে। রাত ৮ টায় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। যাওয়ার আগে বাঙালি নিধনে সশস্ত্র হামলার নির্দেশ দেয়। আসলে এ নির্দেশের মধ্য দিয়েই স্বয়ং ইয়াহিয়া অখন্ড পাকিস্তানের কবর রচনা করে। ইয়াহিয়ার সেনানিবাসে যাওয়ার খবর দুপুর ১২ টার মধ্যেই পৌঁছে যায় বঙ্গবন্ধুর নিকট। তিনি নেতা-কর্মীদেরকে নিয়ে জরুরী আলোচনায় বসেন। আলোচনায় শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখকে জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সাথে বসে স্বাধীনতা সনদের খসড়া তৈরী করতে বলেন। অন্যান্য নেতা-কর্মীকে স্ব-স্ব জেলা ও এলাকায় গিয়ে যুদ্ধের



www.pathagar.com

সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দেন। নেতৃবৃন্দকে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে তাঁর বাসভবন ত্যাগ করতে বলেন। তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন। দুপুরে খাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন। মিনিটে মিনিটে তার ফোন আসে।

সবাইকে তিনি একই কথা বলেন-'এলাকায় চলে যাও।' আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। তখন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন-" ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে, কেউ কাউকে বাধা দেবে না এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি হবে না বা ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করতে দেয়া হবে না। এ দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্ম ইসলামের অবমাননার তো প্রশ্নই উঠে না। অন্য কোন ধর্মকেও আমরা অসম্মান করতে দেব না। আমি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝাতে চাইছি।" [৬৪]

পাকবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার সকাল ১১ টায় ঢাকা থেকে রংপুরে যায়। যাত্রী ৪ জন। মেঃ জেঃ জানজুয়া, মেঃ জেঃ মিঠঠা খান, মেঃ জেঃ নজর হোসেন শাহ এবং জেনারেল ওমর। রংপুর ২৩ বিগ্রেডের বিগ্রেড কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার আব্দুল আলী মালিক। তিনি তাদেরকে স্বাগত জানান। রংপুরে একমাত্র ইপিআর বাঙালি প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ। তাকে বাদ দিয়ে সকল ইউনিট কমান্ডারকে নিয়ে বিগ্রেডিয়ার মালিক কয়েক মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টারে রংপুর ত্যাগ করে। একই দিনে রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে আবার ঢাকায় ফিরে আসে। বাঙালিদের মনে অজানা আশংকা।

বাইরে আরেকটা খবর ছড়িয়ে পড়ে- ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ট পরামর্শক ও পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এম এম আহমদ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেছে। এদিকে সারাদিনই খন্ড খন্ড মিছিল ও জনতার ঢল নামে বঙ্গতীর্থে। বঙ্গবন্ধু সংগ্রামী জনতার উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন- "... বিশ্বের কোন শক্তিই পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায় সঙ্গত ও আইন সঙ্গত দাবীকে নস্যাৎ করতে পারবে না। জনতার দাবীকে 'শক্তির দাপটে' দাবিয়ে রাখার জন্য যদি কেউ ' রক্তচক্ষু' প্রদর্শন করে, আমরা তা বরদাশত্ করবো না এবং তা নিশ্চিহ্ন করে দেবো"। [৬৫] রাত ৯ টার মধ্যে সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছে। পাকবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবরে ছাত্র-জনতা ঢাকার পথে ব্যারিকেড তৈরী করে। বঙ্গবন্ধুও ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের খবর দ্রুতই পেয়ে যান। তার বাসভবনে উপস্থিত ছাত্র জনতা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন - "আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের



www.pathagar.com

জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু জেনারেল ইয়া খান সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অখন্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন।" [৬৬]

বিকেলে বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতি প্রদান করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনা বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি বিবৃতিতে ২৭ মার্চ সারা বাংলায় দিনব্যাপী হরতাল আহবান করেন। বিবৃতির কিছু কিছু অংশ নিম্নরূপঃ "…. সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর তৎপরতার সংবাদে আমি মর্মাহত। বেসামরিক লোকদের উপর প্রচন্ড গুলিবর্ষণ ও তাদের উপর অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ….. এটা আরো দুঃখজনক এজন্যে যে, সংকটের রাজনৈতিক সামাধানের ঘোষিত উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টের ঢাকা উপস্থিতির কালে এসব ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এসব সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তাঁর প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, এভাবে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং অত্যাচার বিনা চ্যালেঞ্জে পার পাবে না। আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির যে চরম লক্ষ্য তা অর্জনে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত রয়েছে। ….. বিশ্ববাসী আজ দেখুক, একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে আমরা যখন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন জোর করে একটি সমাধান চাপিয়ে দিতে একটি অশুভ চক্র শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংশের সেসব অশুভ শক্তিকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, তাদের চক্রান্ত সফল হবে না; কারণ জোর করিয়ে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।" [৬৭]

২৫ মার্চের দিনাবসান। সন্ধ্যে ৭টা। আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর বাসায় মিটিং চলছে। চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদের কো-অর্ডিনেটর কমিটির মিটিং। সদস্য মাত্র পাঁচজন-জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম এ হান্নান, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমপি ও এম এ মান্নান। কমিটির সভা চলাকালেই বঙ্গবন্ধুর বাসায় যোগাযোগ করা হয়। তখন রাত আটটা-সাড়ে আটটা। নেতার সাথে কথা বলেন জহুর আহামদ চৌধুরী। তাঁকে নেতা সোঝা বলে দিলেন- "পাশের বাড়ি (মোশারফ হোসেনের বাড়ি) একটা সিক্রেট মেসেজ

---

** ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে, কেউ কাউকে বাধা দেবে না এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি হবে না বা ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করতে দেয়া হবে না। এ দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্ম ইসলামের অবমাননার তো প্রশ্নই উঠে না। অন্য কোন ধর্মকেও আমরা অসম্মান করতে দেব না। আমি ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে তাই বোঝাতে চাইছি।*



www.pathagar.com

আছে .... সেই মেসেজ অনুযায়ী রাত ১০টা থেকে চট্টগ্রামের নেতারা যেন এ্যকশন শুরু করেন। আর কোন দ্বিতীয় মেসেজ নাও যেতে পারে।" দ্রুত সেই মেসেজ সংগ্রহ করা হলো। ইংরেজিতে মেসেজ- "Libarate Chittagong Division by 10 pm on 25th March and them proceed to comilla. Organise all the forces of Chittagong and comilla and other surrounding areas. Consolidate Your power in comilla and if situation demands proceed to Dhaka. In case you do not get any further message from me you are to cary out my above instructions in full." (মর্মার্থঃ ২৫ মার্চ রাত ১০টার মধ্যে চট্টগ্রাম স্বাধীন করে কুমিল্লায় অগ্রসর হোন। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও আশেপাশের এলাকার সকল শক্তিকে সংগঠিত করুন। কুমিল্লায় আপনাদের শক্তি সংহত করুন এবং অবস্থা অনুকূল হলে ঢাকায় অগ্রসর হোন। আমার কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পেলে আমার উপরোক্ত নির্দেশসমূহ পুরোপুরি পালন করুন)। [৬৮]

২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু রাজার বাগ ও যশোর পুলিশ লাইনের অস্ত্রসস্ত্র ডেস্ট্রিবিউট করে দেয়ার নির্দেশ দেন। হাজী গোলাম মোরশেদ (বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) এ নির্দেশ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী আওয়াল সাহেব এবং ই এ চৌধুরীকে জানিয়ে দেন। আওয়াল সাহেব আনসার বিভাগের ডিরেক্টর। ই এ চৌধুরী আর্মড পুলিশের এসপি। যশোরের মশিউর রহমানের কাছে হাজী মোরশেদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ জানান। মশিউর রহমান নেতার নির্দেশ যশোর পুলিশ লাইনে জানিয়ে দেন।

তাৎক্ষণিকভাবে সকল আগ্নেয়াস্ত্র বাঙালি পুলিশের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঢাকার কলা বাগান এলাকায় রাশেদ মোশাররফের নেতৃত্বে জনতা রাস্তায় বেরিকেড সৃষ্টি করে। রাত তখনো ১১টা বাজেনি। বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোরশেদকে লক্ষ্য করে বলেন -"আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। দে আর কামিং টু টেক মি অর কিল মি। আই হ্যাড ডিসাইডেড টু স্টে"। এমন সময় এলেন তবিবর রহমান সাহেব। তিনি পিএসসির সাবেক পরিচালক। বঙ্গবন্ধুর দুই পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে কেঁদে তিনি বললেন- 'আপনি চলে যান বঙ্গবন্ধু, নতুবা পাকিস্তানীরা আপনাকে মেরে ফেলবে'। বঙ্গবন্ধু বললেন- 'ইফ দে ডোন্ট গেট মি, দে উইল ম্যাসাকার এন্ড ডেস্ট্রয় দি সিটি'। (ওরা যদি আমাকে খুঁজে না পায়, তাহলে ওরা গণহত্যা চালাবে এবং ঢাকা শহরকে ছারখার করে ফেলবে)। সম্ভাব্য রক্তগঙ্গা বুক পেতে ঠেকাবার জন্যই বঙ্গবন্ধু রয়ে গেলেন



www.pathagar.com

মৃত্যুর মুখে। প্রিয় বাংলার মানুষকে বাচাঁবার জন্যই নিজে গ্রেফতার হওয়ার নিশ্চিত ঝুঁকি মেনে নিলেন। তবু একদল দুর্মুখ বলে বেড়ায় - মুজিব জনগণকে বিপদে ফেলে নিজে নিরাপদ গ্রেফতারি বরণ করেছে। পরিস্থিতির এরকম ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুর্মতি লোকের দুষ্টু সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তে রইলেন হিমালয়ের মতো অটল। জলদগম্ভীর কণ্ঠে তবিবর রহমানকে তিনি বলেন- 'আমার ভয় কি? আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছি। তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়। বাঙালি জাতি আজ থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। বাঙালি জাতির শৃঙ্খল টুটে গেছে, আমার স্বপ্ন সাধ পূরণ হয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই'। [৬৯]

*বাঙ্গালীর প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার ধানমন্ডি বাসভবন থেকে গ্রেফতারের পর করাচী বিমান বন্দর লাউঞ্জে উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে।*



www.pathagar.com

অন্যান্য সাংবাদিকদের মতো বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব আতাউস সামাদ ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে যান ব্রিফিং নেয়ার জন্য। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বহু নেতাকর্মীর ভীড়। কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর সাথে দ্রুত আলাপ সেরে চলে যাচ্ছেন।

জনাব তাজউদ্দীন সাহেব ও ড. কামাল হোসেনও চলে গেলেন। হঠাৎ পাশ ফিরে বঙ্গবন্ধু আতাউস সামাদকে দেখে বললেন-"তুমি কি জন্য আজতো ব্রিফিং হবে না।" ব্যস্ততার মধ্যেও পাক বাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকা নিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত কথা হলো। পাক আর্মি ঠেকাতে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়ার কথাও নেতাকর্মীকে বলা হয়েছে বলে বঙ্গবন্ধু জনাব সামাদকে জানান। হঠাৎ তার একদম কাছে গিয়ে শেখ মুজিবুর বললেন-"I have given you indepence now go and preserve it."- অর্থাৎ আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি, যাও এবার তা রক্ষা কর গিয়ে। [৭০]

রাত সাড়ে ১১ টায় পাকবাহিনী গণহত্যা শুরু করে। ফার্মগেটে তারা প্রথম প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। লাউড স্পিকারে ওরা গোটা ঢাকা শহরে কারফিউ জারির ঘোষণা প্রদান করে। ছাত্রজনতা ওদেরকে বাধা দেয়। ওরা পাখি শিকারের মতো অবাধে সংগ্রামী বাঙালিকে গুলি করে। ডিনামাইট দিয়ে ব্যারিকেড উড়িয়ে দেয়। ওরা শহরে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় খন্ড যুদ্ধ। প্রতিরোধকারী নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে ওরা ব্যবহার করে ট্যাংক, মর্টার ও রকেড। চারদিকে গুলি। গোলার বিস্ফোরণ। নিপীড়িত মানুষের গগণ বিদারী চিৎকার। ওদিকে রাজারবাগ পুলিশলাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, আর্মানিটোলা, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে হানাদার পাক সেনারা নির্বিচারে বৃষ্টির মতো গুলি চালায়। শহীদ মিনার' দৈনিক পত্রিকার অফিসে বোমাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, বোমাবর্ষণ ও ব্যাপক লুটপাট করে। রাতেই হানাদাররা ঢাকা শহরের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরদিন ২৬ মার্চ তারিখে কোন দৈনিক পত্রিকাই ঢাকায় প্রকাশিত হয় নি। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়।

---

** বঙ্গবন্ধু হাজী গোলাম মোরশেদকে লক্ষ্য করে বলেন - "আমরা স্বাধীন হয়ে গেলাম। দে আর কামিং টু টেক মি অর কিল মি। আই হ্যাড ডিসাইডেড টু স্টে"।*

*জলদগম্ভীর কণ্ঠে তবিবর রহমানকে তিনি বলেন- 'আমার ভয় কি? আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছি। তোমরা যুদ্ধে নেমে পড়। বাঙালি জাতি আজ থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। বাঙালি জাতির শৃঙ্খল টুটে গেছে, আমার স্বপ্ন সাধ পূরণ হয়ে গেছে। মৃত্যুকে আমার আর ভয় নেই'।*

*"I have given you independence now go and preserve it." মুজিব*



www.pathagar.com

# ২৬ মার্চ ঃ স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতা দিবস

২৬ মার্চ, একাত্তর। শুক্রবার। মধ্যরাত। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে বর্বর পাক সেনাদের অতর্কিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞে ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্র শিক্ষকসহ হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান। কিন্তু কালরাতের অবসানে ২৬ মার্চ ভোরের সূর্যোদয় বাঙালির জাতীয় জীবনে বয়ে আনে স্বাধীনতার নতুন আলোকবর্তিকা। জয় বাংলা- শ্লোগানে মুখরিত চতুর্দিক। বীর বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের নির্দেশের প্রেরণায় শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ।

## ২৬ মার্চের প্রথম প্রহর

২৫ মার্চের দিবাগত রাত। কালরাত। ঘড়ির কাঁটা ১২ টার ঘর পার হয়েছে। কালরাতের গভীর মধ্যভাগ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু। ক্যালেন্ডারের পাতায় ২৬ মার্চ সমাগত। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। পরিবেশ পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন তিনি করতে পারতেন। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করবেই। তিনি গ্রেফতারের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাঁর এ প্রস্তুতি ছিল অতি গোপনীয়। যদি সশরীরে তা সম্ভব না হয়, তাহলে বিকল্প পদ্ধতিতে তিনি তাঁর কণ্ঠেই স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যবস্থাও করেছিলেন। পাকিস্তানী সেনাদের হাতে তিনি গ্রেফতার হওয়ার আগে আগে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর টেপকৃত স্বাধীনতার ঘোষণা- তাঁর শেষ বাণী- পরিকল্পনা অনুযায়ী টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিগ্রাম ও ইপিআর এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্তা করেন। তাঁর সেই ইংরেজীতে লেখা বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh Whereever you might be and might whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled form the soil of Bangladesh and final victory is achieved." [৭১]। বাংলা অর্থ



www.pathagar.com

.... "এটাই আমার শেষ বার্তা হতে পারে। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, যে যেখানেই থাক এবং যার যা আছে, তাই দিয়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত পরিরোধ কর। যতদিন না পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত না হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হয়। ততদিন লড়াই চালিয়ে যাবে।"

স্বাধীনতার এ ঘোষণার কথাই জেনারেল টিক্কা খানের জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও -পাবলিক রিলেসান্স অফিসার) সিদ্দিক সালিক তার "উইটনেস টু সারেন্ডার' বইতে বলেছেন। তিনি লিখেছেন - "যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারী তরঙ্গের (ওয়েব লেংথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করলেন"। [৭২] শুধু সিদ্দিক সালিক নয়। স্বয়ং টিক্কা খান মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেছেন। সেটা ১৯৮৮ সালের কথা। সাংবাদিক মুসা সাদিক টিক্কা খানের এক সাক্ষাৎকার নেন। মুসা প্রশ্ন করেন-'Why did you arrest Sheikh Mujib on 26th March from his Dhanmondi Residence?' টিক্কা খাঁন উত্তর দেন - "মেরে কডনে দেঁড়াতে হুয়ে এক থ্রী ব্যান্ড রেড়িও লা কর দিয়া আওর কাঁহা স্যার, সুনিয়ে, শেখ সাব আজাদী কা এলান কর রাহে হেঁয়। আওর মাইনে খোদ শেখ সাব কো রেডিও পর এক ফ্রিকোয়েন্সিছে- Independence কা এলান করতে হুয়া সুনা। জিসকো বাগাওয়াত কাঁহা যা সেকতা হেঁয়। চুকে ম্যাঁয়ে শেখ সাব কি আওয়াজ আচ্ছি তেরা পেহছান তা থা। And I had no option but to arrest him." (আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি ব্যান্ড রেড়িও এনে বললো, স্যার, শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম। কারণ, শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভালো করেই চিনতাম। যে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহীতার শামিল ছিল। সে ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার করা ছাড়া আমার কোন বিকল্প ছিল না)।[৭৩] ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণায় চট্টগ্রামবাসী ভোরের পাখির মতো জেগে ওঠে। সাংবাদিক মুসা সাদিক রাতজাগা পাখির মতো নির্ঘুম। তিনি গেলেন 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকার অফিসে। সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমপি তখনো অফিসেই আছেন। ঢাকা থেকে টেলিপ্রিন্টারে আসা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজী টেক্সটা তার সামনেই।



www.pathagar.com

মুসা সাদিকের সঙ্গী ড. জাফর। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অধ্যাপক খালেদ বললেন - "জাফর সাহেব দেখেন, ঢাকায় ম্যাসাকার (গণহত্যা) হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখন আমাদের সামনে আলজেরিয়া, ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘ স্বাধীনতার যুদ্ধ।" রাত তখন ১ টা ১০ মিনিট। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহর। মুসা সাদিক নিজেও সেই টেলেক্স মেসেজ পড়েন। যার প্রথম বাক্য-'This may be my last message, from today Bangladesh is independent". পুরো বার্তা পড়ার পর সেখানে উপস্থিত সবার শরীরে অন্যরকম শিহরণ জেগে উঠে। অন্যরকম উল্লাসের সাথে প্রত্যেকেই বলতে থাকে- "হাজার বছরের বাঙালী আজ থেকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন হয়ে গেল"। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রাম শহর হয়ে ওঠে ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনার প্রাঙ্গনের মতো লোকারণ্য। লোক মুখরিত। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বাণী দ্রুত জানাজানি হয়ে যায়। বাঙালির স্বাধীনতার আনন্দের বন্যায় চঞ্চল চৈতী রাত দ্রুত ভেসে যায় ভোরের আলোর স্রোতে। স্বাধীনতার অরুণাচল চট্টলা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সুর্যোদয়ে উদ্ভাসিত। রাতে ঘটে যায় স্বাধীনতা মহানাটকের নানা দৃশ্য।

বঙ্গবন্ধু জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছে যুদ্ধ শুরুর নির্দেশনা পাঠিয়েছেন আগেই। সেই নির্দেশনা অনুসরণে কুমিল্লার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনাসভা চলছিল। সভাটি হচ্ছিল আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামানের বাসা-পাথরঘাটার জুপিটার হাউসে। সেখানে উপস্থিত থাকেন আখতারুজ্জামানসহ জহুর আহমদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, এম এ হান্নান, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এমপি, ড. জাফর, এম এ মান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার প্রমুখ। যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রস্তাব হিসেবে এম আর সিদ্দিকী আগরতলায় চিঠিসহ লোক পাঠিয়ে আর্মস সংগ্রহের কথা বলেন। রাত তখন সোয়া ১২ টা। এমন সময় সালিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে একজন মেসেঞ্জার এলেন। তার হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ওয়্যারলেস মেসেজ। মেসেজটি ইংরেজীতে। মেসেজটা চট্টগ্রামের চার নেতার নামে। তাঁরা হলেন - জহুর আহমদ চৌধুরী, এম এ হান্নান, এম আর সিদ্দিকী ও এম এ মান্নান। নেতাগণ তৎক্ষণাৎ জুপিটার হাউস থেকেই চট্টগ্রামে এবং চট্টগ্রামের আশেপাশের জেলাগুলোর এমপি ও এমএনএ গণের কাছে মেসেজটি টেলিফোনে জানাতে শুরু করেন। এম এ মান্নান ও এম এ হান্নান মেসেজটি নিয়ে আন্দরকিল্লায় যান পার্টির অফিসে। রাত তখন দেড়টা। তবু লোকে লোকারণ্য আন্দরকিল্লা। রাতের নীরবতা ভেঙ্গে কেবলই দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে শ্লোগানের ধ্বনি-'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'।



www.pathagar.com

হান্নান ও মান্নান নির্ঘুম সংগ্রামী জনতাকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার মেসেজটি পড়ে শোনান। দেখান। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক বাঙালি সেই মেসেজটি পেতে চায়। এম এ মান্নান তখন পার্টির অফিসে দেখলেন অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী রাখাল বণিক বাবু রয়েছেন। রাখাল বণিক ইংরেজীতে খুব দক্ষ। এম এ মান্নানের অনুরোধে বণিক বাবু ১০ মিনিটের মধ্যে বাংলায় অনুবাদ করেন স্বাধীনতার সেই মেসেজ। বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলেরা রাজপথেই বসে যায় তা কার্বন কপি করার জন্য। সারা রাত তা কপি করা হলো। চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের আশে পাশের জেলার লোকজন স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে গেল। আর সারা রাত ভরেই খবর পাওয়া যেতে লাগল - আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইপিআর, পুলিশ ও আনসারের সহযোগিতায় চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী জেলা গুলো জনগণ মুক্ত করে ফেলেছে।

এদিকে পাকিস্তানের করাচী থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ডন' (ইংরেজী) পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর এক বিবৃতি প্রকাশ পেল। ২৫ মার্চে বঙ্গবন্ধু তা বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠান। ২৭ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল কর্মসূচী পালনের আহবান ছিল ঐ বিবৃতিতে। এছাড়া পাক সেনাদের বিভিন্ন অত্যাচার ও যুলুমের চিত্র ফুটে উঠে বঙ্গবন্ধুর বিবৃতিতে। বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন ও তার পরবর্তী আলোচনা থেকে জনমনে একটা ধারণা হয়েছিল যে, দেশে বিরাজমান গভীর সংকট সম্পর্কে কর্তৃপরে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে তা সমাধান সম্ভব। এ কারণেই আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে বলেন যে, সংকট কেবল রাজনৈতিকভাবেই সমাধান সম্ভব। সে আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট যেসব মৌলিক নীতির ভিত্তিতে সঙ্কটের সমাধান হতে পারে তা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে সেসব নীতি নির্ধারিণের জন্য বৈঠকে মিলিত হন।

এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের পূর্ণ বাস্তবায়নে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি। বিলম্বের কোন কারণ বা যৌক্তিকতা নাই। সংশ্লিষ্টরা যদি রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন, তবে তাঁদের এটা বোঝা উচিৎ যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। নতুবা এ ব্যাপারে কোন বিলম্ব দেশ ও দেশের মানুষকে গভীর সঙ্কটে নিপতিত করবে। তাই সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানে অনভিপ্রেত বিলম্ব দুঃখজনক। ইতিমধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতি একের পর এক সেনাবাহিনীর তৎপরতায় আরো জটিল করে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে


www.pathagar.com

প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এ তৎপরতা জোরদার করা হচ্ছে। সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরে সেনাবাহিনীর তৎপরতার সংবাদে আমি মর্মাহত। বেসামরিক লোকদের উপর প্রচন্ড গুলিবর্ষণ ও তাদের উপর অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে প্রচন্ড গুলিবর্ষণের খবর আসছে।

এটা আরো দুঃখজনক এজন্য যে, সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের ঘোষিত উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টর ঢাকা উপস্থিতির কালে এসব ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে এসব সামরিক অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তাঁর প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিৎ যে, এভাবে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং অত্যাচার বিনা চ্যালেঞ্জে পার পাবে না। আমি নিশ্চিত, বাংলাদেশের বীর সন্তানেরা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির যে চরম লক্ষ্য তা অর্জনে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত রয়েছে। যেটা আরো নিন্দনীয় তা হচ্ছে এই যে, স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য গণবিরোধী শক্তি একটি মহলকে নিয়োজিত করেছে। আমি একাধিকবার বলেছি, যারা বাংলাদেশে বাস করেন তারা যে জায়গা থেকে এসে থাকুন না কেন বা যে ভাষায়ই কথা বলেন না কেন– তারা সবার আগে আমাদের লোক এবং তারাও তা মনে করবেন। তাদের জান– মাল– সম্মান আমাদের পবিত্র আমানত।

এটা তাই স্পষ্ট যে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তারা একটি রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বানচাল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এবং নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমন চালাবার অজুহাত সৃষ্টি করার জন্যই তা করছে। বিশ্ববাসী আজ দেখুক, একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে আমরা যখন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, তখন জোর করে একটি সমাধান চাপিয়ে দিতে একটি অশুভ চক্র শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের সেসব অশুভ শক্তিকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, তাদের চক্রান্ত সফল হবে না, কারণ জোর করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে গুলিবর্ষণ ও নির্যাতন চালানো হয়েছে আমি তার নিন্দা করি। এ ধরণের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সারা বাংলাদেশব্যাপী হরতাল পালিত হবে।

সামরিক বাহিনী ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকের মধ্যে সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি না করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহবান জানাচ্ছি। তাঁরা যদি এতে কর্ণপাত না করেন– সামরিক সংঘর্ষের পথ বেছে নেন, তবে একটি রাজনৈতিক সমাধান বানচাল করা এবং তার মারাত্মক পরিণিতির জন্য তাঁরাই দায়ী



www.pathagar.com

থাকবেন। আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য আমি আমাদের বীর জনগনকে আহবান জানাই। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে চালু রাখতে হবে। সর্বাধিক দক্ষতার সাথে যাতে অর্থনীতি চালু থাকে– তা নিশ্চিত করা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতে হবে। এ ব্যাপারে কল–কারখানায় আমাদের শ্রমিকদের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। সর্বাধিক উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে তাদেরকে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের আন্দোলন এগিয়ে যাবে। সময়ে সময়ে ব্যাখ্যা দেয়া সাপেক্ষ ১৪ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জারিকৃত নির্দেশাবলী বলবৎ থাকবে।[৭৪]

## ২৬ মার্চ ঃ অন্যান্য প্রহর

৭ মার্চের পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নূরুল উলাকে বঙ্গবন্ধু ডেকে এনে একটি বেতার কেন্দ্র নির্মাণ করে তাঁর ঘোষণা রেকর্ড করে সময়মত প্রচারের গোপন পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। ড. উলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক জহুরুল হক ও অন্যান্য সহকর্মীর সহায়তায় একটি বেতার যন্ত্র তৈরী করেন। অত্যন্ত গোপনে ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে নতুন তৈরী প্রচার যন্ত্রটির 'ফ্রিকোয়েন্সি' ক্ষমতা পরীক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. নূরুল উলা বলেন- "বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যে কোন সময় ডাক আসবে এমন আশায় আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা শহরে আগে ভাগেই নেমে যাওয়ায় আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।"[৭৫]

আসলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা দেশে -বিশ্বে পৌছানোর জন্য শুধুমাত্র একটি পথ অবলম্বন করেন নি। দূরদর্শী নেতা বিভিন্ন সোর্স ও পয়েন্ট অতিগোপনীয়ভাবে প্রস্তুত রেখে ছিলেন প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানেরা জন্য। আসলে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক প্রত্যক্ষ ঘোষণার বিষয়টি ছিল একটি গোপন ও কৌশলগত বিষয়। শত্রু পক্ষের অগোচরে একান্ত ঘনিষ্ট ও বিশ্বস্ত জন ছাড়া বঙ্গবন্ধু তা গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানীরা আক্রমণ শুরু করলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। তিনি তা-ই করেছিলেন। তাই বিশ্বের সরকারসমূহ তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বামী স্বনামধন্য পরমানু বিজ্ঞানী ড. এম, এ ওয়াজেদ মিয়া। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ'। এ বইতে তিনি শেখ হাসিনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "আব্বা (শেখ মুজিব -লেখক) ২৫ মার্চ রাতেই বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে


www.pathagar.com

আত্মগোপন করার কথা ছিল এবং তার জন্য পরচুলাও এনে রাখা হয়েছিল। ..... কিন্তু বাইরে বেরুনোর কোন সুযোগ না পেলে যাতে ইপিআর -এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ ০০.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো যায় তার জন্য আব্বা ব্যবস্থা করেছিলেন"। [৭৬]

ড. ওয়াজেদ মিয়া বইটিতে আরও বলেছেন- "বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর -এর ঐ বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর এর ঐ সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষনাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।" [৭৭] ।

কথিত জনাব গোলাম মোর্শেদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুব বিশ্বাসভাজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। বলধা গার্ডেন থেকে গোপনীয় ভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবে প্রচারিত হলেও গভীর রাতে জনমানুষ ঘুমিয়ে থাকায় এবং পরিস্থিতির কারণে তার বহুল প্রচার সম্ভব হয়নি। নোয়াখালির ডিসি মঞ্জুরুল করিম গভীররাতে তা শুনতে পান। শুনতে পান স্বয়ং টিক্কা খান। আর তার পিআরও সিদ্দিক সালিক। অন্যদিকে চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট ওয়ারলেসের মাধ্যমে রাতেই বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বার্তা পৌঁছে যায়। সে ইতিহাস, স্বাধীনতার সে সত্য ঘটনা বড়ই রোমাঞ্চকর। ঐ বার্তা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি থানা জেলা এবং ইপিআর পোস্টে পৌঁছে যায়। আর স্বাধীনতাকামী বাঙালি তা সর্বত্র সাইক্লোস্টাইল করে বিতরণ করে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সকালের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের অনেক আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী তা হাতে পেয়ে যান। সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"The Pakistan Army has suddenly attacked the E. P. R base at Peelkhana and Rajarbag Police line and killed citizens. Street battles are going on in every street of Dacca – Chittagoang. I appeal to the nations of the world for help. Our freedom

* *" আব্বা (শেখ মুজিব -লেখক) ২৫ মার্চ রাতেই বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে আত্মগোপন করার কথা ছিল এবং তার জন্য পরচুলাও এনে রাখা হয়েছিল। ..... কিন্তু বাইরে বেরুনোর কোন সুযোগ না পেলে যাতে ইপিআর -এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ ০০.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো যায় তার জন্য আব্বা ব্যবস্থা করেছিলেন"*



www.pathagar.com

fighters are gallantly fighting the enemy to free the motherland. I appeal and order you all the name of all mighty Allah to fight to the last droop of blood to liberate the country. Ask police, the E. P. R. the Bengal Regiment and the Ansar to stand by you and to fight. No compromise. Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of our motherland. Convey this massage to all Awami league leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you, Joy Bangla .....

Sheikh Mujibur Rahaman
25th March, 1971.

উক্ত বার্তার কথা বাংলা করলে দাঁড়ায়- "পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর বেস, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমন করেছে এবং লোকজন হত্যা করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রত্যেক রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। বিশ্বের জাতি সমূহের কাছে আমি সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য সাহসের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ ও আদেশ করছি দেশকে স্বাধীন করতে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। পুলিশ, ইপিআর, ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদেরকে অনুরোধ করুন আপনাদের পাশে দাঁড়াতে। কোন আপোষ নয়। আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুটি পর্যন্ত বিতাড়িত করুন। আমার এ সংবাদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য স্বাধীনতা প্রিয় ও দেশ প্রেমিকের কাছে পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ মার্চ, ১৯৭১।"[৭৮] বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণার বার্তার বাংলা অনুবাদসহ ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রথম স্বকণ্ঠে প্রচার করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সম্পাদক এম, এ হান্নান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে ২৬ মার্চ ১৯৭১ শুক্রবার বেলা পৌনে দুটোর সময় প্রায় ৫মিনিট ব্যাপী একটি বিশেষ অধিবেশনে তা প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা বার্তার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক মুসা সাদিক।

স্বাধীনতার ঘোষণার বেতার অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ শ্রোতাও তিনি। তিনি বলেন-"২৬ মার্চ শুক্রবার দুপুরের দিকে চট্টগ্রাম রেডিওর আকস্মিক এক



www.pathagar.com

ঘোষণায় সারাদেশে ও বহির্বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দুপুর আনুমানিক দুটার দিকে চট্টগ্রাম রেডিও থেকে বঙ্গবন্ধুর উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা দেশবাসীর উদ্দেশে প্রচার করে শোনালেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান এমএনএ। তিনি স্বাধীনতার উক্ত ঘোষণা প্রচারের সময় আরও প্রচার করেছিলেন- বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং খুনী টিক্কা খান ঢাকায় বাঙালী কমান্ডোদের হামলায় নিহত হয়েছে।- চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জনাব হান্নানের উক্ত বেতার ভাষণ আমার বড় ভাই ও আমার আরও দুই ভাইসহ আমি নিজ কানে শুনলাম। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচারের কৃতিত্ব ও গৌরব জনাব হান্নানের। সেই অর্থে তিনি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন"।[১৯] এম, এ হান্নান এর স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠের পর, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং দেশবাসীর মনে সাহস যোগানোর জন্য একজন সেনাকর্মকর্তার দ্বারা বেতারে ঘোষণা দেয়ার পরিকল্পনা করেন নেতাগণ।

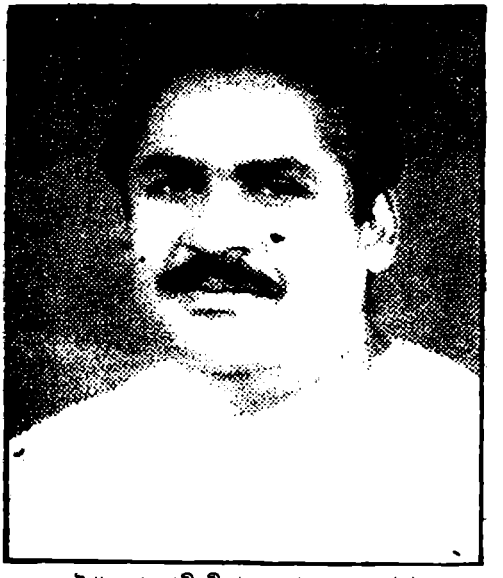

*চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা এম. এ. হান্নান।*
*ঢাকা থেকে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রথম চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করে শোনান।*

এ অবস্থায় তৎকালীন ইপিআর এর ক্যাপ্টেন রফিক (পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ইষ্ট বেঙলের সিনিয়র কর্মকর্তা মেজর জিয়ার কথা বলেন। মেজর জিয়া এতে সম্মত হবে কিনা এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দ সন্দিহান ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে এম.এ.হান্নান, এস.এম ইউসুফসহ কতিপয়



www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, যুব লীগ, ও ছাত্র লীগ নেতৃবৃন্দ বন্দরে (চট্টগ্রাম বন্দর, সেখানে জিয়া সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন) যান। সেখানে তাদের সাথে মেজর জিয়ার সাক্ষাৎ হয়। নেতৃবৃন্দ মেজর জিয়াকে বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে সহযোগিতা করার কথা বললে তিনি তাদের বলেন- 'You know I am a decepline Army. I cannot take the risk of my job & life. You politiceans are created the problems and make the country unstable. What do you think you will libarate the country? It is not posible. Situation will be under control with the short time. I am the last man to go with you.' (অর্থাৎ আপনারা জানেন আমি পেশাদার সৈনিক। আমি চাকুরী ও জীবনের ঝুঁকি নিতে পারিনা। আপনারা রাজনীতিবিদরা দেশের সমস্যা ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। আপনারা কি ভেবেছেন দেশ স্বাধীন করবেন? তা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণে আসবে। আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি সর্বশেষ ব্যক্তি।) [৮০] ওদিকে পাক সেনারা বাঙালি সেনা কর্মকর্তা কর্ণেল এম আর চৌধুরীকে রাতেই বন্দী করে। ক্যান্টনমেন্টেই তাকে হত্যা করে। অষ্টম বেঙ্গলের অফিসার ও সৈনিকেরা ঢাকার আহবান ও ক্যাপ্টেন রফিকের বার্তা পেয়ে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয়। "পাক বাহিনী সেনানিবাসে অবস্থানরত মেজর জিয়ার ইউনিটসহ সকল বাংগালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করে ফেলে। এমনি অবস্থায় যে কয়জন বাইরে আসতে পেরেছেন তার মধ্যে ল্যাঃ শমসের মুবিন চৌধুরী সেনানিবাসের পরিস্থিতি মেজর জিয়াকে অবহিত করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে তার সাথে যোগাযোগ করতে বন্দর অভিমুখে ছুটে যান। টাইগার পাশ এলাকায় জিয়ার সাথে তার সক্ষাৎ হলে গাড়ী থামিয়ে জিয়াকে সেনানিবাসের পরিস্থিতি জানান। জিয়া তার কথায় বিশ্বাস না করে তাকে ধমক দেন। শমসের মুবিন তাকে সেনানিবাসে টেলিফোন করে সত্যতা যাচাই করতে বলেন। টেলিফোনে তার ইউনিট কিংবা বাসভবনে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে শমসের মুবিনের কথায় তার বিশ্বাস হয়। অতঃপর তারা সেনানিবাসে ফিরে গিয়ে অতর্কিতে তার কমান্ডার কর্ণেল জানজুয়াকে হত্যা করে পরিবার পরিজনকে সেনানিবাসে ফেলে রেখে তার ইউনিটের সৈনিকদের নিয়ে সেনানিবাস ত্যাগ করেন"।[৮১] পথে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের কাছে অষ্টম বেঙ্গলের বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তিনি জানতে পারেন।

এদিকে রাত এগারটার পর তিনি খবর পান যে, পরদিন (২৭ মার্চ) সোয়াত জাহাজ থেকে তার অস্ত্র খালাসের আবার আদেশ হয়েছে। জিয়া বুঝতে পারেন- পরিস্থিতি কী । ২৬ মার্চ রাতেই অষ্টম বেঙ্গলের বিদ্রোহীদের সাথে তিনি যোগ



www.pathagar.com

দেন। স্বাধীনবাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিয়ামক বেলাল মোহাম্মদ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেছেন - "টেলিফোন করেছিলাম আঞ্চলিক প্রকৌশলীর বাসায়। মীর্জা নাসির উদ্দিন সকাতরে বলেছিলেন ঃ দেখুন, দুপুর বেলা আওয়ামী লীগের এম, এ হান্নান সাহেব আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন। ট্রান্সমিটার চালু করালেন। শেখ সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করলেন। তারপর সরে পড়লেন। তারাতো আমাদের দিয়ে কাজ করাবেন। পরে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? স্বভাবত বিষয়টি আমার জানা ছিলনা। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম, এ হান্নান। তাঁকে আমি চিনতাম না। ২৬ মার্চ দুপুরে তিনি আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসির উদ্দীন এবং বেতার প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, দেলওয়ার হোসেন ও মোসলেম খানের প্রকৌশলিক সহযোগিতা আদায় করেছিলেন। পাঁচ মিনিট স্থায়ী একটি বিক্ষিপ্ত অধিবেশন। ওতে তিনি নিজের নাম পরিচয়সহ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন।" [৮২] রাত ৮ টার আগেই তিনি দ্বিতীয় বারের মতো নিজের কণ্ঠে নাম ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

ঐতিহাসিক সেই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার বাস্তব স্বাক্ষী গোলাম রব্বানী ডাকুয়া। "গোলাম রব্বানী ডাকুয়া চট্টগ্রামের ফৌজদার হাটের সালিমপুর ভি এইচ এফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি- লেখক) স্টেশনের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে একই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা- চট্টগ্রাম ভি এইচ এফ টেলিযোগাযোগ এবং চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কক্সবাজার, মহেশখালী ও বহিনোঙ্গরে অবস্থানরত বিদেশী জাহাজের টেলিযোগাযোগ এই স্টেশন দ্বারা সম্পন্ন হতো। ঢাকা-চট্টগ্রামের টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে এ ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম ভি এইচ এফ সাব-ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার ছিলো এই সালিমপুর ভি এইচ এফ স্টেশন। এই স্টেশনের পুরো দ্বায়িত্বে ছিলেন গোলাম রব্বানী। স্টেশনটি ঢাকা- মগবাজার ভি এইচ এফ ডিভিশনের অন্তর্গত ছিলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি সম্পর্কে গোলাম রব্বানী বলেন, মগবাজার ভি এইচ এফ স্টেশনে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারিং সুপার ভাইজার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি সালিমপুর ভি এইচ এফ স্টেশনে প্রেরণ করেন এবং সালিমপুর ভি এইচ এফ স্টেশনে কর্মরত টেকনিশিয়ান আবদুল হাকিম তা গ্রহণ করেন। গোলাম রব্বানী বলেন, ২৫ মার্চ রাতে সাড়ে ১০ টা থেকে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের টেলিযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।



www.pathagar.com

কেবলমাত্র ভি এইচ এফ বেতার যন্ত্রের মগ বাজার থেকে ছলিমপুর পর্যন্ত সার্ভিস চ্যানেল (যার দ্বারা বেতার যন্ত্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যোগাযোগ করা হতো) চালু ছিলো। এই সংযোগের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি মগবাজার থেকে সালিমপুর পৌঁছে রাত দেড়টা থেকে দুইটার মধ্যে। গোলাম রব্বানী বলেন, ম্যাসেজটি আবদুল হাকিম গ্রহণ করার পর আমাকে টেলিফোনে জানায় যে, মগবাজার স্টেশন থেকে মেজবাহ সাহেব বঙ্গবন্ধুর একটি বাণী পাঠিয়েছেন। আমি বঙ্গবন্ধুর সেই বাণীটি লিখে নেই এবং হাকিম সাহেবকে ম্যাসেজ বহিঃনোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজে এবং স্তানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের টেলিফোনে জানাতে বলি। আমি নিজে ম্যাসেজটি বিভিন্ন সংস্থা যেমন রেডিও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম রিজিয়নের রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ার মির্জা নাসির উদ্দিনকে ...রেডিওতে প্রচারের ব্যবস্তা গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করি।

জবাব নাসির উদ্দিন বলেছিলেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে ম্যাসেজটি পেলাম এই উদ্ধৃতি দিয়েই প্রচারের ব্যবস্থা করবো। তবে আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি যে, যেহেতু আমি একজন সরকারী কর্মকর্তা সেহেতু আমার নামটা বলাটা ঠিক হবে না। এই বলে নাম ছাড়াই প্রচারের জন্য তাকে অনুরোধ করি। এছাড়া আমি ডিসি অফিস, এসপি সাহেব এবং পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী এ কে খান সাহেবের বাসায় ফোন করে ম্যাসেজটি জানাই। একে খান সাহেবের মেয়ে আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর স্ত্রী ফোনটি রিসিভ করে ম্যাসেজটি লিখে নেন। দুপুরে আমি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী হান্নান সাহেবের কণ্ঠে ঘোষণাটি রেডিও চট্টগ্রাম থেকে প্রচার হতে শুনি। উল্লেখ্য ২৬ মার্চ ভোর থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি হাতে লিখে এবং লোক মারফত বিভিন্ন দিকে প্রচারের ব্যবস্থা করি"। [৮৩] এদিকে বিপক্ষ শক্তির গোপন রেকর্ডে ঠাঁই করে নেয় স্বাধীনতার ঘোষণার ঐতিহাসিক ঘটনা। আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধু। বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে আমেরিকার সরকারের সমর্থন নেই। সমর্থন আছে আমেরিকার জনগণের। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২৬ মার্চ অপরাহ্ন ১৪.৩০ টায় অর্থ্যাৎ আড়াইটায় প্রেরিত DIA (DEFENCE INTELLIGENCE AGENCY) SPOT REPORT হোয়াইট হাউসে পৌঁছালো স্থানীয় সময় ৩.৫৫ মিনিটে। রিপোর্টটির শিরোনাম 'Civil War in Pakistan'. রিপোর্টে বলা হয়- 'Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahaman proclaimed the east wing of the two-part country to be the sovereign independent Peoples Republic of Bangla Desh.' [৮৪]



www.pathagar.com

এসব ঐতিহাসিক সত্য কারণেই ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগর থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে ঘোষণাপত্র দেয়া হয়, তাতে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাকে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে "....Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 milion people of Bangladesh in due fulfilment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971 and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh." [৮৫] একই ঘোষণাপত্রের অন্য অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাকে দৃঢ়িকরণ করে বলা হয়েছে - "... there by confirm the declaration of independence already made by Bangubandhu Sheikh Mujibur Rahman, and" [৮৬] আর এ ঘোষণাপত্রই বাংলাদেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভ। মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাই স্বাধীনতার বীজমন্ত্র।

*২৬ মার্চ'৭১ বিকাল ৫টা ঃ পাক হানাদার বাহিনীর ট্যাংকের গোলায় বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক এবং প্রেস।*



www.pathagar.com

গভীর রাতে (অর্থাৎ ২৫ তারিখ দিবাগত কালরাত) পাক বাহিনী পুলিশ লাইন, ইপিআর গ্যারিসন (পিলখানা), জগন্নাথ ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হল একযোগে আক্রমণ করে। বর্বর পাক সেনারা জহুরুল হক হলে রাতে অবস্থানকারী সকল ছাত্রকেই হত্যা করে। জগন্নাথ হলে ওরা অবিরাম ট্যাংক ও মর্টার থেকে গুলি বর্ষণ করে। হলের রুমে রুমে ঢুকে ছাত্রদের ধরে ধরে হলের মাঠে জড়ো করে এবং একযোগে ব্রাশ ফায়ার করে। বিখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা ও ডাঃ সিরাজুল হক খান সহ অনেক শিক্ষক কর্মচারীকে নির্মমভাবে ওরা হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মধুদার ক্যান্টিনের সেই ছাত্রপ্রিয় মধুদা এবং তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে ওরা হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বস্তিগুলো জ্বালিয়ে দেয়। লোকজনকে ডেকে এনে ওরা হত্যা করে। ঢাকা শহরের হিন্দুবহুল এলাকা তাঁতিবাজার ও শাঁখারি বাজারে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন থেকে বাঁচার জন্য মানুষ বাইরে বেরিয়ে এলে নির্বিচারে বর্বর পাক সেনারা গণহত্যা করে। সে রাতে অন্তত ৫০ হাজার লোক শহীদ হয়। কেবল লোকহত্যা নয়, নারী ধর্ষণ, লুটপাট ও ব্যাপক জ্বালাও পোড়াও শুরু করে ওরা। " কলিকাতা রেডিও 'আকাশবানী' থেকে মাঝেমধ্যেই একটি ইংরেজী ঘোষণা শুনা যাচ্ছিল। যার বাংলা অর্থ হল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এক পক্ষে পাক বাহিনী এবং অপর পক্ষে শেখ মুজিবের অনুসারীরা। এই ঘোষণার পরই করুণ সুরে বাজানো হচ্ছে সেই প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।" [৮৭] আসলে শেখ মুজিব নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও চেয়েছিলেন রাজনৈতিক সমাধান। কিন্তু পাক শাসকচক্র ও জান্তারা বেছে নেয় অপারেশন সার্চ লাইট নামে বর্বরতম গণহত্যা। বঙ্গবন্ধুও তাই বাঙালির মনে হাজার বছরের লুকায়িত আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে ২৬ মার্চ ডাক দিলেন স্বাধীনতার। পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি মাত্র দেশ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। একটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। আরেকটি আমাদের এই বিশ্বের বিস্ময়-বাংলাদেশ।

---

* *'Pakistan was thrust into civil war today when sheikh Mujibur Rahaman proclaimed the east wing of the two-part country to be the sovereign independent Peoples Republic of Bangala Desh.' আমেরিকান DIA SPOT REPORT*



www.pathagar.com

# ২৭ মার্চ ঃ মেজর জিয়ার দ্বিতীয় জনম

২৭ মার্চ, একাত্তর। শনিবার। সকাল। ঢাকা শহরে রাতের মতো গোলাগুলির শব্দ নেই। রাস্তায় লোকজন ও গাড়ীঘোড়া চলতে শুরু করে। অনেকেই চলে যেতে থাকে নিরাপদ জায়গায়। "চট্টগ্রামের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন পাক সমরনায়কগণ ২৭ মার্চ জেনারেল মিঠ্ঠা খানকে নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরীর জন্য চট্টগ্রামে পাঠান। তাঁকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি বিদ্রোহী বাঙালি সৈন্যরা গুলি করে ফুটো করতে সক্ষম হয়।" [৮৮]এদিন সকালে ঢাকা বেতারে ভাঙা ভাঙা বাংলায় জনৈক উর্দুভাষী ঘোষণা করে যে, টিক্কা খান দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল শিথিল করেছে। এ খবর প্রচার হতে না হতেই রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যায়। কেবলি মনে হয় অসংখ্য মানুষের মিছিল। সবাই উর্ধ্বশ্বাস। হাজার হাজার মানুষ জান নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে দিগ্বিদিক। কারো হাতে স্ত্রী বা সন্তানের হাত। কারো কোলে বাচ্চা বা পোটলা। কারো পিঠে বোঝা। রায়ের বাজারে নদীর পাড়ে সৃষ্টি হয় এক মর্মান্তিক দৃশ্য। কোমর পানি-বুক পানি ভেঙে হাজার হাজার নর-নারী নদী পার হয়। যে মা বোনেরা পর্দা রক্ষার্থে কোনদিন রাস্তায় বের হয়নি, তারাও আজ ভেজা গতরে অনেকটা বেআব্রু হয়ে ছুটছেন নিরাপদ গাঁয়ের দিকে। ঢাকার ফুটপাতে লাশ আর লাশ। গুলির আঘাতে লাশের বুক ঝাঁঝরা। কারো ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। কোন কোন লাশ চাঁদরে মুড়ি দেয়া। হয়তো কোন হকার বা ছিন্নমূল মানুষ রাতে ঘুমিয়েছিল খোলা আকাশের নিচে। পাক হানাদারের অপারেশন সার্চ লাইটে তার সেই ক্লান্ত দেহে রাতের নিদ্রাই হয়ে গেল চিরনিদ্রা। বায়তুল মোকাররম মোড়ে লাশ। জিপিওর পিছনের গেটে রক্তাক্ত হৃদপিন্ড ছড়ানো লাশ। রমনা পার্কে ছড়ানো ছিটানো লাশ। ২৭ মার্চের সকালেও ঢাকা শহর লাশের রাজধানী। রাজপথে আর ফুটপাতে প্রাণপণে ছুটে পালানো মানুষের রক্তাক্ত পায়ের চিহ্ন। স্বাধীনতা রক্তস্নাত পদচিহ্ন রেখে চলে মুক্তির পথে। বিজয়ের অরুণাভ পথে। কারফিউ বিকেল ৪টা পর্যন্ত শিথিল করা হয়।

দিন গেল এলো ভয়ঙ্কর রাত। রাত ১১টা। রায়ের বাজার এলাকা। হানাদাররা একটা বাসায় ঢুকে। দুজন গরীব রিক্সা চালক সপরিবারে থাকে ঐ বাড়িতে। বর্বর পাক সেনারা দুজন যুবতীকে ধরে নিয়ে যায়। দুজন বাঙালি মুসলিম তরুণী পাকপশুদের লালসার শিকার হয়। ইয়াহিয়া আর টিক্কা খান এমনি সাচ্চা মুসলমান! হায়েনাদের আরেক দল ঢুকে কুমোর বাড়িতে। ভেঙে



www.pathagar.com

ফেলে ঠাকুর ঘরের প্রতীমাগুলো। ওরা ঘর থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে সব পুরুষগুলোকে। ও বাড়ির এক গৃহবধু আর এক তরুণীকে ওরা নির্যাতন করে মা-বাবা, স্বামী-সন্তান ও শ্বশুর-শাশুড়ির সামনেই। বছর দেড়েক বয়সের এক খোকাকে পাক সেনাদের এক জল্লাদ বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় হত্যা করে। খোকার কচি দেহটা সুতীক্ষ্ণ বেয়নেটের আগায় ঝুলিয়ে রাখে। কারবালার নিষ্ঠুর সিমারও ইমাম হোসেনের শিরমোবারক এমনি করেই বর্শার ডগায় বিঁধে রেখেছিল। এজিদ আর সিমারের মতোই ইয়াহিয়া ও টিক্কা খান। এজিদের তথাকথিত সাধারণ মুসলমান সৈন্যের মতোই বর্বর পাক সেনাসদস্যরা। ওরা মোমিন মুসলমান নয়। ওরা মুসলমান নামধারী মাত্র।

২৭ মার্চ বেলাল মোহাম্মদ পটিয়ায় যান। সেখানে বাঙালি সৈন্যদের নেতৃত্বে মেজর জিয়া। বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন "অনুমতি পেয়ে আমি মাহমুদ হোসেন ভেতরে গিয়েছিলাম। মেজর জিয়াউর রহমান আমাদের অনুষ্ঠান শুনেছিলেন। সন্ধে ৭টা ৪০ মিনিট এবং রাত ১০ টায়। আমাদের পরিচয় পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। বলেছিলাম আপনার কাছে এসেছি একটা সাহায্য চাইতে। কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনটি যদি প্রহরার ব্যবস্হা করতে পারেন।" বিকেল পাঁচটায় বেলাল মোহাম্মদ কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে ফিরে আসেন। ঐ দিনের বিকেলের ঘটনা নিয়ে লিখেছেন-" অফিস কক্ষে শুধু আমরা দুজন। আমি ও মেজর জিয়াউর রহমান। বলেছিলাম আচ্ছা মেজর সাহেব আমরা তো সব মাইনর, আপনি মেজর হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়। কথাটা ছিল নিতান্ত রসিকতা। তিনি নিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেনঃ "হ্যাঁ। কিন্তু কি বলা যায়, বলুন তো। আমি এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের পকেট থেকে কলম হাতে নিয়ে ছিলেন। প্রথমে তিনি লিখেছিলেন-'I Major Jia do hearby declare independenec of Bangladesh' আমি তখন বলেছিলামঃ দেখুন, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে বলবেন কি? তিনি বলেছিলেনঃ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। নিজের নামের শেষে তীর চিহ্ন দিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'On behalf of our National leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman ....' ঘোষণাটি প্রধানত আমার সঙ্গে আলোচনা করে রচিত এবং ক্যাপ্টেন অলি আহামদের উপস্হিতিতে। আর বাংলায় অনুবাদের সময় আমাকে সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল, মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা


www.pathagar.com

ঘোষণা করছেন- বাংলাদেশ সর্বত্র দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে"। [৮৯]

সেদিন মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ বাঙালির উদ্দীপনার কারণ হয়ে উঠেছিল; তেমনি তা বিভ্রান্তিও ছড়িয়ে ছিল। তাঁর প্রথম ঘোষণায় তিনি বলেন- 'I Major Zia Head of the Provisional Revolutionary Government of Bangladesh declare war of Indipendence Against Pakistany occupation army'. [৯০] জিয়ার ঘোষণা নিয়ে চট্টগ্রামের জনাব এ, কে খান, জহুর আহমদ চৌধুরীসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং অনেক সেনা সদস্য পরিস্থিতির সঠিক বাঁকবদলের বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা জিয়ার ঘোষণা বিশ্ববাসী মূল্যায়ন করবে সামরিক ক্যু হিসেবে। জিয়া মুজিব নন। রাজনৈতিক নেতা নন। একজন উঠতি সামরিক কর্মকর্তা মেজর মাত্র। একজন সেনা কর্মকর্তার এ ঘোষণার দ্বারা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন নাও থাকতে পারে। মাহ্‌বুব-উল্ আলম এর 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় এ সময় এ, কে খান চিন্তিত হয়ে বলেন- "এ যে দেখি বিপদের উপর বিপদ, পাকিস্তানী সামরিকতাবাদের জায়গায় বাঙ্গালী সামরিকতাবাদ! পৃথিবীর লোক এটা মানবে কেন ?"

"রেডিওতে তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি নিজেকে 'রাষ্টপ্রধান' বলে উল্লেখ করলেন। কিন্তু ঘোষণায় এ ধরনের বক্তব্য আসার কথা নয়। কথা ছিল যে, তিনি রেড়িওতে ভাষণে বলবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং বাঙালী মিলিটারী, ইপিআর ও পুলিশ জনগণের সাথে মিলে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। নিজেকে 'রাষ্ট্রপ্রধান' হিসেবে উল্লেখ করে ভাষণ দেয়াটা সম্ভবত সে সময়ের উদ্দামতায় মানসিক অবস্থায় অসাবধানতার কারণেই হয়েছিল এবং এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার অধিকার সামরিক অফিসারদের নেই। সে অধিকার শুধুমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। রেডিওতে জিয়ার প্রথম ভাষণে এই বক্তব্যের ফলে বেশ ভুল বুঝাবুঝি এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

জনাব সিদ্দিকী তৎক্ষনাৎ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন যে এ ধরণের ঘোষণা আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে জনগণ এবং বিশ্বের সামনে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করবে। ফলে এই মুক্তিযুদ্ধ জনগণের সংগ্রাম হিসেবে না হয়ে সামরিক অভ্যুত্থান রূপে চিহ্নিত হতে পারে। রাজনৈতিকভাবে আমাদের সবার জন্য তা হবে একটা বিরাট বিপর্যয়। ঠিক যে ধরণের ঘোষণা



www.pathagar.com

তারা প্রচার করতে চান তার একটা খসড়া তৈরী করে মেজর জিয়ার কাছে পাঠানোর জন্য আমি জনাব সিদ্দিকীকে অনুরোধ করলাম। মেজর জিয়া যেন সেটাই রেডিওতে পড়ে শোনাতে পারেন। সেভাবেই আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ একটা খসড়া তৈরী করে মেজর জিয়ার কাছে যান এবং তাঁর ভাষণে যে ধরণের বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করা যে একটা গুরুতর ব্যাপার এবং ভুল, মেজর জিয়া তা বুঝতে পারলেন এবং নতুন করে তৈরী একটি বিবৃতি রেডিওতে পাঠ করে শুনান। এবার তাঁর ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন এবং পরিস্কারভাবে উল্লেখ করলেন যে, তিনি বক্তব্য রাখছেন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে"। [৯১]

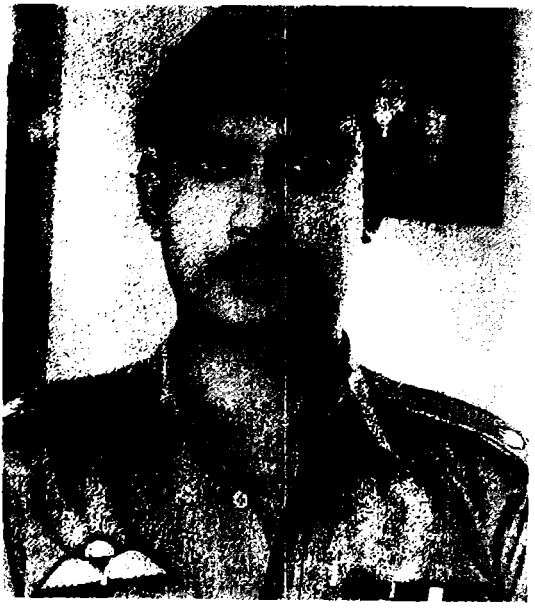

*মেজর জিয়া*
*তিনি ২৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।*

সংশোধিত ঘোষণাটি সন্ধ্যা ৭.৩০মিনিটে মেজর জিয়া ইংরেজীতে পাঠ করেন। কিছুক্ষণ পরপর বারবার তা প্রচারিত হয়। ঘোষণাটির বাংলা অনুবাদও প্রচারিত হতে থাকে। জিয়াউর রহমান নিজে তাঁর ডায়রিতে লিখেন-"২৭শে মার্চ শহরের চারদিকে তখন বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় রেডিও


www.pathagar.com

ষ্টেশনে এলাম। এক টুকরা কাগজ খুঁজছিলাম। হাতের কাছে একটি এক্সারসাইজ খাতা পাওয়া গেল। তার একটি পৃষ্ঠায় দ্রুত হাতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ঘোষণার কথা লিখলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছি, সে কথাও লেখা হলো সেই প্রথম ঘোষণায়। ..... কিছুক্ষণের মধ্যে সে ঘোষণা বেতারে প্রচার করলাম। ২৮শে মার্চ সকাল থেকে পনেরো মিনিট পরপর ঘোষণাটি প্রচার করা হলো কালুরঘাট রেডিও ষ্টেশন থেকে। ৩০ শে মার্চ দ্বিতীয় ঘোষণাটি প্রচার করা হলো রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধক্রমে।" [৯২] ২৭ মার্চ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় জিয়ার ঘোষণা দেয়ার সময় চট্টগ্রামবাসীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খোঁজ পেয়ে যায়। তাছাড়া ভারত কর্তৃক সারা দুনিয়ায় এই ঘোষণা সম্প্রচারিত হয়ে যায়। এইভাবে অপরিচিত মেজর জিয়া সর্বত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

হান্নানের প্রচারিত ঘোষণা চট্টগ্রাম এলাকার কিছু লোক ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি। চট্টগ্রাম বেতারের ট্রান্সমিটার ছিল মাত্র ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন এবং তার শব্দ পৌছানোর এলাকা ছিলো মাত্র ৬০ মাইল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমনের প্রথম দিনে সবাই শক্তিশালী ঢাকা রেডিও স্টেশন কর্তৃক প্রচারিত সামরিক আইনের ঘোষণা শুনতে ব্যস্ত ছিলো। তাছাড়া বেলাল মোহম্মদ এবং তার দল কালুর ঘাট যাওয়ার আগে রেডিও সুইস বন্ধ করে যায়। ফলে জনগণ চট্টগ্রাম বেতারের কিছুই শুনতে পায়নি।

মেজর জিয়া ২৭ মার্চে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন তা নিম্নরূপঃ 'Major Zia, Provisional commander in chief of the Bangladesh liberation Army hereby proclaims, on behalf of sheikh Mujibur Rahman, the Independence of bangladesh.

I also declare, we have already framed a sovereign, legal Government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.

The new democratic Government is commited to a policy of nonalignment in international relations. It will seek friendship with all nations and sturide for international peace.

I appeal to all Government to mobilige public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.

The Government under sheikh Mujibur Rahaman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entilled to recognition from all democratic nations of the world.' [৯৩]। (অর্থাৎ ঃ বাংলাদেশ



www.pathagar.com

মুক্তি বাহিনীর প্রধান মেজর জিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই আমরা সার্বভৌম বৈধ সরকার গঠন করেছি যা আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে।

এই নতুন গণতান্ত্রিক সরকার জোটনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সরকার সকল জাতির বন্ধুত্ব এবং আর্ন্তজাতিক শান্তি কামনা করে। আমি সকল সরকারকে তাদের নিজ নিজ দেশের জনমতকে বাংলাদেশে সংগঠিত ভয়াবহ গণ-হত্যা বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বৈধ বাংলাদেশ সরকার সার্বভৌম এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির সর্মথন পাওয়ার যোগ্য।) 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারনে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।' [৯৩] "এটাই হলো জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস। বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরণের ঘোষণা এসেছে যেমন কুষ্টিয়া থেকে ইপিআর-এ দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপটেন আবু ওসমান চৌধুরী, গাজীপুর থেকে তৎকালীন মেজর সফিউল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে তিতাস গ্যাসের মাইক্রোওয়েভ এর মাধ্যমে মেজর খালেদ মোশাররফ। তবে এইসব ঘোষণাকে ছাপিয়ে জিয়ার ঘোষণাই বেশী সাড়া জাগিয়েছে..... "জিয়াউর রহমানের ঘোষণাটি তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত দেশবাসীকে নূতন করে সাহস আর আত্ম-বিশ্বাসের অভয়বাণী শুনিয়েছিল এবং নব উদ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। এতে কিন্তু জিয়ার কোন একক কৃতিত্ব নাই- এটা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা আর কার্যক্রমের মধ্যে একটা।"[৯৪] মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন কোন বইতে মেজর জিয়ার পঠিত স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী নিম্নরূপঃ

**"The Government of the Sovereign State of Bangladesh**

On behalf of our Great Leader, the Supreme Comander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahaman, we hereby proclaim the Independence of Bangladesh, and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed.

It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of Seventy Five Million People of Bangladesh, and the Government headed by



www.pathagar.com

him is the only legitimate government of the people of the Independent Sovereign State of Bangladesh,which is legally and constitutionally formed, amd is worthy of being recognised by all the governments of the World.

I therefore, appeal on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman to the governments of all the democratic countries of the world,specially the Big powers and the neighbouring countries to recognise the legal government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan.

To dub out the legally elected representatives of the majority of the people as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should be fool none.

The guiding principle of the new state will be first neutrality. secound peace and third friendship to all and enimity to none.

May Allah help us.

**Joy Bangla"**

(বাংলা অনুবাদ)

সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার

" আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তাঁর নেতৃতাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগনের একমাত্র বৈধ সরকার, যা আইনসম্মত এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গঠিত

---

* *'সেভাবেই আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ একটা খসড়া তৈরী করে মেজর জিয়ার কাছে যান এবং তাঁর ভাষণে যে ধরণের বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করা যে একটা গুরুতর ব্যাপার এবং ভুল মেজর জিয়া তা বুঝতে পারলেন এবং নতুন করে তৈরী একটি বিবৃতি রেডিওতে পাঠ করে শুনান। এবার তাঁর ভাষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন এবং পরিস্কারভাবে উল্লেখ করলেন যে, তিনি বক্তব্য রাখছেন বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে।' রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম*



www.pathagar.com

হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য ।

কাজেই আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত ভয়াবহ গণ-হত্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্হা নেযার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণের বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা একটি নির্মম তামাশা এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারা কেউই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি এবং তৃতীয় সকলের সাথে বন্ধুত্ব এবং করো সাথে শত্রুতা নয়।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা"। [৯৫(ক,খ,গ)]

জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার সম্প্রচার দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতোমধ্যে যুদ্ধরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারসহ সামরিক বেসামরিক সকল স্তরের জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্ব, ব্যাপকতা ও সামরিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। নারী পুরুষ আবালবৃদ্ধ নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতের নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত সংবাদ বিবরণ প্রকাশ পায়। পুরো রিপোর্টটি করে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা ইউএনআই(ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া)। প্রকাশিত সংবাদের অনেক বক্তব্য চট্টগ্রামে আওয়ামীলীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট পাঠানো বঙ্গবন্ধুর বার্তার সাথে মিলে যায়। ২৭ মার্চ, একাত্তর, দৈনিক স্টেটসম্যানের খবরে বলা হয়- "একটি গোপন রেড়িও থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পুণঃনামকরণ করেছেন। শুক্রবার পাকিস্তানী সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শক্তির আশ্রয় নেয়ায় এখন সেটা গৃহযুদ্ধের দোরগোড়ায় এসে গেছে এবং জনগণ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এবং পুলিশের সহায়তায় তাদের প্রতিরোধ করছে। খবর ইউএনআই এর।



www.pathagar.com

সীমান্তের ওপার থেকে শিলং ও কলকাতায় ইউএনআই ব্যুরো এবং পূর্বাঞ্চলীয় সেক্টরে সীমান্ত নিকটবর্তী সংবাদ দাতাদের সংগৃহীত রিপোর্টে বলা হয়- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা এবং অন্যান্য শহরে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। হতাহতদের সংখ্যা বিপুল বলে মনে করা হচ্ছে।.... পরে 'স্বাধীন বাংলা (ফ্রি বেঙ্গল) বেতার কেন্দ্রে ভাষণদানকালে মিঃ রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের ঘোষণা দেন। ..... বেতার ঘোষণায় মুক্ত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শেষ শত্রুসৈন্যটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানান।.... মিঃ রহমান তার বেতার ঘোষণায় জনগণকে যেকোন মূল্যে বাংলাদেশর প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকায় শত্রুসৈন্য প্রতিরোধ করার আহবান জানান। শত্রুদের কবল থেকে মুক্তির সংগ্রামে আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন- তিনি তাঁর ভাষণে বলেন। .... মি রহমান বলেন ২৬ মার্চ শুরুর ক্ষণে ঢাকার পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ স্টেশনে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী হঠ্যাৎ হামলা চালায় এবং বহুসংখ্যক নিরস্ত্র লোক হত্যা করে। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের তীব্র যুদ্ধ চলছে। সাহসিকতার সাথে জনগণ বাংলাদেশের মুক্তির জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোণে শত্রু বাহিনীকে প্রতিরোধ করার আহবান জানান হচ্ছে। শত্রুর কবল থেকে মুক্তির সংগ্রামে আল্লাহ আপনাদের আর্শীবাদ করুন সহায় হোন। জয় বাংলা" [৯৬]

২৭ মার্চ, একাত্তরে স্টেটসম্যানে প্রকাশিত পুরো সংবাদটির কোন কোন অংশ যুদ্ধকালীন জনশ্রুতি, এবং অতিরঞ্জিত বা শিথিল তথ্য নির্ভর মনে হতে পারে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত সংবাদের কথিত- রেড়িওতে মুজিবের ঘোষণা, পুর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বলা, স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা, দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটি বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করা, ঢাকা চট্টগ্রামে যুদ্ধ, পিলখানা, ইপিআর আক্রমন, বহুসংখ্যক নিরস্ত্র লোক হতাহত হওয়া; শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালানো, আল্লাহর আর্শীবাদ এবং জয় বাংলা প্রসঙ্গে প্রতীয়মান হয়- পত্রিকার রিপোর্টটি ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল। বঙ্গবন্ধুর টেপকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণা' যা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে প্রচারিত হয়েছে এবং জহুর আহমদ চৌধুরীর নিকট প্রেরিত স্বাধীনতা ও সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণার বাণীর অনেক অংশই যথাশব্দ সহকারে স্টেটসম্যানের সংবাদ ভাষ্যে উঠে এসেছে।

২৬ মার্চের ঘটনা না ঘটলে- ২৭ মার্চের কাগজে তা সংবাদ হতে পারতো না। এমন প্রতিবেদন কবিতার মতো কল্পসুন্দরী হয় না। তবে ঢাকায় ম্যাসাকার



www.pathagar.com

পরিস্থিতির কারণেই স্থানীয় পত্রিকায় সে-খবর প্রকাশিত হয়নি। একাত্তর সালেতো আজকের মতো সমৃদ্ধ তথ্য প্রযুক্তি ছিলনা যে, রাত দুই তিনটার ঘটনাও পরের দিনের কাগজে আসবে। তাছাড়া অনেক পত্রিকাই তখন পাক সেনাদের জ্বালাও পোড়াও যজ্ঞের কারণে প্রকাশ পায়নি। কাজেই যারা বলেন বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি তারা মহান নেতা জাতির জনককে অদূরদর্শী অথবা তাঁর ঘোষণাকে মিথ্যে প্রমানিত করতে চান; আদতে তারাই একাত্তরের সেই উত্তাল ও উত্তুঙ্গ শান সম্বলিত পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন করতে মেধামলিন, অপারগ।

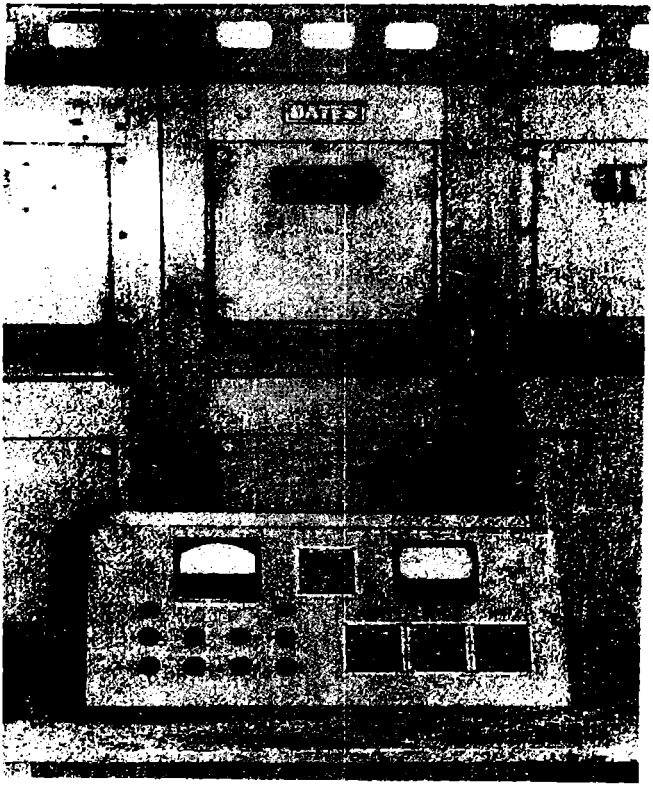

*এই সেই বিখ্যাত কালুরঘাট ট্রান্সমিটার- যার মাধ্যমে ২৬ মার্চে এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং ২৭ মার্চে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ।*

প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ও প্রত্যক্ষ ঘোষণাটি ছিল অতি গোপন ও কৌশলগত বিষয়। শত্রুপক্ষের অগোচরে একান্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্টজন ছাড়া



www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু তা গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। মুজিব চেয়েছিলেন - পাকিস্তনীরা আক্রমন শুরু করলেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। ওদের আক্রমনের আগে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই বঙ্গবন্ধুকে পাক সরকার ভারতের দালাল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেত। বঙ্গবন্ধু তা করেননি। বর্বর পাক জান্তা সরকারের ফাঁদে পড়েননি। ঘটনার পরিনামে দূরদর্শী নেতা, বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ২৬ মার্চে প্রথম প্রহরে। পাক বর্বরদের ২৫ মার্চের শেষ প্রহরের অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হওয়ার পর। তাই বিশ্বের সরকার সমূহ তাঁকে আর বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে পারেনি। এখানেই তার জিত। তাই তিনি রাজনীতির মহান কবি। বাংলাদেশ তাঁর অমর কবিতা। লাল সূর্য আঁকা পতাকা সেই কবিতার ধ্বনিময় ছন্দ। কবিতা, ছন্দ আর কবি অবিচ্ছিন্ন। এই কবিতা যারা বুঝেনি তারা হায়েনা। এই ছন্দ পতাকা যারা পুড়ায়- তারা বর্বর। শকুন। মহান কবিকে যারা বুঝেনা, ইচ্ছান্ধ ওরাই রাজাকার। ওরা একাত্তরে রাজাকার। এখনো রাজাকার। আগামীকালও ওরা রাজাকার থাকবে। ওদের ভাগ্যটাই দুর্ভাগ্য। ওদের কর্মই দুষ্কর্ম। ওরাই অপরাধী। প্রতিক্রিয়াশীল। ওরা রাজাকার। নিরেট রাজাকার।

২৭ মার্চ শনিবার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল (বর্তমানে হোটেল রূপসী বাংলা) থেকে পাকজান্তা সরকার ৩৫জন বিদেশী সাংবাদিককে বাংলাদেশ থেকে বহিস্কার করে। বহিস্কৃত সংবাদ দাতাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নিউইয়র্ক টাইমস এর সিডনি শেনবার্গ। ২৬ ও ২৭ মার্চ ছিল কারফিউ। ইতিহাসের বর্বরতম কালরাতের হত্যাযজ্ঞের ফলে রাস্তাঘাট, নদী- মাঠ সর্বত্রই সৃষ্টি হয় লাশের স্তুপ। সেইসব অসংখ্য মড়া লুকিয়ে ফেলার জন্য পাকসেনাদের প্রয়োজন হয় সুইপার ডোমদের। এভাবেই তারা কালরাতের অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ও সাক্ষী হয়ে রয়। ২৫ মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র নিরীহ ও ঘুমন্ত বাঙালির উপর যে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার পাক বাহিনী শুরু করেছিল- পাক শাসকদের ভাষায় তা ছিল আন্দোলন দমন ও পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা। বর্বর সে অত্যাচারের বিষয়ে ২৭ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী বলেন- 'এ আন্দোলন দমন নয়, নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ট্যাংক ব্যবহার'।

২৭ মার্চ ভোর বেলায় চট্টগ্রাম শহরে মাইকিংয়ের আওয়াজে মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। আন্দরকিল্লায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিস। অফিসের সামনে আন্দরকিল্লার মোড়ে মাইকিং হয়। বলা হয়-" ঢাকায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ঢাকায় পাক হানাদারেরা বাঙালী ইপিআর, পুলিশ ও ছাত্রদের হত্যা করেছে। ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাঙালী রুখে দাঁড়াও ..."। [৯৭] ঘোষণা শুনে সকাল হতে না হতেই দলে দলে লোকজন আন্দরকিল্লার রাস্তায় নেমে আসে। সকলের চোখে মুখে সংগ্রামী চেতনার দীপ্তি। মুখে মুখে একটাই শ্লোগান। একটাই ধ্বনি - জয় বাংলা, জয়


www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু। সকাল ৯টা নাগাদ আন্দরকিল্লা এবং লাল দিঘী লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। কারো হাতে বন্দুক।

কারো হাতে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল। অনেকের হাতে দেশী বল্লম ও লাঠিসোটা। ছাত্র জনতার সাথে একাত্ম হয়ে যায় পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর সদস্যরা। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদ সাইক্লোস্টাইল করে মানুষের হাতে হাতে বিলি করা হয়।

লালদীঘির ময়দানে ঘটে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। ছাত্রনেতা এস এম ইউসুফ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সংগ্রামী জনতাকে পড়ে শোনান। আর বক্তৃতা করেন।

দি পিপল পত্রিকার এক সাংবাদিক স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা পাওয়ার গল্প বলেন তার সামনে ভীড় করে থাকা লোকদেরকে – ঘটনা ঘটে ২৫ মার্চ দিবাগত ২৬ মার্চের রাতের প্রহরে। পাহাড়তলী ওয়্যারলেস অফিস। সেখানে ডিউটিতে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার মোঃ নুরুল আমিন। তিনিই ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মেসেজ রিসিভ করেন। তার ভাই মাহতাব উদ্দিন। মাহতাব নন্দনকানন ওয়্যারলেস অফিসের অপারেটর। চট্টগ্রাম টিএন্ডটি শাখার 'স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদ' এর মহাসচিবও তিনি। নুরুল আমিন একটুও বিলম্ব না করে স্বাধীনতার বার্তাটি মাহতাব উদ্দিনকে দিয়ে দেন। মাহতাব তা সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম এর আওয়ামী লীগ নেতাদের নিকট পৌঁছে দেন। চট্টগ্রাম বেঙ্গল রেজিমেন্টেও মেসেজটি প্রেরণ করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতারা স্বাধীনতার সেই মেসেজ পাওয়ার পর থেকেই সারা শহরে জনতার মাঝে বিতরণ করেন। – এভাবেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে।

২৭ মার্চ লন্ডনের বিবিসি থেকে সকালের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর প্রচার করা হয়। খবরে বলা হয়- 'শেখ মুজিবর প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন'। ২৭ মার্চের দি টাইমস প্রথম পাতায় শিরোনাম করেছিল - 'Heavy fighting as Sheikh Mujib declares E- Pakistan independen ঃ'. অনুরূপভাবে একই দিনে 'দি গার্ডিয়ান' লিখেছিলঃ 'Shortly before his arrest, Mujib had issued a proclamation to his people which informed them: you are citizens of a free country'.। [৯৮] ভারতের দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'THE STATESMAN' পত্রিকায় ২৭ মার্চের প্রধান শিরোনাম হলো- 'Emergence of Bangladesh – BANGLADESH DECLARES FREEDOM –RAHAMAN'S STEP FOLLOWS ARMY CRACKDOWN-CIVIL WAR


www.pathagar.com

ERUPTS IN EAST PAKISTAN -AWAMI LEAGUE LEADERS GO UNDERGROUND' খবরে বলা হয় 'Pakistan's Easter wing rechristened the independent state of Bangla Desh by Sheikh Mujibur Rahaman in a clandestine Radio Broadcast.....'. 'THE HINDU' পত্রিকার শিরোনাম হলো- 'Mujib Declares E. Pak. Indepedent-Civil War Rages: Heavy Casualties' আর খবরে বলা হয় -'Sheikh Mujibur Rahaman tonight proclaimed East Pakistan a Soveregien independent Peoples Republic of Bangladesh.' 'THE JAPAN TIMES' এর ২৭ মার্চের খবরে বলা হয়- 'Sheikh Mujibur Rahaman Friday night proclaimed East Pakistan the sovreign independent Peoples Republic of Bangladesh, according to a clandestine radio report....'. কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকা ২৭ মার্চে শিরোনাম করে - 'বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন ঃ সাত কোটি মানুষের কথা মুজিবুর বলেছেন॥ পূর্ব বঙ্গে জঙ্গী দাপট ঃ ঢাকা-চট্টগ্রামের রাস্তায় লড়াই"। [৯৯] বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ একাত্তরে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে, বিশ্বের দেশে দেশে ২৭ মার্চের খবরের কাগজে তা শিরোনাম হতে পারতো না।

---

* ***Shortly before his arrest, Mujib had issued a proclamation to his people which informed them: you are citizens of a free country'. দি গার্ডিয়ান***
***Sheikh Mujibur Rahaman Friday night proclaimed East Pakistan the sovreign independent Peoples Republic of Bangladesh, according to a clandestine radio report....' দি জাপান টাইমস***



www.pathagar.com

# ২৮ মার্চ ঃ ঢাকায় কারফিউ শিথিল

২৮ মার্চ, একাত্তর। রবিবার। জান্তা শাসকরা ঢাকা শহরে সকাল ৭ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করে। ২৫ মার্চের পর আজই প্রথম দৈনিক পত্রিকা- পাকিস্তান অবজারভার বের হয়। দুই পাতা মাত্র। ৮ কলাম জুড়ে দুই ইঞ্চি চওড়া হেড লাইন ঃ ইয়াহিয়া ব্রডকাস্ট অর্থাৎ ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। বাকী পাতা জুড়ে মার্শাল ল অর্ডারসমূহের বিবরণ। একপাশে ছোট্ট খবর-মুজিব এ্যারেস্টেড অর্থাৎ মুজিব গ্রেফতার। ওদিকে পাকিস্তানী নৌবাহিনী চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গুলিবর্ষণ করে। বুড়িগঙ্গার ওপারে জিঞ্জিরা দখলের চেষ্টা করে পাকবাহিনী। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে। পাল্টা আক্রমণ চালায়। অনেক গুলি বিনিময় হয়। যশোর, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরেও একই ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের তিন চতুর্থাংশ বাঙালির নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবু বিভিন্ন শহরে পাকসেনারা নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করে। ময়মনসিংহেও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি সেনাদেরকে পাকিস্তানি সৈনিকরা আক্রমণ করে। ময়মনসিংহের বাঙালি মেজর নজরুল ইসলাম বেতার বার্তার মাধ্যমে তা ঢাকার জয়দেবপুরের ইস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর কে.এম.সফিউল্লাহকে জানান। মেজর সফিউল্লাহ তাকে সাহায্যের জন্য সৈন্যসহ ময়মনসিংহের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিকে সাহায্য করতে বিশ্বের দরবারে আহবান জানানো হয়। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কাইউম খান কঠোর মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামীলীগের ৬ দফা বিচ্ছিন্নতাবাদের কর্মসূচী। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে তিনি দেশদ্রোহী কার্যকলাপ হিসেবে বক্তব্য দেন। তার ভাষায় বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন হলো 'উন্মুক্ত বিদ্রোহ'। পাকসেনাদের অন্যায়' আক্রমন ও জুলুম নির্যাতনকে তিনি সামরিক বাহিনীর সঠিক, সময়োপযোগী ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা হিসেবে প্রশংসা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা পনের মিনিট পর পর কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শুনানো হয়। পাকসেনারা গভীর রাতে বাঙালি সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমন করে। আগের দিনের পরিস্থিতির কারণে বাঙালিরাও টায়ে টায়ে ছিল। আশঙ্কাই সত্য হলো। ২৭ মার্চে হঠাৎ করে



www.pathagar.com

ইপিআর এর ২ নম্বর উইংয়ে বাঙালি অবাঙালি সৈন্য দুটি পৃথক দলে ভাগ করা হয়। বাঙালি সৈন্যদেরকে অবাঙালি উইং কমান্ডার বিশ্রাম নিতে বলে তখনই ইপিআর এর বাঙালি সদস্যরা টের পেয়েছিল অশনি সংকেত। আক্রমণ হওয়া মাত্রই তারাও পজিশন নিয়ে নিল। শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ। ২৮ মার্চের দুপুর ২টা নাগাদ বর্বর পাকসেনারা পরাস্ত হলো। ময়মনসিংহ পাকসেনামুক্ত হয়ে গেল। ওদিকে ২৫ মার্চের কালরাতে এবং ২৬ ও ২৭ তারিখেও অসংখ্য লাশ পড়ে থাকে ঢাকার ফুটপাতে। রাস্তার মোড়ে। বিভিন্ন অফিসের চত্বরে। আবাসিক এলাকার অলিতে গলিতে। গলিত লাশগুলো অপসারণ করা জরুরী দরকার। সুইপার ও ডোমদের প্রয়োজন। গন্ডগোল পরিস্থিতিতে তারাও আত্মগোপনে। শাসকগোষ্ঠী ২৮ মার্চ সকালে রেডিওতে চরম নির্দেশ ঘোষণা করে সকল কর্মচারীকে অফিসে যোগদান করার জন্য। পৌরসভার সুইপার ও ডোমরা কাজে যোগ দিল। তারাই হয়ে রইল বর্বর হানাদার পাকসেনাদের নিষ্ঠুর গণহত্যার প্রত্যাক্ষদর্শী ও সাক্ষী। মোঃ সাহেব আলীকে (সুইপার ইন্সপেক্টর) অফিস থেকে বলা হলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা লাশ সরিয়ে ফেলতে। তার সুইপার দল ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় পড়ে থাকা বাঙালি ভাই বোনদের লাশ উঠাতে লাগলো। সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকি পোষাক পরা লাশই বেশী। অধিকাংশ লাশই বিকৃত চেহারা হয়ে গেছে। চৈত্রের গরম আবহাওয়ায় লাশগুলো গলিত প্রায়। বাবু বাজার পুলিশ ফাঁড়ির কাছে পাওয়া গেল ১০ পুলিশের পোষাক পরিহিত ক্ষতবিক্ষত লাশ। ঢাকা জজকোর্টের কোণায় দেখা গেল ভিক্ষুক ও রিক্সামিস্ত্রির ১০ উলঙ্গ লাশ।

---

* *পাকসেনারা গভীর রাতে বাঙালি সৈন্যদের অতর্কিতে আক্রমন করে। আগের দিনের পরিস্থিতির কারণে বাঙালিরাও টায়ে টায়ে ছিল। আশঙ্কাই সত্য হলো। ২৭ মার্চে হঠাৎ করে ইপিআর এর ২ নম্বর উইংয়ে বাঙালি অবাঙালি সৈন্য দুটি পৃথক দলে ভাগ করা হয়। বাঙালি সৈন্যদেরকে অবাঙালি উইং কমান্ডার বিশ্রাম নিতে বলে তখনই ইপিআর এর বাঙালি সদস্যরা টের পেয়েছিল অশনি সংকেত।*



www.pathagar.com

# ২৯ মার্চ ঃ চট্টগ্রাম শহর পাক সেনার দখলে

২৯ মার্চ, একাত্তর। সোমবার। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বেরিয়ে আসে পাকবাহিনী। ওদের একটি দল নিউ মার্কেটের দিকে অগ্রসর হয়। আরেকটি দল ডি.সি হিলের দিকে এগোয়। সামনে পেয়ে কয়েকজন নিরস্ত্র পথচারিকে ওরা গুলি করে হত্যা করে। অ্যাম্বোলেন্সে রোগীর বেশে এসে অতর্কিতে ওরা মেডিকেল হাসপাতাল ও কলেজ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। একটু পরে গাড়ী করে আরো পাকসেনা চলে আসে। কোর্টবিল্ডিং এলাকায় ডিফেন্স তৈরী করার জন্য মেজর রফিক (রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক, লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে গ্রন্থের লেখক) একটি ইপিআর প্লাটুনকে পাঠিয়ে দেন। চট্টগ্রাম শহর প্রায় জনশূণ্য হয়ে পড়ে। ফরেস্ট অফিস ও কমিশনার ভবনে ওরা পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে দেয়। ময়মনসিংহে বিকেল চারটার মধ্যেই সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সমাবেশ সম্পন্ন হয়। ময়মনসিংহ টাউন হলের সেই সমাবেশে বাংলাদেশের ব্যাটালিয়নদের সব বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের আনুগত্য ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মেজর কে.এম. সফিউল্লাহ। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে আনা হয় তেজগাঁও বিমান বন্দরে। ওদের মতলব ভাল ছিলনা। রাতেই সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে করে বাঙালির অধিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে নিয়ে যায় করাচী। রাতে আরেকটি ঘটনা ঘটে। নিষ্ঠুর হত্যা কান্ড। প্রেসিডেন্ট হাউস (বর্তমান বঙ্গভবন) থেকে ইপিআর এর ১০০ জন বাঙালি জওয়ানকে তিনটি দলে ভাগ করে বাইরে নিয়ে আসে। আর রমনার কালীবাড়ীর কাছে এনে তাদেরকে নৃশংসভাবে পাখী শিকারের মতো গুলি করে মারে।

বাঙালি সৈন্যরাও বসে থাকেনি। পাকিস্তানী বাহিনীর মেজর আসলাম ও ক্যাপ্টেন ইসফাকসহ ৪০ জন সৈন্য পাবনা থেকে টাঙ্গাইলের গোপালপুর আসার পথে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে এক সফল অফিযানে নিহত হয়। অনেকে প্রাণভয়ে দলচ্যুত হয়ে রাজশাহী যাওয়ার পথে প্রাণ হারায়। ওদিকে ময়মনসিংহে রাবেয়া মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে ইপিআর সদস্যরা হাজার হাজার লোকের সাথে মিলেমিশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ায়। বাংলা মায়ের এক অকুতোভয় দামাল ছেলে-সিপাহী লুৎফর রহমান। অবাঙালি ও বাঙালি ইপিআর এর এক লড়াইতে তিনি (লালমনিরহাটে) শহীদ হন। আর



www.pathagar.com

হানাদার পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে সুনামগঞ্জে শহীদ হন ইপিআর এর বাঙালি সিপাই আব্দুল হালিম।

*মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত ডাকটিকেট।*

২৯ মার্চ মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর থেকে ডোমরা দুই ট্রাক লাশ উঠালো। লাশগুলো ট্রাকে করে ধলপুর ময়লা ডিপোতে নিয়ে ফেলে দিল। শাখারী বাজারে ঘরে ঘরে লাশ। নারী-পুরুষের লাশ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। দুর্বৃত্ত পাক সেনারা মানুষরূপে পশু। ওরা নারীদেরকে মারার আগে নির্যাতন করে। অধিকাংশ লাশের গতর উদোম। শরীরে নানারকম নির্যাতনের চিহ্ন। আল্লাহ্‌র রহমত মায়ের যে স্তন-তাও পশুরা তুলে নেয়। মাতৃস্তনের জায়গা ক্ষত ও সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে। কোন কোন মা-বোনের গোপন অঙ্গে লাঠি ঢুকানো। পশুদের ছত্রছায়ায় বিহারিরা শাখারী বাজারে লুট করে। ঘরে ঘরে ঢুকে সোনাদানা ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। ডোমরা সেখান থেকেও দুই ট্রাক লাশ উঠায় ভাগাড়ে ফেলার জন্য। হঠাৎ আবার গুলাগুলি শুরু হয়। প্রাণ ভয়ে আরো অনেক লাশ ফেলে রেখেই ডোমরা চলে যায়।

---

* *বাঙালি সৈন্যরাও বসে থাকেনি। পাকিস্তানী বাহিনীর মেজর আসলাম ও ক্যাপ্টেন ইসফাকসহ ৪০ জন সৈন্য পাবনা থেকে টাঙ্গাইলের গোপালপুর আসার পথে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে এক সফল অভিযানে নিহত হয়।*



www.pathagar.com

# ৩০ মার্চ ঃ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ

৩০ মার্চ, ১৯৭১। মঙ্গলবার। রাজধানী ঢাকা এক অবরুদ্ধ নগরী। কেউ জানেনা ঢাকার কী খবর। পাক সেনাদের আধিপত্যে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। ঢাকার কোন খবর বর্হিবিশ্বে যাচ্ছে না। ঢাকা হয়ে উঠে এক গুম শহর। তবে আজ সকালে এক পাতার মর্নিং নিউজ প্রকাশ পায়। এক পৃষ্ঠার খবর। অপর পৃষ্ঠা সাদা। বিদেশী খবরের পাশাপাশি বাংলার খবর মাত্র দুটো। 'মুজিব ওয়ানটেড সেপারেশান রাইট ফ্রম সিক্সিটি সিক্স' অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকেই মুজিব বিচ্ছিন্নতার অধিকার চেয়ে আসছেন। আর 'পাকিস্তান সেভ্ড, সেইজ ভুট্টো' অর্থাৎ ভুট্টো বলেছেন- পাকিস্তান রক্ষা হয়েছে। ওদিকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের প্রভাতী অধিবেশন শেষ হয় নতুন মাত্রায়। তা হলো কোরআনের একটি আয়াতের তরজমা পাঠ। অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণায় বলা হয়- "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন আমি তখনই কোন জাতিকে সাহায্য করি যখন সে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে।" পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমাপ্তি ঘোষণা হিসেবে তা শেষ দিন পর্যন্ত চালু থাকে। সময় তখন ২.১০ মিনিট। একটু পরেই বেতারের সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হবে। অকস্মাৎ শোনা গেল বোমা বর্ষণের বিকট শব্দ। আবার শব্দ। একের পর এক বোমা বর্ষণের শব্দ। দশ মিনিট ধরে বিমান হামলা হয়। অন্ততঃ দশটি বিকট আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু সব বোমা ফাটে নি। বেতার কেন্দ্রের গেটের বাইরে একটি কুকুর মারা গেছে। হামলা থামলে কেন্দ্রের নিরাপত্তা দায়িত্বে রত সুবেদার সাবেত আলী অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলে-"এটা হলো বারো আউলিয়ার জায়গা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এখানে বোমা ফাটে নাই।" সাবেত আলী তার হাতের বন্দুক তাক করেছিল। কিন্তু সামান্য বন্দুকের নিশানা বিমানে লাগাতে পারেনি। বোমার আঘাতে পতাকা উড়বার খুঁটি ধ্বসে পড়ে। বেতার কেন্দ্রের অফিস ঘরে বোমার বিকট শব্দে জানালার কাঁচ ভেঙে বুলেটখন্ড ভিতরে ঢুকে পড়ে। চট্টগ্রাম শহরকে পাকসেনারা চারদিক থেকে ঘেরাও করতে থাকে। মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য করার জন্য বেতার কেন্দ্র

---

** ঠাকুরগাঁয়েও সংঘটিত হয় বিপুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ওখানে ছিল পাকিস্তানী সেনাদের মূল ঘাঁটি উইং হেড কোয়ার্টার। অনেক বাঙালি সেনাসদস্য তখন ওখানে ছিল। বর্বর হানাদার বাহিনী বাঙালি সৈন্য নিধনের মতলবে মেতে উঠে। রকেট থেকে গুলি ছুঁড়ে। বাংলার ছেলেরাও বীর দর্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকসেনার উপর। অনেক রক্ত ঝরা এ যুদ্ধে বাংলা মায়ের দুই ছেলে ইপিআর সুবেদার আতাউল হক এবং ল্যান্স নায়েক জয়নাল আবেদীন শহীদ হন।*



www.pathagar.com

থেকে বার বার অনুরোধ জানানো হয়। রংপুর শহরের কাছে বহু গ্রামে হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাশবিক জুলুম নির্যাতন চালায়। বহু বাঙালি নিরীহ লোক ওদের অত্যাচারে অকালে জীবন দেয়। দিনের পর দিন যায় আর পাকিস্তানি আর্মির বর্বরতা বারতে থাকে।

ওদিকে যশোরে ঘটে আরেক ঘটনা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ১০৭ তম বিগ্রেড তখন যশোরে। ওখানে কমান্ডিং অফিসার বিগ্রেডিয়ার এস এ আর দুররানী। সে যশোরে ক্যান্টনমেন্টের অস্ত্রাগারের সব চাবি নিজের হাতে নিয়ে নেয়। এ ঘটনা ঘটে সকাল ৮ টার দিকে। বিগ্রেডিয়ার ওখান থেকে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সেনারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অস্ত্রাগারের তালা ভেঙ্গে ফেলে। মাষ্টারদা সূর্য সেনের মতো বাঙালি সৈন্যরা অস্ত্রাগার লুট করে। নিজেদেরকে মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করে প্রস্তুতি নেয়। বিকেল ৫ টার দিকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন দখল করে নেয় বাঙালি জওয়ানরা। রাজশাহীর গোদাগাড়ী ইপিআর এর উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে পাকবাহিনী। বাঙালিরাও তুমুল প্রতিরোধ গড়ে। বন্দুকযুদ্ধে সিপাহী আব্দুল মালেক শহীদ হন। শুধু তাই নয়। ফাস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বহু সৈন্য, নারী, শিশু, বৃদ্ধকে পরিবার পরিজনসহ নৃসংশভাবে হত্যা করে।

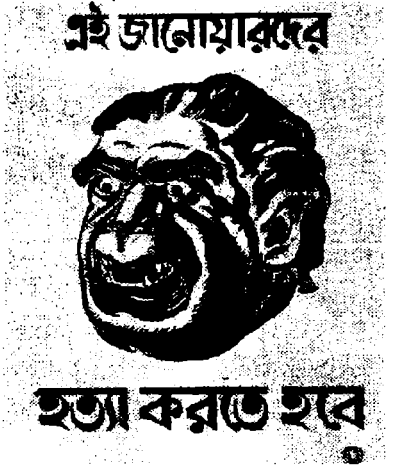


*মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা*
*খুনি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কার্টুন।*

ঠাকুরগাঁয়েও সংঘটিত হয় বিপুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ওখানে ছিল পাকিস্তানী সেনাদের মূল ঘাঁটি উইং হেড কোয়ার্টার। অনেক বাঙালি সেনাসদস্য তখন ওখানে ছিল। বর্বর হানাদার বাহিনী বাঙালি সৈন্য নিধনের মতলবে মেতে উঠে।



www.pathagar.com

রকেট থেকে গুলি ছুঁড়ে। বাংলার ছেলেরাও বীর দর্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকসেনার উপর। অনেক রক্ত ঝরা এ যুদ্ধে বাংলা মায়ের দুই ছেলে ইপিআর সুবেদার আতাউল হক এবং ল্যান্স নায়েক জয়নাল আবেদীন শহীদ হন। ওদিকে কালরাতে ওদের ছোবল থেকে রেহাই পায়নি রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরাও। ডোমরা হলে ঢুকে দেখে এক তরুণীর লাশ ছাদে। ১৮ বছরের তরুণী। লাশের গায়ে কোন জামা কাপড় নেই। উলঙ্গ। মড়ার শরীরে কোন গুলির চিহ্নও নেই। তার চুল ছিড়ে ফেলা হয়েছে। লজ্জাস্থান ক্ষতবিক্ষত। রক্তাক্ত। অত্যাচারের যন্ত্রণায় তা ফুলে অনেক উপরে উঠে আছে। সুইপার ইন্সপেক্টর সাহেব আলী চাদর দিয়ে বোনটির লাশ ঢেকে দেন। লাশ ছাদ থেকে নামানো হলো। রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারেও পশুরা ঢুকে। ৫ জন মালীর স্ত্রী-পরিজনের লাশ পড়ে আছে। পড়ে আছে ৮ জন পুরুষের লাশ। শিববাড়ী কোয়ার্টার থেকে এক হিন্দু অধ্যাপক, তার স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশও উঠানো হলো ট্রাকে। সব লাশ ফেলে দেয়া হলো স্বামীবাগ আউটকলে পরিত্যক্ত জায়গায়।

এদিকে মেজর জিয়া ৩০ মার্চে আর একটি ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণায় তিনি জাতিসংঘ এবং বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহবান জানান - বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর গণহত্যা রোধের জন্য । সময়ের উত্তাল তরঙ্গে মেজর জিয়া ঘোষণাটির নিচে স্বাক্ষর করতঃ তারিখ উল্লেখ করেন ৩১/০৩/৭১। ঘোষণায় বলা হয় -

"From Major Zia

Decelaration:

Punbjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valliant freeedom fighters of Sadhin Bangla. But they have been thrown back and many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 air crafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far at least two thousands of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis Army from one place to the other.

At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air Force. It is in fact a combined operation.



www.pathagar.com

I once again request the United Nations and the big powers to intervene and physically come to our aid. Delay will mean massacre of additional millions.

Signature
Major Ziaur Rahman
31.03.71" [১০০]

(বংলা অনুবাদ ঃ
মেজর জিয়া থেকে ঘোষণা

স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের দমনের জন্য পাঞ্জাবীরা চট্টগ্রাম এলাকায় তৃতীয় কমান্ডো বাহিনী নামিয়েছে। কিন্তু তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাদের অনেককে হত্যা করা হয়েছে।

জনতার দুর্বার গতিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য পাঞ্জাবীরা ব্যাপকভাবে এফ-৮৬ আকাশ যান ব্যবহার করছে। তারা নারী-পুরুষ এবং শিশু নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ পর্যন্ত কম করে হলেও একমাত্র চট্টগ্রামেই কয়েক হাজার সাধারণ বাঙালি নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা মুক্তিবাহিনী পাঞ্জাবীদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে পাঞ্জাবীরা কম করে হলেও দুই বিগ্রেড করে সেনাবাহিনী, নৌ ও আকাশ বাহিনীকে এই হত্যাকান্ডে লাগিয়েছে। বাস্তবে এটা একটি সম্মিলিত অভিযান।

আমি আবারো জাতিসংঘ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গকে এই হত্যাকান্ডে বাধা দান এবং সক্রিয়ভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দেরীতে আরো কয়েক হাজার লোক ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বা/ জিয়াউর রহমান
মেজর
৩১/৩/৭১ )

---

** ওদিকে কালরাতে ওদের হোবল থেকে রেহাই পায়নি রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরাও। ডোমরা হলে ঢুকে দেখে এক তরুণীর লাশ ছাদে। ১৮ বছরের তরুণী। লাশের গায়ে কোন জামা কাপড় নেই। উলঙ্গ।*



www.pathagar.com

## সাইমন ড্রিং এর প্রতিবেদন

"(পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠলে গত ৬ই মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিবেদক সাইমন ড্রিং বিমানে ঢাকায় আসেন। মার্চের পয়লা দিন থেকে চলমান শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে গত সপ্তাহে ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সশস্ত্র হামলা চালানোর সময় বন্দুকের মুখে সকল বিদেশী সাংবাদিককে সেখানকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে রাখে এবং ধরে নিয়ে ঢাকা থেকে করাচি পাঠিয়ে দেয়। ২৬ বছর বয়সী ড্রিং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তল্লাশী অভিযান এড়িয়ে সেখানে রয়ে যেতে সমর্থ হন এবং যুদ্ধ উপদ্রুত পূর্ব পাকিস্তানের লড়াইয়ের চাক্ষুষ বিবরণ জানতে সমর্থন হন। গত সপ্তাহান্তে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ব্যাংকক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র যুদ্ধের ওপরকার তার এই প্রতিবেদনটি পাঠান)

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৫ দিন ধরে চলমান স্বাধীনতা আন্দোলন নির্মূলে সশস্ত্র অভিযান শুরুর সময় থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিদেশী সাংবাদিকদের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বন্দুকের মুখে আটকে এবং পর্যায়ক্রমে তল্লাশী তালিয়ে তাদেরকে খুঁজে বের করে করাচি পাঠিয়ে দিলেও আমি কোনক্রমে ঐ তল্লাশী ফাঁকি দিয়ে ঐ হোটেলের ছাদে আশ্রয় নেই। তারপরও পাকিস্তান সেনাবাহিনী বারবার আমাকে এবং ঐ তল্লাশী ফাঁকি দেওয়া দ্বিতীয় বিদেশী সাংবাদিক এপির চিত্রগ্রাহক মিশেল লরাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালায়। তার সঙ্গেই সুযোগ করে আমি জ্বলন্ত ঢাকা নগরীতে নিবিড়ভাবে ঘোরাঘুরি করি। আর সেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চালানো হত্যাকান্ডের বিষয়টি গোপন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গতকাল আমি নিরাপত্তা রক্ষীদের তল্লাশী ফাঁকি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানগামী বিমানে উঠতে সমর্থ হই। তারপরও আমাকে দু'দু'বার আটক করা হয় এবং ব্যাগেজসহ আমাকে তন্নতন্ন করে তল্লাশীর মুখে পড়তে হয়। তবুও আমার এ প্রতিবেদন তৈরীর নোট ব্যাংকক পর্যন্ত অক্ষত ছিল।

### বিদ্রোহ দমনে পাকিস্তানে ট্যাংক আক্রমণ ঃ ৭,০০০ নিহত, ঘরবাড়ি ভস্মীভূত

"আল্লাহ এবং অখন্ড পাকিস্তানের" নামে শুরু করা লড়াইয়ে ঢাকা এখন ধ্বংস এবং ভীতির নগরী। (এ লড়াই চলাকালে যিনি ঢাকায় ছিলেন সেই সাইমন ড্রিং এ সংবাদ প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন ব্যাংকক থেকে।) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঠান্ডা মাথায় ২৪ ঘন্টাব্যাপী অবিরাম শেল বর্ষণে সেখানে ৭



www.pathagar.com

হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মনে হচ্ছে ঢাকাসহ সব মিলিয়ে এ অঞ্চলে সেনা অভিযানে ১৫ হাজার লোক নিহত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ থেকে সেনা অভিযানের ভয়াবহতা সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে। ছাত্রাবাসে নিজেদের বিছানাতেই ছাত্রদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বাজারগুলোতে কসাইদেরকে নিজেদের দোকানের পেছনে হত্যা করা হয়েছে। ব্যাপক এলাকা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে।

দেশটির সামরিক সরকারে প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দাবি করেছেন, বর্তমানে সেখানকার পরিস্থিতি শান্ত। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে যাচ্ছে, ঢাকা নগরীর রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য এবং প্রদেশটির বিভিন্ন অংশে এখানো নিধন চলছে। কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে এটা সত্য যে, ট্যাংকের সমর্থনপুষ্ট সেনাবাহিনী সেখানকার শহর এং প্রধান জনপদগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিরোধও খুব সামান্য এবং প্রায় অকার্যকর। তা সত্ত্বেও ন্যূনতম উস্কানতে সেনাবাহিনী এখনও গুলি চালাচ্ছে এবং নির্বিচারে দালান কোঠা ধ্বংস করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী যেন দিনকে দিন অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠছে। তবে এসব সেখানকার নিরীহ জনগণের ক্ষেত্রে কি দুর্ভোগ বয়ে আনছে, তা সঠিকভাবে অনুমান করাটা প্রায় অসম্ভব। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং যশোরের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় শিশুসহ মহিলাদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধরে নিয়ে গণহারে হত্যা করা হয়েছে। বাজার এবং দোকানপাটগুলো আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার প্রতিটি ভবনে এখন উড়ছে পাকিস্তানী পতাকা। সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায় নি। তবে কমপক্ষে দু'জন সেনা আহত এবং একজন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। বেশ কিছু সময়ের জন্য বাঙ্গালীদের গণঅভ্যুত্থান ভালোমতো কার্যকরভাবে দমন করা হয়েছ বলেই মনে হচ্ছে। সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করে নিয়ে গেছে এবং তার দল আওয়ামী লীগের প্রায় সকল শীর্ষ নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

**সাঁজোয়া হামলা**

পূর্বপাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের আটক করা হয়েছে, অন্যদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং শেখ মুজিবের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেওয়া দু'টো


www.pathagar.com

পত্রিকার দপ্তর ধ্বংস করে নেওয়া হয়েছে। তবে ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নামা ট্যাংকের প্রথম লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা। ঐ রাতে সেনা অভিযানে তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য অংশ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের একটি সাঁজোয়া, একটি গোলন্দাজ এবং একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন । রাত ১০ টার সামান্য আগে এসব সৈন্য ছাউনি ত্যাগ করতে শুরু করে এবং ১১টা নাগাদ গুলিবর্ষণ শুরু হয়। আর যে সব লোক রাস্তায় গাড়ি, আসবাবপত্র, কংক্রিটের পাইপ দিয়ে সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তারাই এ হামলার শিকার হয়। টেলিফোনে শেখ মুজিবকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তবু তিনি নিজ বাসভবন ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন তার এমন এক সহযোগীকে এসময় শেখ মুজিব বলেন, 'আমি আত্মগোপন করলে সেনাবাহিনী আমাকে খুঁজে বের করতে গোটা ঢাকা শহর ছারখার করে ফেলবে'।

## ২০০ ছাত্র নিহত

সেনাবাহিনীর হামলা সম্পর্কে ছাত্রদেরও সতর্ক করা হয়েছিল। হামলার পরও আশে-পাশে থেকে যাওয়া ছাত্ররা জানায়, তাদের ধারণা ছিল হয়তো তাদেরকে কেবল গ্রেপ্তার করা হবে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরপরই একদল পাকিস্তানী সৈন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন এম-২৪ ট্যাংক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে। সৈন্যরা সেখানকার ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিটির দখল নেয়া এবং এটিকে আশে-পাশের ছাত্রাবাসগুলোতে শেল বর্ষণের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এ আকস্মিক হামলায় সরকারবিরোধী জঙ্গী ছাত্র সংগঠনের সদর দপ্তর হিসেবে বিবেচিত ইকবাল হলে প্রায় ২০০ ছাত্র নিহত হয়। সৈন্যরা ছাত্রাবাস ভবনে শেল বর্ষণের পাশাপাশি ছাত্রবাসের কক্ষগুলোতে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে। ঐসব নিহতদের লাশ হামলার দু'দিন পরও তাদের ভস্মীভূত রুমেই পড়ে ছিল। ছাত্রাবাসের বাইরেও অনেকের লাশ পড়ে আছে এবং সেখানকার একটি পুকুরেও অনেক লাশ ভেসে রয়েছে। চারুকলার একজন ছাত্রের লাশ হাত-পা ছড়ানো অবস্থায় তার ক্যানভাসের সামনেই পড়ে রয়েছে।

নিজেদের বাসভবনেই নিহত হয়েছেন ৭ জন শিক্ষক। আর বাড়ির বাইরে আত্মগোপন করতে গেলে সৈন্যরা ১২ সদস্যের একটি পরিবারকে গুলি করে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনী নিহতদের অনেকের লাশ সরিয়ে নিলেও ইকবাল হলের করিডোর যে সব ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে ৩০ তারিখ পর্যন্ত তা গোনা


www.pathagar.com

হয়নি। আরেকটি ছাত্রাবাসে সৈন্যরা তড়িঘড়ি করে খনন করা গণকবরে নিহতদের সমাধিস্থ করে, এবং পরে ট্যাংক দিয়ে তা সমান করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের উপরও গুলি বর্ষণ করা হয়েছে এবং সেখানকার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রেলপথের পার্শ্ববর্তী ২০০ গজ বিস্তৃত বস্তি ঘরগুলিও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর টহলদল পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি মার্কেটও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সৈন্যরা সেখানকার দোকানদারকে ঘুমন্ত অবস্থানেতই হত্যা করে ।

দু'দিন পর পরিস্থতি খানিকটা স্বাভাবিক পরিস্থতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এলে সেখানে গিয়ে দেখা যায় তখনো তাদের কাঁধ পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা যেন তারা ঘুমন্ত। একই এলাকার ঢাকা মেডিকেল কলেজে সরাসরি বাজুকা আঘাত হানে এবং সৈন্যদের শেল বর্ষণে একটি মসজিদও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

**পুলিশ সদর দপ্তরে হামলা**

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের হামলার সময় নগরীর রাজারবাগস্থ পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ সদর দপ্তরেও সৈন্য নামে। সেখানে ট্যাংকের গোলা বর্ষণ করা হয়, পরে সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে আবাসিক ভবনগুলো গুঁড়িয়ে দেয় এবং নির্বাচারে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশ সদরদপ্তরের বিপরীত দিকে বসবাসরতরাও জাদেন না, এ হামলায় কতজন নিহত হয়েছে। তবে রাজারবাগ পুলিশ সদরদপ্তরে ১১'শ পুলিশ বসবাস করতো। তাদের খুব কমজনই বেঁচে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব হামলা চলাকালে সেনাবাহিনীর অন্য ইউনিটগুলো শেখ মুজিবের বাড়ি ঘিরে ফেলে। রাত ১টার সামান্য আগে যোগাযোগ করা হলে মুজিব আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়তো হামলা হতে যাচ্ছে। সে কারণেই আমি নিজের কাজের লোক ও একজন দেহরক্ষী ছাড়া অন্যদেরকে নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র পঠিয়ে দিয়েছি। তার একজন পড়শী বলেন, রাত ১টা ১০ মিনিটের দিকে একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া যান এবং ট্রাকভর্তি সৈন্যরা রাস্তা থেকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে শেখ সাহেবের বাড়ির দিকে এগুতে থাকে। সৈন্যদের এ বহর বাড়িটির বাইরে এসে থামলে একজন সেনা কর্মকর্তা ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "শেখ তোমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।" এসময় শেখ মুজিব নিজ বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে জনাব দেন, "হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। তোমাদের গুলি ছোঁড়ার কোন দরকার নেই।" "তোমাদের দরকারের কথাটা টেলিফোন করে বললেই হতো। আমি করতাম।


www.pathagar.com

এ সময় ঐ সেনা কর্মকর্তা শেখ মুজিবের বাড়ির বাগান পার হয়ে ভেতরে ঢুকে বলে, "শেখ, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।"

শেখ মুজিবের দেহরক্ষী ঐ সেনা কর্মকর্তাকে গঞ্জনা করতে শুরু করলে তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। পরে তিন জন কাজের লোক, একজন সহযোগী ও ঐ দেহরক্ষীসহ শেখ মুজিবকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

**দলিলাদি জব্দ**

শেখ মুজিবকে সেনাদপ্তরে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর পরই সম্ভবত সৈন্যরা তার বাড়িতে ঢুকে সকল নথিপত্র কব্জা করে, ভাংচুর চালায় এবং বাগানের গেটটি তালাবদ্ধ করে দেয়। তারা সেখানে উড্ডীন লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের "স্বাধীন বাংলাদেশর" পতাকা গুলি করে ভূপাতিত করে এবং পরে সেখান থেকে চলে যায়। ২৬ শে মার্চ ভোর ২টার দিকেও সারা শহর জুড়ে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে থাকে। ইতোমধ্যেই সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংলগ্ন এলাকা দখল করে নিয়েছি। তারা সেখানে আত্মগোপনকারী ছাত্রদের হত্যা ও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময় বেশ কয়েকটি এলাকায় ভারি গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকলেও হামলার তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসতে থাকে। এক প্লাটুন পাকিস্তানী সৈন্য ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বিপরীত দিককার স্থানীয় 'পিপলস' নামক পত্রিকাটির জনশূণ্য দপ্তরে হামলা চালায়, তারা ঐ এলাকার অধিকাংশ ঘরবাড়ীসহ সেটি জ্বালিয়ে দেয় এবং সেখানকার একমাত্র নৈশ প্রহরীকে হত্যা করে। ভোর রাতের দিকে গুলিবর্ষণ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। সুর্যোদয়ের লগ্নে সারা শহরে ভৌতিক নীরবতা নেমে আসে। এসময় রাস্তায় সেনা কনভয়ের আওয়াজ এবং কাকপক্ষীর কিচিরমিচির ছাড়া আর কোন জনমনিষ্যির উপস্থিতি আভাস মাত্রও দেখা যায়নি। তখনো সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটার যেন বাকি ছিল। ২৬ তারিখ মধ্য দুপুরে পাকিস্তানী সৈন্যরা কোন পূর্ব-সতর্কীকরণ ছাড়াই পুরানো ঢাকার আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে। এখানকার সংকীর্ণ গলি-ঘুঁপচি ও রাস্তা সরু হলেও এলাকাটিতে ১০ লাখেরও বেশি লোক বাস করে। ঢাকার যে সব এলাকয় শেখ মুজিবের প্রতি জনসাধারণের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে, পুরানো ঢাকা তার অন্যতম। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নয়া বাজার, সিটিবাজার, অর্থহীন এসব নামের এলাকাতে হাজারো লোকের বসবাস। পরবর্তী ১১ ঘণ্টা ধরে পাকিস্তানী সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং অগ্নি-সংযোগ করে ব্যাপক এলাকা ভস্মীভূত করে। ফ্রেঞ্চ


www.pathagar.com

রোড, নয়া বাজার এলাকার বয়োবৃদ্ধ এক অধিবাসী জানায়, ''হঠাৎ করেই রাস্তার মাথ্যয় সৈন্যরা উপস্থিত হয় এবং তারা সকল বাড়িঘরে গুলিবর্ষণ করতে করতে ছুটে আসে''।

এ হামলাকারী দলটির পিছু পিছু পেট্রোল-ভর্তি ক্যান নিয়ে আসে আরেকদল সৈন্য। এসব এলাকার যেসব বাসিন্দা পলায়নে উদ্যত হয় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় আর যারা ঘর বাড়িতে অবস্থান করে তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। মধ্যদুপুর থেকে দুইটার মধ্যকার সময়ে এসব এলাকায় প্রায় ৭শ নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়। আরো তিনটি এলাকাতেও অনুরূপ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। এসব এলাকার আয়তন এক বর্গমাইল বা তারও বেশি। সৈন্যরা এক এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ শেষে নিহতদের বাইরে সবাইকে ট্রাকে তুলে নিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকে যেতে থাকে। পুরানো ঢাকায় থানাতেও হামলা হয়েছে। শনিবার সকালে এসব বাজারের ধ্বংসস্তুপের মাঝে অনুসন্ধানরত এক পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেন, ''আমি আমার সিপাইদের খুঁজছি। আমার এলাকার ২৪০ জন সেপাই ছিল, এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ৩০ জনকে খুঁজে পেয়েছি এবং সকলেই নিহত।''

ঢাকায় সমগ্র সেনা অভিযানের বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে পুরানো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোয়। এসব এলাকায় সৈন্যরা জনসাধারণকে ঘরের বাইরে ডেকে এনে দলধরে গুলি করে হত্যা করে। এলাকাগুলোতে অগ্নি-সংযোগও করা হয়'.। পুরানো ঢাকায় স্থানীয় চরদের সাথে নিয়ে সৈন্যরা ২৬ তারিখ রাত ১১ টা পর্যন্ত অবস্থান করে। এসব সৈন্য ফ্লেয়ার ছুঁড়ে চারপাশ আলোকিত করলে চররা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঘর-বাড়ী দেখিয়ে দেয়। ট্যাংকের গোলা বা স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের গুলি বা ক্যান ভর্তি পেট্রোলের সাহায্যে সৈন্যরা ঐসব ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। এদিকে ঢাকার শহরতলী বিশেষত টঙ্গী এবং নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকায় শেখ মুজিবের বামপন্থী সমর্থকদের ঘাঁটিতে অভিযান শুরু করতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের ব্যবহার করা হয়। রোববার সকাল পর্যন্ত এসব এলাকাতে গোলাগুলি ও অগ্নি-সংযোগ অব্যাহত ছিল। তবে সেনা অভিযান শুরুর প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর ২৬ শে মার্চ রাত নাগাদ ঢাকা শহরের মূল অভিযান চালানো হয়। বাংলা-ভাষী দৈনিক ইত্তেফাক অফিস ছিল এ অভিযানের শেষ লক্ষ্যবস্তু। সেনা হামলা শুরুর পর থেকে এখানে ৪শ'য়ের বেশি লোক আশ্রয় নিয়েছিল। ২৬ তারিখ বিকাল ৪টায় অফিসটির বাইরে রাস্তায় ৪টি ট্যাংক অবস্থান নেয়। সাড়ে চারটার মধ্যে ভবনটি অগ্নিকুন্ডে


www.pathagar.com

রূপ নেয়। শনিবার সকাল নাগাদ সেখ্যনে ছাইভস্ম ও লাশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৈন্যরা যত দ্রুত হাজির হচ্ছিল, তারো চেয়ে বেশি দ্রুতই তারা রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যেতে থাকে। শনিবার সকালে রেডিওতে সকাল ৭টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত কারফিউ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। অতঃপর রেডিওতে সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা, সংবাদ মাধ্যমের ওপর সেন্সরশীপ, সকল সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগদান এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অস্ত্র জমা দেওয়া সংক্রান্ত সামরিক বিধি বারবার ঘোষণা করা হতে থাকে।

**হাজার হাজার লোক পালাচ্ছে**

হঠাৎ করেই নগরীতে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে। তবে চারদিকে আতংক বিরাজ করছিল। সকাল ১০টা নাগাদ পুরানো ঢাকার বিস্তীর্ণ এলাকা ও বাইরে শিল্পাঞ্চলের দিককার রাস্তাগুলোতে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী আর পলায়নমুখী ভিড় দেখা যায়। গাড়ীতে-রিক্সায় যত না তার চেয়েও বেশি মানুষ মালামাল কাঁধে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে যায়। দুপুর নাগাদ আরো হাজার হাজার মানুষ এই কাফেলায় যোগ দেয়। কাউকে কাউকে কাকুতি মিনতি করতে দেখা যায়, "দয়া করে আমাকে একটু তোল, আমি বুড়ো মানুষ" "আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সাহায্য কর" অন্তত আমার বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নাও"। সেনাবাহিনীর কান্ড দেখতে দেখতে লোকজন নীরবে আর বিষণ্নমুখে এগিয় যায়। অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিচালিত ও চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাস্তাবায়িত এটা এক ব্যাপক ধ্বংসলীলা, এসব থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। একটি মার্কেটের কাছাকাছি কোথাও হঠাৎ গুলির শব্দে হাজার দু'য়েক লোক রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে । তবে তা ছিল একটা দুর্ঘটনা মাত্র। বাহিনীতে সবে যোগ দেওয়া আনাড়ি এক সদস্যের বেখেয়ালে ট্রিগারে চাপ লেগে এ গুলির ঘটনা ঘটে।

সরকারি অফিস আদালতগুলোর সব ছিল প্রায় ফাঁকা । বেশিরভাগ কর্মচারীই গ্রামের পথ ধরছে। যারা পলায়নপর নয়, তারাও নিজেদের ধোঁয়া উঠতে থাকা ভস্মীভূত ঘরবাড়ীর ধ্বংসস্তূপের আশেপাশে এলোপাথাড়ি ঘুরঘুর করতে থাকে। ঢাকার আবাসিক এলাকাগুলোতে ঘরের চালের টিন আগুনে পুড়ে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। লোকজনকে এই ছাইভস্ম থেকেই গার্হ্যস্থ সামগ্রী রক্ষায় তৎপর দেখা গেছে।

যেসব যানবাহন গ্রামের দিকে যাত্রী বহন করছে না, রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে সেগুলির প্রায় প্রতিটাই লাশ অথবা আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার


www.pathagar.com

কাজে ব্যস্ত ছিল। শুক্রবার রাতে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় তারা যুদ্ধে আরবদের ব্যবহৃত একটি রণধ্বনি নারায়ে তাকবীর উচ্চরণ করতে থাকে যার অর্থ আমরা যুদ্ধে জিতে গেছি। শনিবার মুখ খোলা মাত্রই তারা "পাকিস্তান জিন্দাবাদ পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক" ইত্যাদি শ্লোগানই উচ্চারণ করতে থাকে। আগে থেকেই বেশিরভাগ লোক ইতিকর্তব্য ঠিক করে রেখেছিল। তাই নুতন করে কারফিউ জারি হওয়ার আগে বাজারে পেট্রোল ছাড়া অন্য সবকিছুর চেয়ে পাকিস্তানি পতাকা বেশি বিক্রি হয়। নিজেদের অনুপস্থিতির সময় মালামালের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হিসেবে তারা বাড়িঘর তালাবদ্ধ করার আগে একটি পতাকা উড়িয়ে রেখে যায়। বিকেল চারটার দিকে রাস্তাঘাট আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সেনাবাহিনী রাস্তায় নেমে এলে ঢাকায় আবার নীরবতা নামে। কিছু সময়ের মধ্যেই গোলাগুলি শুরু হয়। রেডিওতে ঘোষণা হতে থাকে চারটার পর কেউ বাড়ীর বাইরে থাকলে তাকে গুলি করা হবে। কারফিউ জারির মিনিট দুয়েক পরে সৈন্যরা একটি কিশোরকে রাস্তায় দৌড়াতে দেখে থামায়। একজন সেনা কর্মকর্তা তার মুখে চারবার থাপ্পড় মারে। শুধু তাই নয়, তাকে সেনাসদস্যদের জীপেও তুলে নেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিদ্যমান ঢাকা ক্লাবের একজন নৈশপ্রহরী এসময় ক্লাবের দরোজা বন্ধ করতে গেলে তাকেও গুলি করে হত্যা করে । ঢাকা থেকে বেরুবার সব পথ সৈন্যরা অবরোধ করার কারণে শহরে পুনরায় ফিরে আসা শরণার্থীদের ভাষ্য- সৈন্যদের এড়াতে গিয়ে বিপুলসংখ্যক লোক গুলি খেয়ে মারা যায়। ঐসব সড়কের অবরোধ স্থানগুলো কমবেশি জনমানব শূণ্য। এখনো সেসব স্থানে নির্মূল অভিযান চলতে। অন্যত্র কি ঘটছে সেনাবাহিনী ছাড়া কারো পক্ষেই তা অনুমান করা অসম্ভব। আবার অনেকেই জনস্রোত এড়াতে সড়ক পথের পরিবর্তে নদীপথে শহর ছাড়ার চেষ্টা চালায়। আর নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ফের কারফিউ জারি হওয়ার আটকে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে অনেকে। শনিবার বিকালে অপেক্ষারত এমন একদল লোকের বসার জায়গায় পরদিন সকালে তাদের রক্তধারা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

### "বিশ্বাসঘাতকতার" অভিযোগ

ঢাকা বা প্রদেশটির অন্য কোথাও সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংঘটিত হওয়ার আলামত দেখা যায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে কারো প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার ধারণা ব্যঙ্গসহকারে উড়িয়ে দিয়েছে। পাঞ্জাবী এক লেফটেন্যান্টের ভাষ্য, "এসব লোক চেষ্টা করলেও আমাদের হত্যা


www.pathagar.com

করতে পারবে না। "অন্য এক সেনাকর্মকর্তা বলেছে, "এখন পরিস্থিতি অনেক ভাল। কেউ আর কিছু বলতে রাস্তায় নামতে পারবে না। তা করলে আমরা তাদের হত্যা করবো। তারা অনেক বকেছে। তারা বিশ্বাসঘাতক এবং আমরা তা নই। আল্লাহর নামে আমরা অখন্ড পাকিস্তানের জন্য লড়ছি। পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানই দৃশ্যত এ অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন এবং তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাঙ্গালীদের ভেতর থেকে প্রতিরোধের সর্বশেষ প্রচেষ্টা নস্যাতে এ অভিযান সফলও হয়েছে। ঢাকার বাইরের কোথাও থেকে একদল আন্ডারগ্রাউন্ড বামপন্থীর গোপন বাংলাদেশ বেতার ছাড়া ভারতীয় সরকারের গণমাধ্যমের প্রোপাগান্ডার মাঝেই কেবল লড়াই অব্যাহত রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী জনসাধারণ গণতান্ত্রিক পথের যে স্বপ্ন দেখেছিল গতসপ্তাহের বেদনাদায়ক ও বিভৎস গণহত্যার মধ্য দিয়ে তা নস্যাৎ হয়ে গেছে। হয়তো সময় এ ক্ষতে প্রলেপ দেবে। তবে এই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক দুঃস্বপ্ন ভুলতে তাদের কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে। শেখ মুজিবের আন্দোলন থেকে কেবল এ উপলব্ধি ঘটে যে সেনাবাহিনীকে কখনোই খাটো করে দেখা যাবে না। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যত কথাই বলুন না কেন, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী কোন নির্বাচনের ফলই মেনে নেবে না। তা নিরপেক্ষ হোক, আর নাই হোক।" [১০১]



www.pathagar.com

# ৩১ মার্চ ঃ দেশের জন্য স্বদেশ ত্যাগ

৩১ মার্চ, একাত্তর। বুধবার। আজ আরও দুটো পত্রিকা বের হয়- দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ। পূর্বদেশ পত্রিকার একটি খবর বাঙালির প্রাণে আঘাত করে- 'শান্তিপ্রিয় বেসামরিক নাগরিকদের যে সব সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী হয়রানি করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়েছে।' মর্নিং নিজউ পত্রিকার হেড লাইন- ইয়াহিয়াজ স্ট্যান্ড টু সেভ পাকিস্তান প্রেইজ্ড- অর্থাৎ পাকিস্তান রক্ষায় ইয়াহিয়ার অবস্থান প্রশংশিত। আরেকটি খবর- ইয়াহিয়া লডেড ফর রাইট স্টেপস টু সেভ কান্ট্রি- অর্থাৎ দেশ রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপের জন্য ইয়াহিয়া বন্দিত। অপারেশন সার্চ লাইট-নামে ২৫ মার্চের রাতে হানাদার পাকবাহিনী ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও জঘন্যতম মানবতা বিরোধী অপরাধ, গণহত্যা শুরু করে। ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ মার্চ একাত্তর পর্যন্ত ওরা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর বন্দর গ্রামগঞ্জে হামলা করে। বহু বাঙালি সৈন্য, ইপিআর সদস্য এবং সাধারণ মানুষ হতাহত হয়। চারদিকে কেবল বর্বর হানাদার বাহিনীর অত্যাচার। জুলুম। নির্যাতন। জ্বালাও পোড়াও আর বাঙালি নিধন- এ অবস্থায় সাধারণ বাঙালিরা খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়। ভারত নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষি লোকের বসবাস। অগত্যা ভারতই হয় গন্তব্য। এক লাখের বেশী আবালবৃদ্ধ বণিতা মাতৃভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নেয় ভারতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় জনগণের তিনি মাইজি- ভারত মাতা। বাংলা ও বাঙালির চরম দুর্দিনে মায়ের মতোই তিনি সাহায্যের হাত বাড়ান। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের ওপারে ভারতীয় ভূ-খন্ডে শত শত শরণার্থী ক্যাম্পে বাঙালিরা আশ্রয় নেয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের জণগণ, সরকার ও তার নিজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করেন।

এদিকে দেশের ভেতরেও প্রতিটি নারীপুরুষ তরুণ-তরুণীর মনোভাব হচ্ছে-'শির দেগা নাহি দেগা আমামা' কিংবা 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'। হানাদার বাহিনী বাংলার কোথাও বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারে না। চৈত্রের মাঝামাঝি। প্রখর রৌদ্রের মতোই প্রতিটি বাঙালির মন মেজাজ তখন বর্বর হানাদার সেনাদের প্রতি প্রচন্ড তিরিক্ষি। সময়টা বিকেল সাড়ে চারটা। লালনের কুষ্টিয়ায় তখন ৫০০ কৃষক-জনতা পুলিশ ইপিআর মিলেমিশে



www.pathagar.com

একাকার। একাট্টা সম্মিলিত যোদ্ধাদল। তারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পাক সেনাদের ডেল্টা কোম্পানীতে হামলা চালায়। বাঙালি জনতার কাছ থেকে অর্কেস্ট্রার মতো বেরিয়ে আসে সঞ্জীবনী মন্ত্রধ্বনি-'জয় বাংলা'। বর্বর হানাদারদের পিলে কেঁপে উঠে। শুরু হয় বৃষ্টির মত গোলাগুলি। বাঙালি সৈন্য পুলিশ জনতার ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ওদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। অগ্রসর হতে থাকে বাংলা মায়ের অকুতোভয় সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা। ওদিকে চট্টগ্রামে হালি শহরে ইপিআর ঘাঁটিতে পাকসেনাদের একটি বিগ্রেড ট্যাংকসহ আক্রমন করে। প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। ১৫ জনেরও বেশী ইপিআর সদস্য শহীদ হন। বিকেল ২টা পর্যন্ত হালি শহরের ইপিআর ঘাঁটির নিমন্ত্রণ ওরা নিয়ে নেয়। যশোর ও দিনাজপুর শহর শত্রুমুক্ত হয়। যশোরে পাকসেনারা ক্যান্টনমেন্টে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সিপাহী মুজিবুল্লাহ ওয়্যারলেস অপারেটর। তিনি যশোর সেক্টর থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় বাঙালিদের সাহায্যের জন্য বিশ্বের কাছে আবেদন করেন।

পাক সেনাঅফিসার লেফটেন্যান্ট আতাউল্লাহ শাহ আহত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়েন। সৈয়দপুরে সেনানিবাসে থার্ড বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের উপর পাকবাহিনীর সৈন্যরা অতর্কিতে হামলা চালায়। বহু বাঙালি সেনা হতাহত হয়। ওদিকে খাদেমনগর ১২ নং উইং হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে ৩১তম পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। রক্তের অম্লান লাল অক্ষরে বাঙালি শহীদ সেনার তালিকায় লেখা হলো আরো কিছু নাম-সিপাহী আব্দুল হালিম, সিপাহী আব্দুল রাজ্জাক ও সিপাহী শারাফত আলীসহ আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধার। আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট মাহফুজ। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীপারের কৃষিভবনে অবস্থান নিয়েছিল পাকিস্তানী সেনার তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়ন।

লেফটেন্যান্ট মাহফুজ তাঁর প্লাটুন নিয়ে বাংলার বাঘের মতোই অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওদের উপর। ওরা জীবন নিয়ে শেয়ালের মতো পালিয়ে যায়। কৃষিভবন আবার মুক্তিসেনাদের দখলে আসে।

৩১ মার্চ একাত্তরে ভারত সরকার বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সগ্রামের সাথে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রস্তাবে সংহতি প্রকাশ করা হয়। সংহতি বিষয়ক প্রস্তাবনায় বলা হয়- "এই

---

** বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রস্তাবে সংহতি প্রকাশ করা হয়। সংহতি বিষয়ক প্রস্তাবনায় বলা হয়-" এই হাউজ পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের অধিকার আদায়ের সঙ্গে দৃঢ় সংহতি ও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছে। ..... এই হাউজ দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, পূর্ববাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের এই উত্থান বিজয় লাভ করবে। হাউজ এই আশ্বাস প্রদান করছে, তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ভারতীয় জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে। "*



www.pathagar.com

হাউজ পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের অধিকার আদায়ের সঙ্গে দৃঢ় সংহতি ও গভীর নহানুভূতি প্রকাশ করছে। ..... এই হাউজ দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, পূর্ববাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের এই উত্থান বিজয় লাভ করবে। হাউজ এই আশ্বাস প্রদান করছে, তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ভারতীয় জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করবে।" [১০২]

*মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর- এ সঞ্জীবনী ধ্বনীমন্ত্র ছিলো 'জয় বাংলা'।*



www.pathagar.com

# তথ্যপঞ্জি


০১ এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ২০০৭, ঢাকা, পৃ-৩২৬।

০২ তপন কুমার দে সম্পাদিত, স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, তাম্রলিপি, ঢাকা ২০১০।
পৃ-১৩৫

০৩ এম আর আখতার মুকুল আমি বিজয় দেখেছি;, অনন্যা প্রকাশ- ২০০৭, পৃ ৩২৬।

০৪ মোতাহার হোসেন সুফী-ইতাহাসের মহানায়ক জাতির জনক, অনন্যা; ২০০০; পৃ ২৪৭।

০৫ মুনতাসীর মামুন, সেই সব দিন, সময় প্রকাশন, ১৯৯৭, পৃ- ২৪।

০৬ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, বাঙালির কণ্ঠ। ১৯৯৮। পৃঃ ২৩৩-২৩৫।

০৭ মোতাহার হোসেন সুফী, ইতিহাসের মহা নায়ক জাতির জনক, অনন্যা, ২০০০, পৃ-২৪৯।

০৮ এম আর এ তাহা,স্বাধীনতার মহানায়ক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ ২০০৮, পৃ ১৫৬।

০৯ মোতাহার হোসেন সুফী, ইতিহাসের মহা নায়ক জাতির জনক, অনন্যা, ২০০০, পৃ-২৪৯।

১০ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্ড, ২০০৯, পৃ-৬৬৭-৬৮।

১১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পুনর্মুদ্রণ জুন, ২০০৯-পৃ-৬৬৮।

১২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, দ্বিতীয় খন্ড, পুনর্মুদ্রণ জুন, ২০০৯ পৃ- ৬৬৮।

১৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ ২য় খন্ড, ২০০৯, পৃ-৭০৩-৭০৫।

১৪ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, বাঙালির কণ্ঠ, ১৯৯৮, পৃ-২৫৫।

১৫ এম আর এ তাহা, স্বাধীনতার মহানয়ক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৮, পৃ-১৬৫।

১৬ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃঃ ৫৬-৫৭।

১৭ প্রাগুক্ত।

১৮ শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস,২০০৯, ঢাকা,
পৃ- ৭২।

১৯ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি,পৃ-৫৯।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ-৬১-৬২

২১ প্রাগুক্ত, পৃ -৬২।




www.pathagar.com

২২ প্রাগুক্ত, পৃ-৭২।
২৩ প্রাগুক্ত ,পৃ-৬৯।
২৪ প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৮,৬৯।
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯।
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫।
২৭ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬।
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭।
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯।
৩১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র , দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৮১৫।
৩২ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-৯১।
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪।
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ-৯৪।
৩৫ ১৯৭১: এই দিনে যা ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর।
৩৬ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১০৭।
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।
৩৮ ১৯৭১: এই দিনে যা ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর।
৩৯ প্রাগুক্ত।
৪০ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১১১।
৪১ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, বাঙালির কণ্ঠ, পৃঃ ২৬৮-২৬৯।
৪২ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১১৪।
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫।
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ-১১৭।
৪৫ এম আর এ তাহা, স্বাধীনতার মহানায়ক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৮, পৃ-১৮৩ ।
৪৬ ১৯৭১: এই দিনে যা ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর।
৪৭ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১১৮।
৪৮ এম.আর এ তাহা, স্বাধীনতার মহানায়ক পৃ-১৮৫।
৪৯ প্রাগুক্ত পৃ-১৮৫।
৫০ ১৯৭১, এই দিনে যা ঘটেছিল, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর।
৫১ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১২৩।
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩।
৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪।
৫৪ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।
৫৫ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙালির কণ্ঠ, ১৯৯৮, পৃঃ ২৭০-২৭১।
৫৬ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২০০৪, পৃঃ ১২৪।
৫৭ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১২৬।
৫৮ (ক) প্রাগুক্ত, পৃ-১২৭-১২৮।
৫৮ (খ) প্রাগুক্ত, পৃ-১২৮।


www.pathagar.com

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯।
৬০ প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২।
৬১ এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ২০০৭, পৃঃ-৩৪২।

৬২ মোতাহার হোসেন সুফী, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, পৃঃ-২৯৫।
৬৩ এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ২০০৭, পৃঃ-৩৩৯।
৬৪ নাজিমুদ্দিন মানিক, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলি, পৃ-১৩৩।
৬৫ এম আর আখতার মুকুল- আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ২০০৭, পৃঃ ৩৪০।
৬৬ এম আর এ তাহা, স্বাধীনতার মহানায়ক, ২০০৮ পৃঃ ১৮৯।
৬৭ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙালির কণ্ঠ ১৯৯৮, পৃঃ ২৭৩।
৬৮ মুসা সাদিক, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা-ইতিহাসের আলোকে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০-৩১ মার্চ ও ৪ এপ্রিল ২০০২।
৬৯ প্রাগুক্ত।
৭০ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক ঐতিহাসিক দলিল, ২০০৯, পৃ- ১০২,১০৩।
৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র, ৩য় খন্ড, ১৯৮২।
৭২ নিয়াজির আত্মসর্মপনের দলিল,ভাষান্তরঃ মাসুদুল হক,জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃঃ৭৯, মূল সূত্র ঃ সিদ্দিক সালিক, উইটনেস টু সারেন্ডার।
৭৩ মুসা সাদিক, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা-ইতিহাসের আলোকে, দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০-৩১ মার্চ, ৪ এপ্রিল ২০০২।
৭৪ বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙালির কণ্ঠ, আগামী প্রকাশনী,২০০১,পৃঃ২৬১-২৬৩;মূল সূত্রঃ ডন, করাচী, ২৬ মার্চ, ১৯৭১।
৭৫ মোহাম্মদ হান্নান ড., বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা সংস্করন, ১৯৯৬, পৃ- ৩২২।
৭৬ এম. এ ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০, পৃ- ৮৮।
৭৭ প্রাগুক্ত।
৭৮ আনু মাহমুদ, বঙ্গবন্ধুঃ শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন, জানুয়ারী, ১৯৯১, পৃঃ ৮৫।
৭৯ মুসা সাদিক, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা- ইতিহাসের আলোকে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০-৩১ মার্চ, ৪ এপ্রিল ২০০২।
৮০ অলি আহাদ,জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪, পৃঃ ৪১২।
৮১ মোতাহার হোসেন সুফী, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, অনন্যা, ২০০০, পৃ-৩০৪-৩০৫।
৮২ বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, জুলাই ২০০৬, অনুপম প্রকাশনী; পৃষ্ঠা- ৩০।
৮৩ আনু মাহমুদ, বঙ্গবন্ধুঃ শান্তি, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন, পরমা, ১৯৯৯, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।


www.pathagar.com

৮৪ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক ঐতিহাসিক দলিল, ২০০৯, পৃঃ ১০।
৮৫ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, তৃতীয়খন্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৪।
৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ- ৫ ।
৮৭ কাজী সামসুজ্জামান, আমরা স্বাধীন হলাম- তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৮, পৃঃ ২৫
৮৮ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খন্ডঃ প্রথম পর্ব, পৃঃ ২৭৪।
৮৯ বেলাল মোহাম্মদ ঃ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ-৪০, ৪১।
৯০ মাসুদুল হক, স্বাধীনতার ঘোষণা, মিথ ও দলিল, জানুয়ারী ২০০৫, প্রচিন্তা প্রকাশনী
পৃ ২৭৪, ২৭৫।
৯১ রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১, অনন্যা, জানুযারী ২০০৬, পৃ- ১৩০-১৩১।
৯২ শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৯, ঢাকা,
পৃঃ- ১১৩- ১১৪।
৯৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ৩য় খন্ড ১৯৮২ পৃ-২।
৯৪ অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- ১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ পৃ-৪১৩-৪১৪।
৯৫ (ক) শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৯, ঢাকা, পৃঃ- ১০৯- ১১০।
(খ) অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- ১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪ পৃ-৪১৩। এ বইতে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে বঙ্গবন্ধু বিশেষণ যুক্ত আছে যা অন্য বইতে নেই।
(গ) এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, অনন্যা, ২০০৭, ঢাকা, পৃ- ১৬। এ বইতে TO dub out ------ be fool none অংশ টুকু নেই।
৯৬ মাসুদুল হক, বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন, ১৯৯৭, সুচয়নী পাবলিশার্স, পৃঃ১৭৪,১৭৫।
৯৭ মুসা সাদিক, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা- ইতিহাসের আলোকে, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০-৩১ মার্চ, ৪ এপ্রিল ২০০২।
৯৮ আতিউর রহমান, শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম, দীপ্তি প্রকাশনী, ২০০৯, পৃঃ১২২-১২৩।
৯৯ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক, ঐতিহাসিক দলিল, ২০০০, পৃঃ১২-২০।
১০০ শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৯, ঢাকা, পৃঃ- ১১২- ১১৩।



www.pathagar.com

১০১ ফজলুল কাদের কাদেরী সম্পাদিত বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, সংঘ প্রকাশন,২০০৮, পৃঃ১৩-১৯; মূল সূত্র ঃ ডেইলি টেলিগ্রাফ (লন্ডন), মঙ্গলবার, ৩০শে মার্চ, ১৯৭১।

১০২ মাসুদুল হক, বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙন, সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭,
পৃঃ ২০১।

## অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ।

২. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

৩. রশীদ হায়দার সম্পাদিত ১৯৭১ঃ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

৪. আতাউর রহমান খান, অবরুদ্ধ নয় মাস।

৫. মুনতাসীর মামুন, পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ।

৬. অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ।

৭. বেগম মুশতারী শফী, স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন।

৮. মাহাবুব-উল-আলম, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

৯. আনিসুজ্জামান, আমার একাত্তর।

১০. জাহানার ইমাম, একাত্তরের দিনগুলি।

১১. দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আজাদ- মার্চ, ১৯৭১।

১২. দৈনিক ইত্তেফাক, সমকাল, প্রথম আলো, যুগান্তর ও আমার দেশ- মার্চ, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১।

১৩. আফতাব আহমদ, স্বাধীন সংগ্রামে বাঙ্গালী।

১৪. মোহাম্মদ হাননান ড., হাজার বছরের বাংলাদেশ ইতিহাসের অ্যালবাম।



www.pathagar.com

আসাদুল্লাহ্

হযরত শাহ্ জামাল (রহঃ) এর পুণ্যস্মৃতি এবং ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পললধন্য জেলা জামালপুর। জেলাস্থ মেলান্দহ উপজেলার একটি গ্রাম বাদেপলাশতলা। বাংলার সনাতন সবুজ শ্যামল চেহারার এ গ্রামই আসাদুল্লাহ্র জন্মগ্রাম।

এলাকার পশ্চিম ঝাউগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার পড়ালেখা শুরু। ঝাউগড়া হাইস্কুল, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ এবং সরিষাবাড়ি ডিগ্রি কলেজে তিনি পড়ালেখা করেন। অতঃপর বাংলা সাহিত্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। আই ই আর থেকে ডিপইনএড করা হয়ে যায়। মুন্সিগঞ্জের রামপাল কলেজে তিনি বাংলার প্রভাষক ছিলেন। ১৯৯১ সালে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারে তিনি যোগ দেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর তিনি জীবন-সদস্য। তার জন্ম তারিখ ৩১ জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

'কণ্ঠশীলন' এবং 'অনুপ্রাস' কবিতা আন্দোলনে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন আসাদুল্লাহ্। তার প্রকাশিত ৪টি কাব্যগ্রন্থ- 'অনল স্রোতের জলযাত্রী', 'আমি একশতে এক', জন্ম আমার আজন্ম প্রেম' ও 'বেলা বারবেলা নেই'। ছড়াগ্রন্থ 'বর্ণে বর্ণে সমবায়', রবীন্দ্রনাথের সমবায়নীতি ও পল্লীপ্রকৃতি, সম্পাদিত গ্রন্থ-'শামসুর রাহমান ঃ অনন্য নক্ষত্র', প্রবন্ধগ্রন্থ 'ছোটদের-বড়দের সমবায়' এবং 'বাংলা সন পরিচিতি'।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com